মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে হাদীছ :** ০৪
♦ ইলমের ফযীলত
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ০৯
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ ১৫
-খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস
♦ বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা ২৩
-অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম ২৬
-শামসুল আলম
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
♦ নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবলে বাংলাদেশের যুবসমাজ ৩১
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
✡ **নবীনদের পাতা :**
♦ জান্নাতের নে'মত ও তা লাভের উপায় ৩৪
-নাজমুস সা'আদত
✡ **হাদীছের গল্প :**
♦ ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত ও ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা মনোনয়ন ৩৮
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৪০
♦ সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়
♦ কুরআন-হাদীছের বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয়
✡ **কবিতা :** ৪১
♦ ভাবাবেগ ♦ এসো আলোর পথে
♦ পৃথিবীর নিয়ম ♦ ছালাত
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৫
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

(১) মৌলিক পরিবর্তন কাম্য

মেয়াদী দলতন্ত্রের নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞে দেশ এখন রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। আতংকিত সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাঠাও *(নিসা ৭৫)*।

কথায় বলে, 'রোম যখন পুড়ছে, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছে'। দেশ যখন জ্বলছে, সরকার তখন উন্নয়নের বাঁশি বাজাচ্ছে। প্রত্যেক দলীয় সরকারের পতনকালে এরূপই হয়ে থাকে। সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ে জনগণের নামে জনগণের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। মারছে ও মরছে। জ্বালাও-পোড়াও ও লুটপাট চলছে সমানে। দেশে যেন '৭১-এর ন্যায় যুদ্ধাবস্থা ফিরে এসেছে। জেল-যুলুম, মিথ্যা মামলায় কারাগারে ঠাঁই নেই। অথচ ঠেকাবার কেউ নেই। এ দায়িত্ব ছিল তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সরকারের ও আদালতের। কিন্তু সরকার নিজেই এখন আগ্রাসী পক্ষ। দলীয় সরকার যে কখনোই সহনশীল ও নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে না, এই রূঢ় বাস্তবতা পূর্বের ন্যায় আবারও প্রমাণিত হ'ল।

দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, চিহ্নিত মহল ইসলামকেই তাদের টার্গেট বানিয়েছে। ১ম মহাযুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা না থাকলেও নামধারী মিত্রশক্তি তুরস্কের ইসলামী খেলাফতকে টার্গেট করে এবং তাকে ভেঙ্গে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতেও দেশের ইসলামী সংগঠনগুলির তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামকেই আক্রমণের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ, রাসূল, কুরআন সবকিছুর উপর হামলা করা হয়েছে। সবশেষে আল্লাহ ও দেব-দেবীকে সমান গণ্য করে স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর সরকারী পাঠ্যবই ছেপে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বইতেও একইভাবে ইসলাম দুশমনীর অভিযোগ আসছে। দেশে এত প্রেস থাকতে সমস্ত বই কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছেপে আনা হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। যারা এদেশকে মরুভূমি বানিয়েছে। যারা দৈনিক সীমান্তে আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। কখনো ফেলানীর লাশ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখছে। সীমান্তে ফেন্সিডিল কারখানা বানিয়ে এদেশে পাচার করে তরুণদের মাতাল বানাচ্ছে। সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিসাবমতে প্রতিদিন গড়ে সেদেশে একটি করে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হচ্ছে। আমাদের সীমান্তের ভূমি জবরদখল করছে। অথচ তাদেরকে খুশী করার জন্য আমাদের সরকার সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে। ১৯৭১-এর পূর্বে এদেশ ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ। আর ভারত ছিল এদেশের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও সবশেষে হামলাকারী দেশ। বর্তমান সংসদের ডেপুটি স্পীকার লে. ক. মীর শওকত আলীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সঠিক ছিল' -এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? অথচ বলা হ'ত যে, এটি মিথ্যা মামলা। অতএব দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কেউ সেদিন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা যাবে কি করে? যুদ্ধ শেষে নিরাপদ পরিবেশে দেশের হাযার হাযার মানুষকে যারা একতরফাভাবে হত্যা করল, তারা কি যুদ্ধাপরাধী নয়? সত্যি কথা বলতে কি, আজ পাকিস্তান থাকলে মুক্তিযোদ্ধারাই হ'ত যুদ্ধাপরাধী, আর রাযাকাররাই হ'ত মুক্তিযোদ্ধা। সেদিন 'জয় বাংলা' না বলে 'আল্লাহু আকবার' বলার অপরাধে, কতশত তরুণকে তাদের বাপ-মায়ের সামনে লাইন দিয়ে গুলি করে শহীদ করা হয়েছে সে দৃশ্য কি তাদের বাপ-ভাইয়েরা ভুলে গেছে? তাদের কোন বিচার আজও হয়নি। প্রয়োজনও নেই। ৯৩ হাযার পাকিস্তানী সেনার ফেলে যাওয়া হাযার হাযার কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র ও দেশের কল-কারখানা সব লুট করে নিয়ে গেল বন্ধুরাষ্ট্র। এর প্রতিবাদ করায় মেজর জলিল হলেন কারাবন্দী ও মাওলানা ভাসানী হলেন কার্যত গৃহবন্দী।

যুদ্ধ শেষে সবাই যখন স্বাধীন দেশকে মেনে নিয়েছে, তখন শুকনো ক্ষত পুনরায় কার স্বার্থে ঘা করা হচ্ছে? এরশাদ পতন আন্দোলনে এবং '৯৬-২০০১-য়ে সরকার গঠনের সময় যাদের সমর্থন নিয়ে বর্তমান সরকারী দল ক্ষমতায় গিয়েছিল, তখন কেন এই ইস্যু তোলা হয়নি? তখন যাদেরকে দু'টি মহিলা সীট দিয়ে পুরস্কৃত করা হ'ল, এখন আবার তাদের নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা কেন? তাদের প্রতি এত ভয় কিসের? সাহস থাকলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুন। যে যার জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাবে? হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও নাস্তিকদের যদি এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার থাকে, তাহ'লে তাদের থাকবে না কেন? কে না জানে যে, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী। ইখওয়ানকে মিসরে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন তারাই ক্ষমতায়। নিষিদ্ধকারী হোসনি মোবারক এখন বিচারের কাঠগড়ায়। অতএব এইসব বাহুল্য চিন্তা বাদ দিয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সরকারের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পৃথিবীতে সবকিছুর বিচার মানুষ করতে পারে না। বিশ্বসেরা যুদ্ধাপরাধী বুশ-ব্লেয়ার ও পাশ্চাত্য অপশক্তির বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া দূরে থাক, তাদের প্রতি টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কোন নেতার হয়েছে কি? অতএব অনেক কিছুর বিচার আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিতে হয়। প্রকৃত অপরাধীরা কখনোই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। অতএব আসুন! পরস্পরকে ক্ষমা করে দেশকে গড়ে তুলি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।

এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী ইসলামী শক্তিকে সরকার তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। ইসলামী দলগুলিকে একে একে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে। এতে সরকার বা তাদের নেপথ্য শক্তি যেটাই ভাবুন না কেন দেশ ক্রমেই এগিয়ে চলেছে একটা মৌলিক পরিবর্তনের দিকে। নিঃসন্দেহে সে পরিবর্তন হবে ইসলামের পক্ষে, বিপক্ষে কখনোই নয়। আর এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যে, পৃথিবীতে এমন একটি মাটির ঘর বা ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না *(আহমাদ)*। অতএব ইসলামের উপর যতই হামলা হবে, ততই ইসলামের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শাহবাগী জাগরণের চূড়ান্ত ব্যর্থতা তার বাস্তব প্রমাণ। ঐ অপতৎপরতা কেবল মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছে। কখনোই তাদের হৃদয়ে স্থান করতে পারেনি। আদালতের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল, তা এখন পরিষ্কার। ভোলা যাবে না যে, গত টার্মে এই সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকোর্টের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করেছিলেন।

আমরা মনে করি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসকে আক্রমণ করা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হামলা করার শামিল। আর সেই সাথে যখন যুক্ত হয় কয়েকটি চিহ্নিত মিডিয়া ও মিডিয়াম্যানদের এবং প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের সরব সমর্থন ও উসকানি, তখন সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। মনে রাখা ভাল যে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য এবং ইসলামী স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য হাযার হাযার বাঙ্গালী মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে এদেশ একদিন 'পাকিস্তান' নামে স্বাধীন হয়েছিল। হক-ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী-শেখ মুজিব ছিলেন সেই সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সামনের কাতারের সৈনিক। বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্র তাঁদেরই রেখে যাওয়া আমানত। যদিও নেহরু গংদের কুটিল চক্রান্তে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, শিয়ালপাড়া এবং আসামের শিলচর ও করিমগঞ্জ যেলাগুলি সহ বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আজও ইসলামের স্বার্থেই এ দেশের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাই ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এদেশের ঈমানদার মুসলমানেরা কখনোই আপোষ করবে না। ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ভারতীয় নেতারা কখনোই পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার চাননি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। জানিনা হঠাৎ কোন মতলবে শ্বশুরবাড়ি ঘোরার নামে প্রণব মুখার্জি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এলাকা কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও টাঙ্গাইলের পতিসর কুঠি ঘুরে গেলেন। যদিও নজরুলের নাম তাঁর হয়তবা স্মরণে আসেনি। সময়ই একদিন সব বলে দেবে। যারা '৭৫-এর ২১ এপ্রিল মাত্র ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ধোঁকা দিয়ে বিগত ৩৮ বছর যাবৎ পানি আটকে রেখে পদ্মাকে হত্যা করেছে, যারা তিস্তা থেকে এক ফোঁটা পানি দিতে চায় না, ঐসব কপট বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রায়ই সীমান্তে মিলনমেলার ভড়ং দেখলে দুঃখ হয় বৈকি!

পরিশেষে নেতাদের বলব, যে ইসলামের নামে আপনারা সর্বদা ভোট চান, সেই ইসলামের একটা বিধান অন্ততঃ মেনে নিন এবং নিজেদের সত্যিকারের জনপ্রিয়তা যাচাই করুন। অবিলম্বে দেশে দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন দিন। জনগণকে ভয় ও চাপমুক্তভাবে তাদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিন। ইনশাআল্লাহ রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যালট পেপারে মাত্র দু'টি দফা দিন, (১) ইসলামী খেলাফত চান, না ধর্মনিরপেক্ষ শাসন চান? (২) দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাকে চান? নির্বাচন কমিশন ইসলামী নীতি মেনে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে। সরকার পদত্যাগ করবে এবং পরবর্তী সরকার না আসা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশ চালাবেন। এভাবে দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনুন এবং স্থায়ী শান্তি র পথে ফিরে আসুন।

[এ বিষয়ে মাননীয় সিইসি সমীপে ইতিপূর্বে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করেছি। উক্ত মর্মে এপ্রিল'১২ সম্পাদকীয়টি পাঠ করুন- সম্পাদক]

(২) নাস্তিক্যবাদ

বর্তমানে অনেকে বলছেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই। এর সরলার্থ হ'ল অনৈসলামিক বাংলাদেশ চাই। কেউ বলছেন, নাস্তি ক্যবাদও একটি ধর্ম। অতএব তাকে রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। কেউ বলছেন, রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিলেও সে মুসলমান। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, এরা কোনটাই বুঝেন না। এক্ষণে আমরা কুরআন ও হাদীছের আলোকে তুলে ধরব নাস্তি ক্যবাদ বা কুফর কাকে বলে? 'কুফর' অর্থ ঢেকে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত ইসলামী শরী'আতকে অস্বীকার করা। যার বিপরীত হ'ল ঈমান। কুফরী দুই প্রকার : (১) ঐ কুফরী যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। (২) যা খারিজ করে দেয় না। যেমন 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী' *(বুখারী)*। এই কুফরী অর্থ মহাপাপ। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। প্রথম প্রকার কুফরী ৬ প্রকার : (ক) ইসলামে মিথ্যারোপ করা *(নমল ৮৩-৮৪)* (খ) অস্বীকার করা *(নমল ১৪; বাক্বারাহ ৮৯)* (গ) হঠকারিতা করা *(বাক্বারাহ ৩৪)* (ঘ) অন্তরে বিশ্বাস রাখা ও মুখে অস্বীকার করা *(নিসা ৬১)* (ঙ) এড়িয়ে চলা *(হা-মীম সাজদাহ ৩-৫)* (চ) সন্দেহ করা *(ইবরাহীম ৯)*। এগুলি তিনভাবে হয়ে থাকে : (১) বিশ্বাসগতভাবে। যেমন কাউকে আল্লাহ বা তাঁর গুণাবলীতে শরীক সাব্যস্ত করা বা অসীলা নির্ধারণ করা। আল্লাহ্র ইবাদতের ন্যায় অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করা। যেমন কোন কিছুর সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, আল্লাহ্র ন্যায় অন্যকে মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র নির্ধারণ করা, তাঁর কৃত হারামকে যেমন সূদ-ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদিকে হালাল ধারণা করা। (২) কথার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ বা তাঁর রাসূলকে বা ইসলামকে গালি দেওয়া, হেয় করা, উপহাস ও ব্যঙ্গ করা। কুরআন বা তার কোন আয়াতকে অস্বীকার বা তাচ্ছিল্য করা *(তওবাহ ৬৫)*। (৩) কাজের মাধ্যমে। যেমন মূর্তি বা কবরে সিজদা করা। পবিত্র কুরআনকে তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এগুলি করবে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। কোন মুসলিম এটা করলে সে মুরতাদ হবে। তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা আদালতের মাধ্যমে সরকার কার্যকর করবে। না করলে ঐ সরকার কবীরা গোনাহগার হবে এবং তাকে আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। যারা আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, হাদীছ, ছালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা-কটূক্তিতে লিপ্ত হয়, তারা এবং তাদের প্রকাশ্য সমর্থনকারী মহল পরিষ্কারভাবে কাফির। যদিও তাদের নাম বাহ্যতঃ ইসলামী হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের ৬টি স্তম্ভের কোন একটিকে অস্বীকার করে সে কাফের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), কুরআন, ফেরেশতা, বিগত ইলাহী কিতাব ও নবী-রাসূলগণ, আখেরাতে জবাবদিহিতা এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দে অবিশ্বাস করে সে কাফের।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করে। কিন্তু তাঁর বিধান সমূহকে অস্বীকার করে, সে কাফির। পক্ষান্তরে যদি বিধান সমূহকে স্বীকার করে, কিন্তু তার উপর আমল না করে, সে ব্যক্তি যালেম ও ফাসেক *(মায়েদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭)*। কোন সরকার এটা করলে সেও একই পর্যায়ভুক্ত হবে। তওবা না করা পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা পাবে না। তাদের মাধ্যমে যত লোক আল্লাহ্র বিধান অমান্য করবে বা মান্য করতে অপারগ হবে, সকলের পাপভার ঐ লোকদের উপরে চাপবে, যাদের কারণে লোকেরা উক্ত পাপে লিপ্ত হয় *(নাহল ২৫)*।

যারা কাফের-মুশরিকদের কাফের মনে করে না। বরং তাদের মনগড়া ধর্মকে সঠিক মনে করে, তারাও কাফের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি নিজেদের মনগড়া বিধানকে ইসলামী বিধানের চাইতে উত্তম মনে করে, ইসলামের কোন কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, আল্লাহ-রাসূল ও কুরআন বা হাদীছের প্রতি কটূক্তি করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে, সে ব্যক্তি কাফের। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ'ল সৃষ্টির অধম'। 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা'। 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৬-৮)*। আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক্যবাদ থেকে রক্ষা করুন- আমীন! *(স.স.)*।

ইলমের ফযীলত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّيْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ-

অনুবাদ : তাবেঈ বিদ্বান কাছীর বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে একদিন ছাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর নিকটে বসে আছি। এমন সময় তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এলো এবং বলল, হে আবুদ্দারদা! আমি আপনার নিকটে রাসূলের শহর (মদীনা) হ'তে এসেছি কেবল একটি হাদীছের জন্য। আমার নিকটে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি উক্ত হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করে থাকেন। আমি অন্য কোন কারণে এখানে আসিনি।

তখন আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও যমীনে যারা আছে, তারা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি মাছ সমূহ পানির মধ্যে থেকেও। আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপরে যেরূপ। নিশ্চয়ই আলেমগণ হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। বরং তাঁরা রেখে যান কেবল ইল্ম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[১]

হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে *(৫/১৯৬ পৃঃ)* বর্ণিত হয়েছে এবং বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ও আবুদাঊদ 'ইলম' অধ্যায়ে, ইবনু মাজাহ 'সুন্নাহ' অধ্যায়ে ও দারেমী 'ইলম' অধ্যায়ে। তিরমিযী তার বর্ণনায় আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনাকারী রাবীর নাম ক্বায়েস ইবনু কাছীর (قيس بن كثير) বলেছেন। ইমাম আহমাদও একটি সূত্রে তাই বলেছেন। তবে ছাহেবে মিরক্বাত ও মির'আত উভয়ে বলেন, والصحيح كثير بن قيس 'সঠিক হ'ল কাছীর ইবনু ক্বায়েস'। ছাহেবে মির'আত বলেন, وهو وهم من أحد الرواة 'এটি (অর্থাৎ ক্বায়েস ইবনু কাছীর) কোন একজন বর্ণনাকারীর ধারণা প্রসূত নাম মাত্র'।

সনদ : আলবানী 'হাসান' বলেছেন।

সারমর্ম : ইলমের সন্ধানী ও আলেমের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

রাবীর পরিচয় : কাছীর ইবনু ক্বায়েস। শামের অধিবাসী ছিলেন। ছাহেবে মাছাবীহ তাঁকে তাবেঈগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন মধ্যম স্তরের তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ওয়াসেত্বী তার দু'টি বর্ণনার একটিতে তাঁর নাম ক্বায়েস ইবনু কাছীর বলেছেন। তবে এটি ছিল ধারণা প্রসূত (وهو وهم)। ইবনু হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।

হাদীছের ব্যাখ্যা :

(فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ) সঠিক উচ্চারণ 'দিমাশ্ক্ব' হবে। যদিও দামেস্ক বলে বাংলায় চালু রয়েছে। (أَبُو الدَّرْدَاءِ) আবুদ্দারদা শেষ অক্ষরে আলিফের মাথায় হামযা হবে না, বরং আলিফের পরে হামযা হবে। লেখার সময় সেভাবেই লিখতে হবে। (لِحَدِيْثٍ) অর্থ لأجل تحصيل حديث 'একটি হাদীছ অনুসন্ধানের জন্য'।

(بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করে থাকেন'। হ'তে পারে রাবীর নিকটে হাদীছটির সার-সংক্ষেপ পৌঁছেছিল। অথবা তিনি সরাসরি স্বকর্ণে শুনে নিশ্চিন্ত হবার জন্য অথবা সনদের স্তর উপরে উঠানোর জন্য তিনি ১৩০৩ কিঃ মিঃ (প্রায় এক হাযার

১. *আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী; তিরমিযী রাবীর নাম ক্বায়েস বিন কাছীর বলেছেন, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।*

মাইল) রাস্তা উটে বা গাধা-ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে মদীনা থেকে দামেষ্ক এসেছেন, لأن الإسناد من الدين قاله ابن المبارك، 'কেননা ইসনাদ হ'ল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত-যা ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম)*। হাদীছ শিক্ষার জন্য এই ব্যগ্রতা ও কষ্ট স্বীকার অহি-র ইলমকে হেফাযত করার বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদারই *(হিজর ১৫/৯; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)* বাস্তব দলীল। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীছ-এর আলোচ্য অংশটি মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর মিশকাতে (মুদ্রণ: বৈরুত ১৯৮৫) নেই।

(مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ ماجئت إلى الشام لحاجة أخرى غير أن أسمعك الحديث অর্থ 'সিরিয়াতে আমি অন্য কোন প্রয়োজনে আসিনি, আপনার নিকট থেকে হাদীছটি শ্রবণের উদ্দেশ্যে ব্যতীত'। হ'তে পারে এর দ্বারা তিনি ইলম তলবের কষ্ট স্বীকারের অশেষ নেকী হাছিল করতে চেয়েছিলেন। যদিও সেকথা তিনি মুখে বলেননি।

(قَالَ : فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ) অর্থ قال أبو الدرداء إذا كان الأمر كذلك فاعلم إني سمعت 'আবুদ্দারদা বললেন, যদি কথা সেটাই হয়, তবে জেনে নাও যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি..'।

(مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ) অর্থ من دخل أو مشى طريقا قريبا كان أو بعيدا يبتغي فيه علمًا شرعيا ارشده الله طريقا إلى الجنة وسهل له به إليها– 'যে ব্যক্তি প্রবেশ করল কিংবা পথে চলল নিকটের হৌক বা দূরের হৌক দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করেন এবং তার জন্য তার ইলমের দ্বারা জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'। এর দ্বারা তাকে দুনিয়াতে সৎকর্মের তাওফীক দান করা অর্থ হ'তে পারে কিংবা সহজে জান্নাতে প্রবেশও হ'তে পারে।

(وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ) 'ফেরেশতাগণ উক্ত ইলম সন্ধানীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা সমূহ বিছিয়ে দেন'। এটি বাস্তবেও হ'তে পারে ইলম শিক্ষার প্রতি সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের জন্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র হুকুমে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকে, যাতে তার পথ চলা সহজ হয়।

ছাহেবে মিরক্বাত এ বিষয়ে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) কর্তৃক আহমাদ ইবনু শু'আয়েব হ'তে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন যে, আমরা একদিন বছরায় কয়েকজন মুহাদ্দিছের নিকটে উপস্থিত ছিলাম এবং অত্র হাদীছটি আলোচনা করছিলাম। ঐ মজলিসে একজন মু'তাযেলী ব্যক্তি (অতি যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফের্কার অনুসারী) উপস্থিত ছিল। সে হাদীছটি নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকল এবং এক পর্যায়ে বলল, والله لأطرقن غدا نعلي وأطأ بها أجنحة الملائكة 'আল্লাহ্র কসম! আমি কালকে জুতা পায়ে রাস্তায় চলব এবং তা দিয়ে ফেরেশতাদের ডানা দাবিয়ে দেব'। পরের দিন সে তাই-ই করল। ফলে তার দু'পা শুকিয়ে গেল ও তাতে অবশতা (الاكلة) এসে গেল।

ত্বাবারাণী বলেন, আমি ইবনু ইয়াহইয়া সাজীকে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমরা বছরার গলিপথে চলছিলাম একজন মুহাদ্দিছ-এর নিকটে যাওয়ার জন্য। এক পর্যায়ে আমরা দ্রুত চলতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে একজন লোক ছিল, যার দ্বীন সম্পর্কে কারু জানা ছিল না। হঠাৎ সে বলে উঠল, ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزىء بالحديث 'আপনারা ফেরেশতাদের ডানা হ'তে আপনাদের পা উঁচু করুন। হাদীছকে তাচ্ছিল্যকারীর ন্যায় ওগুলিকে ভেঙ্গে দিবেন না'। বলেই লোকটি ওখানেই পা ফুলে মাটিতে পড়ে গেল।

সুনান ও মুসনাদ সমূহে হযরত ছাফওয়ান বিন 'আসসাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! جئت لطلب العلم 'আমি ইলম শিক্ষার জন্য এসেছি'। একথা শুনে তিনি বললেন, مرحبًا بطالب العلم 'তালেবে ইলমের জন্য মুবারকবাদ'! নিশ্চয়ই তালেবে ইলমকে ফেরেশতাগণ ঘিরে রাখে। তাকে তাদের ডানা সমূহ দিয়ে ছায়া করে এবং তাদের মহব্বতে তারা একজনের উপরে একজন সওয়ার হয়ে দুনিয়াবী আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়'।[২]

(وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْـأَرْضِ) 'নিশ্চয়ই আলেমের জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা অবস্থান করে আসমান সমূহে এবং যমীনে, এমনকি পানির নীচে মাছ সমূহ'। এটি বাস্তবে হ'তে পারে এভাবে যে, আল্লাহ ঐসব দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্টি সমূহকে ইলহাম করে থাকেন আলেমের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য, যদি তার দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি কোন গোনাহের কাজ হয়ে যায়। আর এটি করা হয়ে থাকে আলেমের বৃহৎ সৎকর্মাদির বদলা হিসাবে। কেননা ইলমের কল্যাণকারিতার ব্যাপকতা এবং সৃষ্টির জন্য তার

২. *ত্বাবারানী, ছহীহাহ হা/৩৩৯৭।*

উপকারিতা সমূহ নির্ভর করে আলেমের উপরে'। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة بالعلم 'সৃষ্টিজগতে জীবিত বা মৃত এমন কিছুই নেই, যার কল্যাণকারিতা ইলমের সাথে সম্পর্কিত নয়'।

(وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ) 'পানির মধ্যকার মাছ সমূহ' একথা বলার অর্থ আসমান ও যমীনের সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যাপকতা বুঝানো। যেমন আল্লাহ্র দয়াগুণের ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য সূরা ফাতিহাতে 'আর-রহমান'-এর পরে 'আর-রহীম' বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মাছ হ'ল মানুষের জন্য পানিতে উৎপাদিত শ্রেষ্ঠতম রূযী। ইলম হ'ল পানির ন্যায়, যা না থাকলে মাছ বাঁচতে পারে না। অনুরূপভাবে ইলম ব্যতীত মানুষ ও আসমান-যমীনের কিছুই টিকে থাকতে পারে না।

(وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ) وان فضل العالم المشتغل بالعلم والقائم بنشره بعد أدائه الفرائض والسنن المؤكدة على العابد الغالب عليه العبادة بالنوافل مع كونه عالما بما تصح به العبادة، كفضل القمر ليلة الرابع عشر على سائر الكواكب-

'যে আলেম নিয়মিত ফরয ইবাদত ও সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ সমূহ আদায় করার পরে নিরন্তর ইলমের সন্ধানে ও তার প্রচার-প্রসারে লিপ্ত থাকেন, ঐ আলেমের মর্যাদা অনেক উঁচু ঐ আবেদের চাইতে যিনি অধিকহারে নফল ইবাদত সমূহে রত থাকেন এবং তিনি অন্ততঃ এতটুকু ইলমের অধিকারী হন যদ্বারা ইবাদত বিশুদ্ধ হয়, উভয়ের তুলনা যেমন চতুর্দশী রাতের পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকা সমূহের উপরে'।

ক্বাযী আয়ায বলেন, এই তুলনার কারণ এই যে, নক্ষত্রের আলো দ্বারা সে কেবল নিজেই আলোকিত হয়। কিন্তু চাঁদের আলো নিজেকে ছাড়াও অন্যকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে আবেদ তার ইবাদত দ্বারা কেবল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। কিন্তু আলেম তার ইল্ম দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হন, তেমনি অন্যকে উপকৃত করে থাকেন। আলেম উক্ত নূর লাভ করেন রাসূল (ছাঃ) থেকে। যেমন চন্দ্র জ্যোতি লাভ করে থাকে সূর্য থেকে। আর সূর্য কিরণ লাভ করে আল্লাহ থেকে। একইভাবে রাসূল (ছাঃ) 'অহি' লাভ করে থাকেন আল্লাহ থেকে'।

এখানে ইলম শূন্য আবেদ এবং আমল ও তাক্বওয়া শূন্য আলেমের কথা বলা হয়নি। যার জাহান্নামী হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক এ কারণে যে, আবেদ ইলম ছাড়াই ইবাদত করে। ফলে তাতে ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমল ও তাক্বওয়া শূন্য আলেমের অবস্থা গুণশূন্য ঔষধের ন্যায়, যা স্রেফ ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে, ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات 'জাহিল ধ্বংস হৌক একবার এবং আলেম ধ্বংস হৌক সাতবার' *(মিরক্বাত)*।

(وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) অর্থ وإن العلماء الاتقياء الحقة ورثة الأنبياء والرسل في تركاتهم العلوم الشرعية- 'সত্যিকারের মুত্তাক্বী আলেমগণ নবী ও রাসূলগণের রেখে যাওয়া দ্বীনী ইলম সমূহের উত্তরাধিকারী'। ইমাম গাযযালী বলেন, نتيجة هذا العلم أن يعرض عن الفاني ويقبل على الباقي، 'এই ইলমের ফলাফল এই যে, সে নশ্বর দুনিয়াকে এড়িয়ে চলে এবং অবিনশ্বর আখেরাতের দিকে এগিয়ে যায়'।

(وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا) অর্থ وإن الأنبياء ما ورثوا أولادهم وأزواجهم شيئاً من اموال الدنيا بل بقى بعدهم ان بقى شئ تركة لبيت المال لعامة المسلمين- 'নবীগণ তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য কোন দুনিয়াবী মাল-সম্পদ রেখে যান না। যদি কিছু রেখে যান, তবে তা তাদের অনুসারী মুসলিমদের 'বায়তুল মাল' তথা সাধারণ ধন ভাণ্ডারের জন্য পরিত্যক্ত হিসাবে গণ্য হয়'। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَحْنُ مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ 'আমরা নবীগণ কাউকে (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী করি না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই, সবই ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[৩] আর একারণেই ফাতেমা (রাঃ) স্বীয় পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া বনু নাযীরের পরিত্যক্ত বাগিচা (صفايا بني النضير) ও খায়বারের ফিদক খেজুর বাগানের উত্তরাধিকার পাননি। এর উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের জন্য মাল-সম্পদ জমা করার জন্য আসেন না। তাঁরা স্বীয় পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দুনিয়া থেকে বিদায় হন। এর মাধ্যমে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে ত্যাগের জাযবা সৃষ্টি হয়। ইবরাহীম, শু'আয়েব, আইয়ূব, দাঊদ, সুলায়মান প্রমুখ নবী-রাসূলগণ প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে সবকিছুই স্ব স্ব উম্মতের বায়তুল মালে পরিণত হয়।

৩. *বুখারী হা/৪০৩৪*।

(وَإِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ) 'তাঁরা উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান ইলমকে'। অর্থাৎ শরী'আতের বিধি-বিধান সমূহ ছাড়াও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা ও পদ্ধতি সমূহ যা তারা উম্মতের জন্য বাৎলিয়ে যান, সেগুলিই হ'ল তাঁদের প্রকৃত উত্তরাধিকার। যা নিয়ে উম্মত বেঁচে থাকে ও দুনিয়াবী জীবনে কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভে ধন্য হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ে মশগূল লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা এখানে ব্যস্ত রয়েছ, অথচ ওদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর মীরাছ সব মসজিদে বণ্টিত হয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে তারা দ্রুত মসজিদে চলে গেল। যেয়ে দেখল যে, সেখানে কেবল কুরআন ও হাদীছের ইলমী আলোচনা চলছে। লোকেরা বলল, হে আবু হুরায়রা! আপনার কথা মতো কিছুই তো বণ্টিত হচ্ছে না। জওয়াবে তিনি বললেন, هذا ميراث محمد يقسم بين ورثته وليس بمواريثه دنياكم 'এটাই হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ, যা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে। এটা তোমাদের দুনিয়াবী কোন মীরাছ নয়'।

(فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) অর্থ فمن أخذ العلم الشرعي أخذ نصيبا تاما إذ لاحظ أوفر منه– 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জন করল, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ অর্জন করল। কেননা এর চাইতে পরিপূর্ণ অংশ আর কিছুই নেই'।

এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, يجوز أن يكون أخذ بمعنى الأمر (أي خذ) أي فمن أراد أخذه فليأخذ بحظ وافر ولا يقتنع بقليل অতীত কালের (أَخَذَ) ক্রিয়াটি 'আদেশ' (خُذْ) অর্থে নেওয়া হবে। তখন মর্ম হবে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করতে চায়, সে যেন পূর্ণরূপে তা হাছিল করে এবং অল্প কিছু জেনেই যেন তুষ্ট না হয়'। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, هذا زبدة كلام الشرح هنا 'ব্যাখ্যা সমূহের সারৎসার এটাই'। أخذ بحظ-এর 'বা' অব্যয়টি 'অতিরিক্ত' এসেছে তাকীদ বুঝানোর জন্য। অত্র হাদীছে অধিকহারে হাদীছের ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) হাদীছ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ। কেননা হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য। যা মূলতঃ আল্লাহ্র বক্তব্য বা অহিয়ে গায়ের মাতলু। আল্লাহ্র 'অহি' অভ্রান্ত সত্যের উৎস। অতএব তা দুনিয়ার সবচাইতে মূল্যবান সম্পদের চাইতে অধিক মূল্যবান। যে তা হাছিল করতে পারে, সেই-ই সবচেয়ে ভাগ্যবান। নিঃসন্দেহে তা হ'তে হবে ছহীহ হাদীছ। জাল বা যঈফ হাদীছ নয়।

(২) হাদীছ শিক্ষা হবে স্রেফ আল্লাহ্র ওয়াস্তে। দুনিয়া উপার্জনের লক্ষ্যে নয়।

(৩) হাদীছ শিক্ষাকে অন্য সবকিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) হাদীছ শিক্ষার একমাত্র বিনিময় হ'ল জান্নাত। আর এটি হবে হাদীছের আলোকে নিজের চরিত্র গঠন ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার পরকালীন পুরস্কার মাত্র।

(৫) হাদীছ শিক্ষার্থীর প্রতি সম্মান, বিনয়, ভালবাসা ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয় এ কারণে যে, সে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বহন করে। আর ফেরেশতা হ'ল মানুষের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল ও সর্বাধিক কল্যাণকামী। তারা সর্বদা ঈমানদারগণের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব দ্বীনী ইলম অর্জনকারীদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্য বান্দাদের চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী।

(৬) আলেমগণের ভুল হ'তে পারে। কিন্তু ভুল ধরা পড়লে তারা সুধরে নেন। অতঃপর নিজে আলোকিত পথে চলেন। অন্যকেও আলো দিয়ে থাকেন। সেকারণ তাদের জন্য সকল সৃষ্টি এমনকি পানির মধ্যেকার মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে যে আলেম অহংকারী এবং হঠকারিতা বশে সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তার জন্য কেউ ক্ষমা চায় না। সে মারা গেলেও আসমান ও যমীনের কেউ তার জন্য কাঁদে না।

(৭) মুত্তাক্বী আলেম নবীগণের উত্তরাধিকারী। বস্তুতঃ এটাই হ'ল তার সবচেয়ে বড় মর্যাদা। কেননা নবীগণ হলেন সৃষ্টির সেরা। আর আলেমগণ হলেন তাদের ওয়ারিছ এবং তাদের পরবর্তী মর্যাদার অধিকারী। মীরাছ পেয়ে থাকে মৃতের সর্বাধিক নিকটাত্মীয়েরা। আর নবীগণের ইলমের মীরাছ পান আলেমগণ। অতএব তারাই নবীগণের সর্বাধিক নিকটজন। যদি নাকি তিনি যথার্থ আল্লাহভীরু ও যথাযোগ্য আমলকারী হন।

(৮) নবুঅতের এই অমূল্য মীরাছ পাওয়ার জন্য আল্লাহ যাকে খুশী বেছে নেন। এই মীরাছ যারা পান পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে ভাগ্যবান।

(৯) এই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য।

(১০) আল্লাহ্র এই বন্ধুদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, যা অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং আলোচ্য হাদীছের যা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

ফায়েদা :

অনেকের ধারণা হাদীছের ইলম স্রেফ দ্বীনী কাজে প্রয়োজন হয়, দুনিয়াবী কাজে লাগে না। সেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক নয়। এর জওয়াব এই যে, উক্ত ধারণা ভুল। কেননা হাদীছের ইলম দ্বীন ও দুনিয়া সবকিছুকে শামিল করে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কুরআন ও হাদীছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা নির্ভুল ও চূড়ান্ত সত্য। যাদের মধ্যে কুরআন-হাদীছের পূর্ণ জ্ঞান নেই অথবা থাকলেও তা থেকে তারা দুনিয়াবী স্বার্থে দূরে অবস্থান করতে চায়, কিংবা যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের নামে নিজ নিজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তারা হাদীছ থেকে নেবার মত কিছুই খুঁজে পায় না। অথচ মানবজীবনের ইহকালীন ও পরকালীন যেকোন বিষয়ের সমাধান হাদীছ থেকে পাওয়া সম্ভব। প্রয়োজন কেবল আন্তরিকতার। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, মানবজাতি তার খাদ্য ও পানীয়ের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী হ'ল ইলমের। কেননা দিনে একবার বা দু'বার মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হয়, অথচ প্রতি নিঃশ্বাসে তার জন্য ইলম আবশ্যক'। নিঃসন্দেহে এই ইলম হ'ল কুরআন ও হাদীছের ইলম।

উল্লেখ্য যে, জ্ঞানার্জন থেকে যখন কুরআন-হাদীছকে পৃথক করা হবে, তখন সেখানে থাকবে কেবল শয়তান। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মেধা ব্যয় হচ্ছে নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে ও বিভিন্ন ভেজাল বস্তু সৃষ্টিতে। যা স্রেফ শয়তানী জ্ঞান। যা থেকে বিরত না হ'লে পৃথিবী মানুষ নামক শয়তানদের হাতেই জাহান্নামে পরিণত হবে। বর্তমানে আমরা যার মধ্যে ডুবে গেছি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল- মানুষ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করবে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান; যার অন্যতম স্তম্ভ হ'ল যাকাত। শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ছালাতের পরেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যাকাতের বিধান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যা আদায় করা সামর্থ্যবান সকলের উপর অপরিহার্য। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাকাতের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

যাকাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : الطهارة والنماء والبركة والمدح অর্থাৎ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। উল্লিখিত সব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত।[৪]

কুরআন ও হাদীছের অনেক স্থানে 'যাকাত'-কে 'ছাদাক্বাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের ৮ টি মাক্কী ও ২২টি মাদানী সূরার ৩০টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি আয়াতে 'ছালাত'-এর সাথেই 'যাকাত' শব্দ এসেছে।

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

(ক) যাকাত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মানার অন্যতম মাধ্যম : যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। একে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। আর পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধান মানা অবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত তাদের কি প্রতিদান হ'তে পারে? ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন' *(বাক্বারাহ ২/৮৫)*।

(খ) যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারী : পৃথিবীতে মানুষের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হ'ল তার ধন-সম্পদ। আর সে কখনই তা দান করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় না হয়।

(গ) যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম : মানুষের সম্পদ যত বেশীই হোক না কেন, যদি তার কোন প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে তাহ'লে সে কখনও তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং যখন তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে সচ্ছল করে, তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকেই অধিক ভালবাসে। এমনকি সম্পদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেহেতু সেই অধিক ভালবাসার বস্তুকে অন্যের জন্য পসন্দ করার মাধ্যমেই পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে।[৫]

(ঙ) যাকাত জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلاَنَ الْكَلاَمَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

'জান্নাতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) ঘর রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সে সকল ঘরসমূহ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নম্রতার সাথে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (যাকাত আদায় করে), পর পর ছিয়াম পালন করে এবং রাতে ছালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে'।[৬]

(চ) যাকাত মুসলিম ঐক্যের সোপান : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি এটি সমগ্র মুসলিম

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
৪. ফিক্বহুল মুয়াস্সার ১২১ পৃঃ।
৫. বুখারী হা/১৩, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।
৬. মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫১; মিশকাত হা/১২৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ।

জাতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে। ধনীরা যখন গরীবদেরকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করে তখন গরীবরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের উপর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ 'তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন' *(ক্বাছাছ ৭৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন'।[৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

'পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[৮]

(ছ) যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান মাধ্যম : প্রাচীনকাল হতে মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনী ও দরিদ্র। ধনিক শ্রেণীর সম্পদের আধিক্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আর দরিদ্র শ্রেণী ক্ষীণ হ'তে হ'তে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় নিভু নিভু জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। এর কারণ হ'ল, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ দরিদ্রের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনে উৎসাহ দিলেও তা বাধ্যতামূলক করেনি এবং দানের পরিমাণও নির্ধারণ করেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম 'যাকাত' নামে এমন এক বিধান দিয়েছে, যার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রের মাঝে বণ্টন বাধ্যতামূলক করে দারিদ্র্য বিমোচনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে'।[৯]

অতএব ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের মাঝে বণ্টনের মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র্য দূর করতে পারে না। বর্তমান সঊদী আরবের দিকে লক্ষ্য করলেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে সেই যাকাতের অর্থ অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ঋণের দোহাই দিয়ে যে দেশে যত সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি চলছে সে দেশে তত দরিদ্রের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(জ) যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে : চুরি, ডাকাতিসহ অর্থ সম্পর্কিত অন্যান্য পাপ সমূহ থেকে মানুষকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল যাকাত। কেননা অর্থ সংকটের কারণেই মানুষ বাধ্য হয়ে চুরি-ডাকাতির মত জঘন্যতম অপরাধ করতে বাধ্য হয়। ধনীরা তাদের সম্পদ থেকে যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা যখন গরীবরেদকে সহযোগিত করবে ও তাদের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে, তখন তারা অবশ্যই উল্লিখিত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

(ঝ) যাকাত আদায় করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। অতএব যাকাত আদায় করলে এবং দান করলে সম্পদ কমে যায় না। বরং তা বৃদ্ধি পায়। যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ তার রিযিক বৃদ্ধি করে দেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ-

'দান সম্পদ কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন'।[১০]

৭. *বুখারী হা/১৪৪২, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৫৪১ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
৮. *বুখারী হা/৬০১১, বঙ্গানুবাদ বুখারী ৫/৪৪৭ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*
৯. *বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯।*
১০. *মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।*

(ঞ) যাকাত কল্যাণ নাযিলের মাধ্যম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ 'তারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়কে বাধা দেয় না। বরং আকাশ হ'তে (রহমতের) বৃষ্টি বর্ষণকে বাধা দেয়'।[১১]

ইসলামী শরী'আতে যাকাতের হুকুম ও তার অবস্থান

প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ 'তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারহ ২/৪৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি উহাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

'ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১- আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২- ছালাত ক্বায়েম করা। ৩- যাকাত আদায় করা। ৪- হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫- রামাযানের ছিয়াম পালন করা।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বলেন, 'সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে'।[১৩]

যাকাত ফরয হওয়ার সময়

যাকাত মক্কায় ফরয হয়। কিন্তু নিছাব নির্ধারণ, কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা মদীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৪]

যাকাত ত্যাগকারীর হুকুম

কেউ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সে তওবা করে ফিরে না আসলে তার রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। কেননা কুরআন ও সন্নাহ দ্বারা যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু অজ্ঞতাবশত অথবা কৃপণতার কারণে যাকাত আদায় না করে তাহ'লে সে কাবীরা গুনাহগার হবে। তবে ইসলাম থেকে বের হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বলেন, فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ 'অতঃপর তাকে তার পথ দেখানো হবে জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।[১৫] অতএব কৃপণতাবশত যাকাত ত্যাগকারী কাফের হ'লে তার জান্নাতের কোন পথ থাকবে না। তবে তার থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- 'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(তওবা ৯/৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-

---

১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; আলবানী, সনদ হাসান।*
১২. *বুখারী হা/৪, 'ঈমান' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ, বুখারী ১/১৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৩।*
১৩. *বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯।*
১৪. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ৬/১২ পৃঃ।*
১৫. *মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/১২৩ পৃঃ।*

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আর ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত'।[১৬]

আবু বকর (রাঃ) যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا 'আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তারা দিত, তাহ'লে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব'।[১৭]

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করে করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং ভাল ও মন্দ উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ভাল পথের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত ও মন্দ পথের অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব নির্ধারণ করেছেন।

(ক) যাকাত ত্যাগকারীর পরকালীন শাস্তি : যাকাত পরিত্যাগকারীর পরিণাম উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ-

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে' *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে উহার হক (যাকাত) আদায় করে না, 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হ'ল হে রাসূল (ছাঃ)! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে উটের মালিক তার হক আদায় করবে না আর তার হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা (এবং অন্যদের দান করাও) এক হক। 'ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও সে সেই দিন হারাবে না; বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ

১৬. *বুখারী হা/২৫, 'ঈমান' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ১/২১ পৃঃ মুসলিম হা/২২।*
১৭. *বুখারী হা/১৪০০, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৯০।*
১৮. *বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৯; মিশকাত হা/১৭৭৪।*

শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক আদায় করবে না, 'ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুরের দ্বারা মাড়াতে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোন একটি গরু ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি মাত্র গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই শেষ দল উপস্থিত হবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণ স্বরূপ, আবার কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়। (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের কারণ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হ'ল তার পাপের কারণ। (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণস্বরূপ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে আল্লাহ্র রাস্তায়, অতঃপর ভুলে যায়নি তার সম্পর্কে ও তার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহ্র হক। এই ঘোড়া তার ইয্যত-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। (গ) আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য ছওয়াবের কারণ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমানদের (দেশ রক্ষার) জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লিখা হবে এবং লিখা হবে গোবর ও পেশাব পরিমাণ নেকী। আর যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি বা দু'টি মাঠও বিচরণ করে, তাহ'লে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী লিখা হবে। এছাড়া মালিক যদি উক্ত ঘোড়াকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর তা নদী হ'তে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করাতে, তথাপি তার পানি পান পরিমাণ নেকী তার জন্য লিখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! গাধা সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি কিছু নাযিল হয়নি। এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ব্যতীত, 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার নেক ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার মন্দ ফল ভোগ করবে (অর্থাৎ গাধার যাকাত দিলে তারও ছওয়াব পাওয়া যাবে)' *(যিলযাল ৭-৮)*।[১৯]

(খ) যাকাত ত্যাগকারীর দুনিয়াবী শাস্তি : আল্লাহ তা'আলা পরকালে যেমন যাকাত ত্যাগকারীর জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তেমনিভাবে দুনিয়াতেও তাদের উপর নেমে আসে শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ 'যে জাতি যাকাত দেয় না, আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন'।[২০]

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা :

(১) الحرية তথা স্বাধীন হওয়া : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হ'তে হবে। কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা দাস সম্পদের মালিক হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ– 'যদি কেউ গোলাম (দাস) বিক্রয় করে এবং তার (দাসের) সম্পদ থাকে, তবে সে সম্পদ হবে বিক্রেতার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহ'লে তা হবে তার (ক্রেতার)'।[২১]

অতএব দাস যেহেতু সম্পদের মালিক নয় সেহেতু তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমনিভাবে ফকীরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(২) الإسلام তথা মুসলিম হওয়া : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হ'তে হবে। কোন কাফেরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা যাকাত হ'ল পবিত্রকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'উহাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। পক্ষান্তরে কাফেরগণ অপবিত্র। যদি তারা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ দান করে তবুও তারা পবিত্র হ'তে পারবে না।

এছাড়াও যাকাত হ'ল ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত। আর কাফেরদের কোন ইবাদত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। তিনি বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَـــاءً مَنْثُـــوْرًا– 'আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব'

১৯. *মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/১২৩ পৃঃ।*
২০. *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৬৬২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৭।*
২১. *বুখারী হা/২৩৭৯, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৫০৯ পৃঃ।*

(ফুরক্বান ২৫/২৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ– 'তাদের (কাফিরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে' *(তওবা ৯/৫৪)*।

(৩) ملك نصاب তথা নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া : ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ সম্পদ হ'লেই কেবল যাকাত ওয়াজিব। তার চেয়ে কম হ'লে যাকাত ওয়াজিব নয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ– 'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ আওকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই'।[২২]

'ওয়াসাক'-এর পরিমাণ : ১ ওয়াসাক = ৬০ ছা'। অতএব ৫ ওয়াসাক = ৩০০ ছা'। ১ ছা' = ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হ'লে ৩০০ ছা' = ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শষ্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হ'লে ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয।

আওকিয়ার পরিমাণ : ১ আওকিয়া = ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ আওকিয়া = ২০০ দিরহাম। রৌপ্যের ক্ষেত্রে যার পরিমাণ হয় ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে পরিমাণ হবে, ২৪ ক্যারেট : ৮৫ গ্রাম। ২১ ক্যারেট : ৯৭ গ্রাম। ১৮ ক্যারেট : ১১৩ গ্রাম। উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য কারো মালিকানায় থাকলে অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ টাকা থাকলে তার উপর যাকাত ফরয।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ 'প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের যাকাত হ'ল, একটি ছাগল'।[২৩]

অতএব ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণের কম হ'লে যাকাত ওয়াজিব নয়।

(৪) الإستقرار তথা সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পদের পূর্ণ মালিক হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'তাদের সম্পদ হতে ছাদাকা গ্রহণ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ 'এবং যাদের ধন–সম্পদে রয়ছে নির্ধারিত হক' *(মা'আরিজ ৭০/২৪)*। অতএব পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদের উপরই যাকাত ওয়াজিব।

(৫) مضى الحول তথা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া : নিছাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের নিকট পূর্ণ এক বছর মওজুদ থাকতে হবে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ– 'পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই'।[২৪]

[চলবে]

---

২২. *বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/১২০ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।*

২৩. *আবুদাউদ হা/১৫৬৮; তিরমিযী হা/৬২১; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৫; মিশকাত হা/১৭৯৯; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২৪. *আবূদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ

*খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার এবং একে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে কেউ এমন কাজ না করে, যা তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এ ব্যাপারে দাওয়াত দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ– 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত*কে পরিহার কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল' *(নাহল ৩৬)*। সুতরাং যারা নবীদের অনুসরণ করবে তারা সৎপথ পাবে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবে না কিংবা অবাধ্যতা বা বিরোধিতা করবে তারা পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। এছাড়াও এমন কিছু কাজ-কর্ম রয়েছে, যা মুসলমানের ঈমান ধ্বংস করে দেয়, তাকে 'মুরতাদে' পরিণত করে তথা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। মুরতাদ হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে অসংখ্য সাবধান বাণী পরিলক্ষিত হয়। মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এটা হত্যাযোগ্য অপরাধ এবং তার মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের জন্য বৈধ।

ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার বা ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কারণ অনেক। তন্মধ্যে দশটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. الشرك في عبادة الله তথা আল্লাহ্র ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহ্র সাথে শিরক বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ তা'আলাকে না মেনে তাঁর সাথে আরো কাউকে যোগ্য বলে মনে করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَدْحُوْرًا 'আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির কর না। তাহ'লে নিন্দিত ও (আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে) বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বানী ইসরাঈল ৩৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَخْذُوْلاً 'আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। তাহ'লে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে' *(বানী ইসরাঈল ২২)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ 'যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যার কোন সনদ তার কাছে নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার নিকটে রয়েছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না' *(মুমিনূন ১১৭)*।

নবীদেরকেও এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ '(হে নবী!) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। তাহ'লে আপনি শাস্তিতে নিপতিত হবেন' *(শু'আরা ২১৩)*। উল্লেখিত আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। অথচ নবীদের জাহান্নামী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা পীর, অলী-আওলিয়া বা কোন কবরবাসীকে ডাকে, তাদের ইবাদত করে, তারা ঈমান হারাবে এবং জাহান্নামী হবে। কারণ উক্ত কাজ স্পষ্ট শিরক। আর এ ধরনের শিরক মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়।

(খ) মৃতব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া বা অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দো'আ করা শিরকে আকবার তথা বড় শিরক। কোন মুমিন যদি এ কাজ করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাল-মন্দ দেওয়া, না দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, قُلْ أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ '(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন' *(মায়েদাহ ৭৬)*। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিজেই নিজের উপকার-অপকার করতে পারতেন না বলে কুরআনে প্রমাণ মিলে। সেখানে অন্যদের মাধ্যমে কি করে উপকার আশা করা যায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ '(হে নবী!) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই কিন্তু আল্লাহ যা চান' *(আ'রাফ ১৮৮)*।

---

* *ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাযীপুর।*

* *ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'ত্বাগূত অর্থ হ'ল শয়তান'। ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ)-এর মতে, ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্যের দিক দিয়ে মা'বূদ (আল্লাহ)-কে ত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করা। ঐ জাতিকেও ত্বাগূত বলা হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান ব্যতীত অন্যের তৈরী বিধান দ্বারা ফায়ছালা করে'। দ্রঃ ফাতহুল মাজীদ ১৯ পৃঃ।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا '(হে নবী!) বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা ভাল ও মন্দের মালিকও নয়' *(রা'দ ১৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 'আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই তার বান্দার উপর পরাক্রান্ত' *(আন'আম ১৭-১৮)*।

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ 'বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। (প্রকৃত পক্ষে) নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(যুমার ৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلاَ يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوْرًا 'তারা আল্লাহর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না। আর জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনের মালিকও তারা নয়' *(ফুরক্বান ৩)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ 'আপনি মৃতদেরকে ডাক শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়' *(নামল ২৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ، إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ– 'তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না' *(ফাতির ১৩-১৪)*।

(গ) মৃতব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বা কাউকে বান্দা নেওয়াজ, গরীবে নেওয়াজ, গাওছুল আযম (সর্বোচ্চ সহযোগিতাকারী) মনে করাও বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ– 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আনকাবূত ১৭)*। আল্লাহ পাক আরো বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূঁজা করে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারাতো তাদের পূঁজা সম্পর্কেও বেখবর' *(আহকাফ ৫)*।

কোন কিছু চাইতে হ'লে কেবল আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'যখন তুমি কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই করবে'।[২৫]

সাহায্য চাওয়ার দু'টি অবস্থা হ'তে পারে। একটি 'দো'আ' অপরটি 'ইস্তিগাছা'। সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে 'দো'আ'। আর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দো'আ করার নাম হচ্ছে 'ইস্তিগাছা'। সুতরাং ইস্তিগাছা শব্দ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এবং তাদের নামের সাথে 'গাওছুল আযম' ব্যবহার করা জায়েয নয়। এসব কেবল আল্লাহর জন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনিই দো'আকারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনিই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।[২৬]

(ঘ) আল্লাহ ব্যতীত মৃত বা জীবিত কারো নামে মানত করা শিরক। গায়রুল্লাহর নামে মানত করলে ঐ মানত পূর্ণ করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মানত করে, সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তার আনুগত্য

২৫. তিরমিযী হা/২৫১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৭।
২৬. তাওহীদের মর্মকথা পৃঃ ৭৩ (টীকা)।

করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে, সে যেন তার নাফরমানী না করে। (অর্থাৎ মানত পূরা না করে)।[২৭] নযর বা মানত করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয়। আর আল্লাহ্র নামে মানত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করলে তা শিরক হবে। বিধায় তা পূর্ণ করা হারাম। এরূপ মান্নতের নিয়ত করে থাকলে তা ত্যাগ করতে হবে এবং তওবা করতে হবে।[২৮]

অনেকে কবরে মোমবাতি, তেল, আগরবাতি, টাকা-পয়সা, গরু-খাসি, মোরগ-মুরগী, কবুতর ইত্যাদি মানত করে। তারা মনে করে এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল হবে, রোগমুক্তি হবে, হারানো ব্যক্তিকে ফিরে পাবে, মালের নিরাপত্তা লাভ হবে, নিঃসন্তানের সন্তান হবে ইত্যাদি। এসবই শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। নবীগণ সবচেয়ে সম্মানী ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্যেও তাঁদের কবর সমূহে কোন নযরানা, মানত দেওয়া হয় না। এ ধরনের মানত, নযরানা তারা কবরবাসীর সম্মান ও বরকতের জন্যই করে থাকে এবং তাদের ধারণা এর দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল হবে। যেমন মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিল। তারা বলত, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى 'তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে বলেই আমরা তাদের ইবাদত করি' *(যুমার ৩)*। এমনকি যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পূজা করা হ'ত সেখানেও আল্লাহ্র নামে মানত করা হারাম। বর্তমানে সেখানে পূজা চলুক বা না চলুক। ছাবিত বিন আয-যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলের যুগে 'বুয়ানা' নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার মানত করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হত'? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তিনি বললেন 'সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হ'ত'? তাঁরা বললেন, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে মানত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয়, এমন মানতও পুরা করা যাবে না'।[২৯]

(ঙ) যে স্থানে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে সে স্থানটি শিরকের নিদর্শনে পরিণত হয়। কারণ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। একারণেই যদি কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তেও উক্ত স্থানে পশু যবেহ করে, তবুও তা হবে মুশরিকদের অনুরূপ কাজ। মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের পুণ্যময় স্থানের অংশীদার। মুশরিকদের কোন কাজের সাথে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ মিল তাদের প্রতি আসক্তিরই নামান্তর।[৩০] মৃতব্যক্তির নামে কোন কিছু যবেহ করাও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত, যেসব জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়'। একটু পরেই বলেন, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 'যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয় (তাও হারাম)। এসব পাপ কাজ' *(মায়েদাহ ৩)*।

এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ '(১) যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহ্র লা'নত (২) যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পশু-প্রাণী যবেহ করে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত (৩) যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহ্র লা'নত (৪) যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহ্র লা'নত'।[৩১]

উল্লিখিত বিষয় সমূহ সুস্পষ্ট রূপে শিরকে আকবর, যা থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা শিরকের ব্যাপারে বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ১১৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ 'নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল হয় জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৩২]

২৭. বুখারী হা/৬৬৯৬।
২৮. ফাতহুল মাজীদ ১৩৬ পৃঃ।
২৯. আবূদাঊদ হা/৩৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৩০, সনদ ছহীহ।
৩০. তাওহীদের মর্মকথা, ৬৬ পৃঃ টীকা দ্রঃ।
৩১. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।
৩২. বুখারী হা/৪৪৯৭।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ-

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন, (১) 'আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, (২) যাদু করা, (৩) অন্যায়ভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, (৪) সূদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা, (৬) ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা, (৭) সতী-সাধ্বী উদাসীনা মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা'।[৩৩]

আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সমূহের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া...'।[৩৪]

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَقِىَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি কোন শিরক করা ব্যতীত আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে (মৃত্যুবরণ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কেও শিরক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বললেন এভাবে, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে এবং নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 'যে ব্যক্তি এমন আমল করে যে আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছে, এমন আমল ও যাকে সে শরীক স্থাপন করেছে, আমি উভয়ই প্রত্যাখ্যান করি।[৩৬]

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফা'আত কামনা করে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ শাফা'আতের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'বলুন, সমস্ত সুফারিশ আল্লাহ্রই আয়ত্ত্বাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য' *(যুমার ৪৪)*।

এক শ্রেণীর লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে এবং তাদেরকে সুফারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের সুফারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ 'তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না পারে উপকার করতে এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুফারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে' *(ইউনুস ১৮)*।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা কুফরী। যেমন কোন পীর, অলী-আউলিয়া, জীবিত বা মৃত কোন বুযুর্গ বা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করে কোন কাজ শুরু করা। কেউ যদি গুরু সহায়, খাজা ভরসা, ফাতেমা সহায়, রাসূল ভরসা ইত্যাদি বলে তাহ'লে শিরক হবে। একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা রাখতে হবে, অন্যথা ঈমান বিনষ্ট হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঈমানদারদের বিশেষ গুণ হিসাবে তাঁর উপর ভরসা রাখার কথা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর' *(মায়েদাহ ২৩)*। তিনি আরও বলেন, إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেই থাক এবং যদি মুসলিম হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর' *(ইউনুস ৮৪)*। মহান আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ 'বলুন, (হে নবী!) আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(যুমার ৩৮)*।

৩৩. বুখারী হা/৬৮৫৭; মুসলিম হা/৮৯।
৩৪. বুখারী হা/৬৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭।
৩৫. মুসলিম হা/৯৩।
৩৬. মুসলিম হা/৭৬৬৬; মিশকাত হা/৫৩১৫।

৩. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করে অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদসমূহ সঠিক মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র' *(তওবা ২৮)*। মুশরিক সম্প্রদায় অপবিত্র হওয়ার পর কি করে তাদের মতবাদ গ্রহণীয় হ'তে পারে? তিনি আরও বলেন, أَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের থেকে মুক্ত' *(তওবা ৩)*। অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন দায়দায়িত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং শিরক করে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট সৃষ্টি' *(বায়্যিনাহ ৬)*। যার কারণেই আল্লাহ এদের সাথে বিবাহ পর্যন্ত হারাম ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ-

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ কর না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে। তোমরা কোন মুশরিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত না সে ঈমান আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

৪. যদি কোন মুসলিম নবী করীম (ছাঃ)-এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরী হুকুমাত উত্তম মনে করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরী আইন ও বিধান ইসলামী শরী'আত থেকে উত্তম বা ইসলামের সমান, মানব সৃষ্ট বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা জায়েয, ইসলামী হুকুমাত বিংশ শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য নয়, ইসলামই মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ, ইসলামের সাথে পরকালীন সম্পর্ক, দুনিয়াবী কোন সম্পর্ক নেই- ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে উক্ত বিষয়গুলো কুফরীর শামিল। কারণ এটা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র।[৩৭] আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'তারা (ইহুদী-খ্রীষ্টানরা) তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতিরেকে' *(তওবা ৩১)*।

ইহুদী-খৃষ্টান পণ্ডিত ও ধর্ম জাযকদের মা'বূদ (প্রভু) সাব্যস্ত করা অর্থ তাদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করা নয়, বরং তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে থাকে। যদিও তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। এধরনের আনুগত্য তাদেরকে প্রভু সাব্যস্ত করারই নামান্তর। আর এটা হ'ল প্রকাশ্য কুফরী।[৩৮]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালা পরিত্যাগ করা কোন মুমিনের জন্য জায়েয হ'তে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার নারী-পুরুষের সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে' *(আহযাব ৩৬)*। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক কোন বিষয় নির্ধারিত হ'লে তা পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারও নেই।

৫. যদি কোন মুসলমান আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপসন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 'আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পসন্দ করে না। অতএব তাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ব্যর্থ করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৮-৯)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আমল সমূহ বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয় অপসন্দ করা। উক্ত বিষয় আমল করলেও অপসন্দ করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্য সমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হ'ল আল্লাহ্র হুকুম, যে অবস্থায় তারা অপসন্দ করল' *(তওবা ৪৮)*।

৬. যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনিত ধর্মের কোন বিষয়ে অথবা ধর্মীয় ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

৩৭. ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমা ১/১৩৭ পৃঃ।

৩৮. তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন ৫৬৭ পৃঃ।

করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ، لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ 'আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, ঈমান আনার পর তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ' *(তওবা ৬৫-৬৬)*। যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের কোন আশা নেই। আল্লাহ বলেন, فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ 'সুতরাং যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত করে রাখি' *(ইউনুস ১১)*। এ ধরনের লোকদের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা ত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত আচরণ পরিত্যাগ না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا–

'আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারী করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্র আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ করতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। অন্যথা তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় সমবেত করবেন' *(নিসা ১৪০)*। এরূপ ব্যক্তিদের আল্লাহ নির্বোধ বলে ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতেও নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُوْنَ–

'হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ' *(মায়েদাহ ৫৭-৫৮)*। উপহাস করা মুনাফিকদের আলামত হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উল্লেখ করেন, وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ 'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরাতো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র' *(বাক্বারাহ ১৪)*। উল্লিখিত আয়াত সমূহে ধর্মে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসকারীকে জাহান্নামী, নির্বোধ ও মুনাফিকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এদের সাথে চলাফেরা, উঠাবসাও সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভাল কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাঁটল ধরাতে চায় তবে তা সম্পূর্ণরূপে কুফরী। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে উভয়ই কুফরী করল।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সাথে শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া'।[৩৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদুকে কুফরী ও শয়তানী শিক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ 'কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত' *(বাক্বারাহ ১০২)*। অত্র আয়াতের শেষের দিকে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 'তারা ভালরূপেই জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

যাদুর শ্রেণীভুক্ত কিছু বিষয় :

৩৯. বুখারী হা/২৭৬৬; মুসলিম হা/২৭২; মিশকাত হা/৫২।

(ক) আউফ (রাঃ) বলেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। 'তারক' হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেন, 'জিবত' হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র।[৪০] ওমর (রাঃ) বলেন, 'জিবত' হচ্ছে যাদু'।[৪১]

(খ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ... 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কিছু অংশ শিখল সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখল। এ (জ্যোতির্বিদ্যা) যত বাড়বে যাদুবিদ্যাও তত বাড়বে'।[৪২]

(ঘ) ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ 'আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি এ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা লাগানো বা বদনাম ছড়ানো'।[৪৩]

দু'টি কারণে যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

১। যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

২। যাদু বিদ্যায় ইলমে গায়েবের দাবী করা হয় এবং যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।[৪৪]

যাদুকরের শাস্তি :

যাদুকররা কাফির ও হত্যাযোগ্য অপরাধী।[৪৫]

বাজালা (রহঃ) বলেন, আমি আহনাফ ইবনে কায়সের চাচা মাযই ইবনে মু'আবিয়ার কাতেব (সচিব) ছিলাম। ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর একবছর পূর্বে তাঁর লেখা একখানা পত্র আমাদের হস্তগত হ'ল। তাতে লেখা ছিল, اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ 'প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর'।[৪৬]

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছিলেন, 'তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা কর'। বাজালা বিন আবাদাহ বলেন, 'এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি'।[৪৭] তবে ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে, যদি তারা তওবা করে তবে তাদের তওবা কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ মুশরিকও তওবা করলে কবুল হয়, যেমন তওবা করেছিল ফিরআউনের যাদুকররা।[৪৮]

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এমন কাজ করে তবে সে কুফরী করল। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 'তোমাদের মধ্যে যে তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়' *(মুমতাহিনা ১)*। পরের আয়াতেই মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ 'তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও' *(মুমতাহিনা ২)*। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সুযোগ পাওয়ার পর তারা মুমিনদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই সুযোগ পাবে তাদের বাহু ও জিহ্বা মুসলমানদের অনিষ্ট করার জন্য প্রসারিত করবে। এজন্য তাদের সাথে মিল রাখা ভবিষ্যতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকায় এ আচরণ ত্যাগ করতে হবে। অন্যথা ঈমান হারা হয়ে যাবে।

৪০. আহমাদের সনদে ফাতহুল মাজীদ ২৪৯ পৃঃ।
৪১. ফাতহুল মাজীদ ২৪৩ পৃঃ।
৪২. আবূদাঊদ হা/৩৯০৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৮, সনদ হাসান।
৪৩. মুসলিম এর সনদে ফাহুল মাজীদ ২৫২ পৃঃ।
৪৪. তাওহীদ মর্মকথা ১১৭ পৃঃ।
৪৫. তাওহীদের মর্মকথা ১১৬ পৃঃ।
৪৬. *আবূদাঊদ হা/৩০৪৩, সনদ ছহীহ*।
৪৭. বুখারী, আহমাদ ১/১৯০ পৃঃ।
৪৮. ফাতহুল মাজীদ ২৪৭ পৃঃ।

৯. যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আত ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে গ্রহণ করবে তার কোন আমল গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا 'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান' *(নিসা ১১৫)*।

মানুষ আল্লাহ্র দ্বীন ত্যাগ করে অন্য দ্বীন তালাশ করে, অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ্র দ্বীন মেনে চলে। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ 'তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে' *(আলে ইমরান ৮৩)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, জড় বস্তু আল্লাহ্র দ্বীনের অনুগত হ'তে বাধ্য, আর মানুষের বিষয়টিতো এর চেয়ে কঠিন। কারণ মানুষ আল্লাহ্র দ্বীন মানবে বলে রূহের জগতে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে এসেছে। যা লঙ্ঘন করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হ'তে হবে।

১০. আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ, এরকম ব্যক্তি কাফির। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে হ'তে পারে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব' *(সাজদাহ ২২)*।

এছাড়াও সূরা কাহফের ৫৭নং আয়াতেও একই ধরনের বক্তব্য এসেছে। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى– 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব' *(ত্বা-হা ১২৪-১২৬)*।

মানুষ নির্দ্বিধায় আল্লাহকে ভুলে অসৎ পথে চলে, পাপাচারে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির অনুসারী হ'তেও দ্বিধা করে না। কিন্তু হক্ব যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করত তবে আসমান-যমীন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ 'সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসারী হ'ত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত' *(মুমিনূন ৭১)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আক্বীদাহ ও তাওহীদ গ্রহণের পর যদি কেউ উপরোল্লিখিত বিষয়গুলিতে নিপতিত হয়, তবে সে ঈমান হারা হবে বা মুরতাদ হয়ে যাবে। তার উপর মুরতাদের হুকুম (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হবে। যা কার্যকর করার মালিক হচ্ছেন দেশের সরকার। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই দণ্ড কার্যকর করার অধিকার রাখে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ 'যে তার দ্বীন পরিবর্তন করল তাকে হত্যা কর'।[৪৯] তবে তওবা করে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*।

মহান আল্লাহ্র দরবারে এই প্রার্থনা, যেন তিনি আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝে তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক্ব দান করেন। -আমীন!

৪৯. বুখারী হা/৩০১৭।

বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম**

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই। আমরা নিজেদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং অশুভ কর্ম হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন। ফলে তিনি তাঁর উপর অর্পিত বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন এবং মৃত্যু অবধি আল্লাহ্র দ্বীন বাস্তবায়নে যথাযথ চেষ্টা করেছেন। আর তাঁর উম্মতকে রেখে গেছেন এক উজ্জ্বল পথের (সুন্নাতের) উপর, যার রাত্রি দিনের মত, তা থেকে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্তরা বিভ্রান্ত হবে। এ উম্মত জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করবে, তার সবগুলো তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, مَا تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلّم طَائِراً يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْماً– 'আকাশে যে পাখি তার দু'ডানা ঝাপটায় তার জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন।[৫০]

একজন মুশরিক লোক সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বলল, তোমাদের নবী পেশাব-পায়খানার নিয়ম-কানূন পর্যন্তও তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ 'হ্যাঁ, আমাদের নবী (ছাঃ) কেবলামুখী হয়ে আমাদেরকে পেশাব-পায়খানা করতে, তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে, ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করতে ও গোবর বা হাড় দ্বারা দিয়ে ইসতিনজা (কুলুখ ব্যবহার) করতে নিষেধ করেছেন'।[৫১]

আর অবশ্যই আপনি দেখতে পাবেন এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন তাওহীদ ও তার সকল প্রকার, এমনকি মজলিস ও অনুমতি প্রার্থনার শিষ্টাচার সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তোমরা তখন স্থান করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম প্রদান না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতএব যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত' *(নূর ২৪/২৭-২৮)*।

এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদের আদবও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ– 'বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হ'তে তাদের বিরত থাকাই উত্তম' *(নূর ২৪/৬০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً– 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ 'তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে' *(নূর ২৪/৩১)*।

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৫০. *মুসনাদে আহমাদ হা/২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১, ২১৩৯৯, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; ছহীহাহ হা/১৮০৩।*

৫১. *মুসলিম হা/২৬২ 'ত্বহারাত' অধ্যায়।*

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَـــكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَـــا 'পিছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাক্বওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)*।

এগুলো ছাড়াও অনেক আয়াত আছে যেগুলোর মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় যে, নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম পরিব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ, অতিরঞ্জনের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। যেমনভাবে তাতে কমতি করার বৈধতাও নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম' *(নাহল ১৬/৮৯)*। মানুষ তাদের জীবন-যাপন ও প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় তার সবগুলোই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। হয়ত সরাসরি বা ইঙ্গিতে অথবা লিখিতভাবে বা মর্মগতভাবে।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! কতিপয় মানুষ নিম্নের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْـــشَرُوْنَ– 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখি তারা সকলে তোমাদের মতই এক-একটি জাতি। কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে একত্রিত করা হবে' *(আন'আম ৬/৩৮)*।

مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَـــيْءٍ (কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি) অত্র আয়াতটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, كتـــاب দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল কুরআন। কিন্তু সঠিক কথা হ'ল কিতাব অর্থ লাওহে মাহফূয। আল্লাহ তা'আলা নাসূচক বাক্যের চেয়ে অলংকার পূর্ণভাবে তার পূর্ণাঙ্গতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَـــيْءٍ 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম' *(নাহল ১৬/৮৯)*। সুতরাং এ আয়াতটি অধিক পূর্ণাঙ্গতর ও সুস্পষ্ট নিম্নের আয়াত مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ *(আন'আম ৬/৩৮)* থেকে।

সম্ভবতঃ কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, আমরা কুরআনের কোথায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সংখ্যা পাব? কুরআনে প্রত্যেক ছালাতের রাক'আত সংখ্যা বর্ণিত আছে কি?

আর একথা সঠিক হবে যে, আমরা কুরআনে প্রত্যেক ছালাতের রাক'আত সংখ্যার বর্ণনা পাব না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম' *(নাহল ১৬/৮৯)*।

এর উত্তর হ'ল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের উপর আবশ্যক হ'ল রাসূল (ছাঃ) যা বলেছেন এবং যে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা। আল্লাহ বলেন, مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُـــوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَـــدِيْدُ الْعِقَـــابِ– 'রাসূল যা তোমাদের দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অতএব হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি কুরআনের ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হাদীছ হ'ল দুই প্রকার অহি-র অন্যতম এক প্রকার, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْـــكَ عَظِيْمـــاً 'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে' *(নিসা ৪/১১৩)*। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তা আল্লাহ্র কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

ভ্রাতৃমন্ডলী! যখন আপনার নিকট এটা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হ'ল, তখন বলুন তো নবী করীম (ছাঃ) মারা গেলেন অথচ দ্বীনের এমন কোন বিধান বর্ণনা করা কি তিনি বাকী রাখলেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়?

কখনো না। রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের সার্বিক বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, কথা, কর্ম ও সমর্থনের মাধ্যমে। নিজ থেকে প্রথমে সূচনা করে বা প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে। আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যন্ত মরুভূমি থেকে কোন বেদুঈনকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য পাঠিয়েছেন। যে বিষয়ে তাঁর নিত্য সঙ্গী ছাহাবায়ে কেরামও তাঁকে প্রশ্ন করেনি। আর এ কারণে কোন বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে দ্বীনের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে ছাহাবায়ে কেরাম খুব খুশী হ'তেন। এটা আপনাকে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ও জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তার সবগুলোই নবী করীম (ছাঃ) বর্ণনা করে গেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًـــا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

হে মুসলিম ভাই! আপনার নিকট যখন এটা স্পষ্ট হ'ল তখন জেনে রাখুন, যেকোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন শরী'আত প্রবর্তন করল, যদিও তা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তার এই বিদ'আত ভ্রষ্টতার সাথে সাথে আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে এক বড় আঘাত বলে বিবেচিত হবে। বিবেচিত হবে আল্লাহ্র নিম্নের আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হিসাবে। الْيَــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْــنَكُمْ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। কেননা এই বিদ'আতী যে আল্লাহ্র দ্বীনে নতুন শরী'আত প্রবর্তন করল যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে যেন তার স্বরে বলল, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়নি। কেননা সে মনে করে, যে বিদ'আত সে চালু করেছে সে বিষয়ে শরী'আত অপূর্ণাঙ্গ ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, মানুষ এমন বিদ'আত চালু করে যা আল্লাহ্র সত্তা, নাম সূমহ ও গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর সে বলে যে, সে ঐ বিষয়ে তার রবের মর্যাদা বর্ণনাকারী, পবিত্রতা বর্ণনাকারী ও সে ঐ বিষয়ে নিম্নের আয়াতের অনুসরণকারী فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُــوْنَ 'তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাড় করিও না' *(বাক্বারাহ ২/২২)*।

এতে আপনি আরো অবাক হবেন যে, সে দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয়ে বিদ'আত সৃষ্টি করে যা আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যার উপর সালাফে ছালেহীন ও ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। অতঃপর সে বলে, সে নাকি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনাকারী, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণাকারী এবং সে নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণীর অনুসরণকারী। فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَاداً 'তোমরা কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাড় করিও না' *(বাক্বারাহ ২/২২)*। আর যে ওর (বিদ'আতীর) বিরোধিতা করে তাকে আল্লাহ্র গুণের সাথে সাদৃশ্যদানকারী বা এরূপ খারাপ উপাধিতে ডাকে।

অনুরূপভাবে আপনি ঐ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাজ্জব হবেন যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত এমন বিদ'আত সৃষ্টি করে যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এর মাধ্যমে তারা দাবী করে যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মহব্বতকারী এবং তাঁকে মর্যাদা দানকারী। আর যারা তাদের এ বিদ'আতকে সমর্থন করে না তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ঘৃণাকারী। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে তারা যে বিদ'আত সৃষ্টি করে তার বিরোধিতা যারা করে, তাদেরকে এ জাতীয় বিভিন্ন মন্দ নামে তারা ডাকে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এ ধরনের লোকেরা বলে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মর্যাদা দানকারী। অথচ তারা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনীত শরী'আত ও দ্বীনের মধ্যে এমন নীতি চালু করে যা শরী'আতের অংশ নয়। এক্ষেত্রে সেটা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে অগ্রণী হওয়ার শামিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়োও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ *(হুজুরাত ৪৯/১)*।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি এবং আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে বলছি আর আপনাদের অন্তর থেকে এর উত্তর চাচ্ছি আবেগ থেকে নয়, দ্বীনের দাবীতে; অন্ধ অনুকরণের দাবীতে নয়। আপনি সে সকল লোকের ব্যাপারে কী বলবেন, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে এমন বিদ'আত সৃষ্টি করে যা শরী'আতের অংশ নয়? চাই তা আল্লাহ্র যাত বা সত্তা, গুণাবলী ও নাম সমূহের সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত হোক। অতঃপর তারা বলে, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মানদানকারী। প্রকৃতপক্ষে এরা কি আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে মর্যাদা দানকারী; নাকি যারা শরী'আতের বন্ধন থেকে অঙ্গুলি পরিমাণ বিচ্যুৎ না হয়ে বলে শরী'আতে যা এসেছে তার প্রতি ঈমান আনলাম, আমাদের যে ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করলাম এবং আমাদের যে ব্যাপারে নির্দেশ বা নিষেধ করা হয়েছে তা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য করলাম। তারা আরো বলে, শরী'আত যা নিয়ে আসেনি তা আমরা পরিত্যাগ করলাম ও তা হ'তে বিরত থাকলাম? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। আর আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন কথা বলা উচিত হবে না যা দ্বীনের অংশ নয়। দু'টো দলের কোনটি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে মহব্বতকারী এবং তাঁদের মর্যাদা দানকারী? নিঃসন্দেহে যারা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, শারঈ বিষয়ে আমাদের যা সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করলাম ও যে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার আনুগত্য করলাম। তারা আরো বলে, আমাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়নি তা থেকে আমরা বিরত থাকি। তারা এও বলে, আমরা আল্লাহ্র শরী'আতের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করাকে আমাদের অন্তরে সামান্যতম স্থান দেইনি অথবা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে নতুন নিয়ম-নীতি সৃষ্টি করাকেও না। নিঃসন্দেহে এ সকল লোক নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত এবং তাদের স্রষ্টার মর্যাদা সম্পর্কেও অবগত। এ সকল লোকেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যথার্থ মর্যাদা দান করে এবং তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশ করে। তারা নয়, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে যা শরী'আতের অংশ নয়; যারা বিদ'আত সৃষ্টি করে বিশ্বাস, কথা ও কর্মের ক্ষেত্রে।

[চলবে]

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১০ম কিস্তি)

কোন মানুষের ওপর নির্যাতন, অমানবিক যন্ত্রণা, শাস্তি অথবা মানবেতর অবস্থা না চাপানো :

Article 5: No one shall be subjected to torture or cruel in human or degrading treatment and panishment.[৫২] 'কাউকে নির্যাতন করা যাবে না বা অমানবিক যন্ত্রণা বা শাস্তি দেয়া যাবে না অথবা কারো উপর মানবেতর অবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাবে না'।

অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৫নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে নির্যাতন করতে পারবে না, অমানবিক যন্ত্রণা বা শাস্তি দিতে পারবে না এবং কারো উপর মানবেতর জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যদিও বর্তমান বিশ্বসহ আমাদের দেশে এ ধারাটির মারাত্মক অপপ্রয়োগ হচ্ছে। এখানে ধারাটির অর্থ থেকে বুঝা যায় না যে, নির্যাতন, অমানবিক যন্ত্রণা ও মানবেতর শব্দগুলোর ব্যবহার ন্যায় বা অন্যায় কোন ক্ষেত্রে হবে? এ সবের সুস্পষ্ট উল্লেখও নেই। তাহ'লে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ন্যায় অথবা অন্যায় যেকোন ক্ষেত্রেই হৌক না কেন উক্ত ধরনের আচরণ করা যাবে না। সে যে কোন ব্যক্তি, জাতি-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ : উপরোক্ত কথাগুলো নিঃসন্দেহে ভাল, যা ইসলামও সমর্থন করে। ইসলাম শুধু সমর্থন করেনি, বরং এর Solution বা সমাধান বহু পূর্বেই মানবজাতির সমীপে পেশ করেছে। ইসলাম অন্যায়ভাবে তো দূরের কথা, ন্যায়সঙ্গত শাস্তির ক্ষেত্রেও কোন অপরাধীর সাথে অমানবিক ও অসদাচরণ করে না এবং তাকে মানবেতর অবস্থায় নিক্ষেপ করে না। বরং সকলের সাথে উত্তম ও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِـذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَـى وَالْجَـارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً– 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে' *(নিসা ৩৬)*।

ইসলাম উত্তম ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিহত করতে বলেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِـيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ 'মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা। তারা যা বলে আমরা সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত' *(মুমিনুন ৯৬)*।

কেউ কাউকে হত্যা করলে বা অঙ্গহানি করলে তার বদলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ বলেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'তাদের জন্য আমরা উহাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা ফায়ছালা করে না তারাই যালিম' *(মায়েদাহ ৪৫)*।

আল্লাহ পাক অন্যত্রে বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْـلِحُوْا بَيْنَهُمَـا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদের এক দল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের প্রতি ন্যায়ের সাথে ফায়ছালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৯)*।

ইসলাম মানুষকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু আত্মসাৎ বা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে মিথ্যা মামলা না করার প্রতিও কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـوْنَ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ কর না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৫২. *Fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Dr. Borhan Uddin, IDHRB, Dhaka.*

অনাথ-ইয়াতীম ও যাচঞাকারীদের প্রতিও সদয় হ'তে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ– '(হে নবী) আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে (ভিক্ষুককে) ভর্ৎসনা করবেন না' *(যুহা ৯-১০)*।

কুরআনুল কারীমে ফেরাঊনের যে হীন কর্মের কথা উল্লেখ আছে তার মধ্যে একটি এই ছিল যে, সে তার জাতিকে উঁচু-নীচু ও আশরাফ-আত্বরাফ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। এদের মধ্যে এক শ্রেণীকে সে তার যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-অবিচারের যাঁতাকলে আবদ্ধ রাখত এবং তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করত। এ বিষয়ে কুরআনে বিধৃত হয়েছে যে, 'ফেরাঊন দেশে (মিশরে) বিদ্রোহ করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করে রেখেছিল' *(ক্বাছাছ ৪)*।

উল্লেখ্য যে, শুধু ফেরাঊনের যুগে নয়, বরং বিভিন্ন নবী-রাসূলের যুগে কাফির-মুশরিক ও ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক সাধারণ মানুষ ও মুসলমানেরা যে যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। পক্ষান্তরে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পৃথিবীতে অহী নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বের সকল মযলূম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মহামুক্তির অগ্রদূত মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ রূপকার সফল রাষ্ট্রনায়ক রাসূল (ছাঃ) মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব বা দরিদ্র, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন অনেক ছালাত, ছিয়াম, যাকাত (নেকী) সহ উপস্থিত হবে। (কিন্তু তার সাথে সাথে সে সমস্ত লোকেরাও উপস্থিত হবে) যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো মাল (অবৈধভাবে) ভক্ষণ করেছে, কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত) ব্যক্তিকে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে এবং এ (অত্যাচারিত) ব্যক্তিকে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে। অতঃপর অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার (অত্যাচারীর) উপর দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করাবেন। এমনকি শিংযুক্ত ছাগল থেকে শিং বিহীন ছাগলের প্রতিশোধও নেয়া হবে'।[৫৪] বুঝা যাচ্ছে, কেউ কারও কোন কিছু নষ্ট করতে পারবে না এবং কাউকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি অথবা সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না। পারে না তাকে বন্দী করে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের নির্দেশ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে করবে' *(নিসা ৫৮)*।

দৈহিক নির্যাতন না করা :

যে কোন ব্যক্তিকে দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। অভিযুক্ত তো দূরের কথা অপরাধীকেও দোষ প্রমাণের পূর্বে দৈহিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন'।[৫৫] অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যে অপরাধ করেনি, সেই অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায়ে বাধ্য করাও বৈধ নয়। আর বল প্রয়োগ করে যা কিছু করা হয়, তা বাতিল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ভুল-ত্রুটি থেকে এবং যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা থেকে'।[৫৬]

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের নিকট আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর পবিত্র'।[৫৭] এখানে কেবল অপর ভাইয়ের জান-মাল রক্ষা করতে বলেনি বরং এটা অত্যন্ত পবিত্র বলে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি তার গোলামকে বিনা দোষে শাস্তি দেয় অথবা তাকে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফফারা হ'ল তাকে আযাদ করে দেয়া'।[৫৮]

প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান হ'ল সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত হ'তে অন্যসব মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হ'ল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজগুলোকে ছেড়ে দেয়'।[৫৯]

আলোচ্য হাদীছে কারও সাথে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য হাত ও মুখকে সংযত রাখতে

৫৩. মুসলিম হা/২৫৮১; তিরমিযী হা/২৪১৮; আহমাদ হা/৭৯৬৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২২৩।

৫৪. মুসলিম হা/২৫৮২; তিরমিযী হা/২৪২০; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/২০৯।
৫৫. মুসলিম হা/২৬১৩; আবু দাঊদ হা/৩০৪৫।
৫৬. ছহীহুল জামে' হা/১৭৩১, ১৮৩৬, ৩৫১৫, ৭১১০।
৫৭. বুখারী হা/৪৪০৬, 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ।
৫৮. মুসলিম হা/১৬৫৭; আবু দাঊদ হা/৬১৬৮; মিশকাত, হা/৩২০৯ (১১)।
৫৯. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬।

জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'সে ব্যক্তি মুসলমান নয় যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে, সে মুমিন নয়'।[৬০] অথচ বর্তমানে আমাদের দেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি শিশু, নারী-পুরুষ অভুক্ত ও উদ্বাস্তু অবস্থায় নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। যার সঠিক কোন সমাধান জাতিসংঘ দিতে পারেনি অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বেই এর সঠিক সমাধান দিয়েছে। হিশাম বিন হাকীম বিন জিহাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'একদা তিনি সিরিয়া অঞ্চল অতিক্রমকালে কতিপয় আজমী কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। ঐ লোকদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথায় যয়তুনের তেল ঢালা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটি কি? তাকে বলা হ'ল ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, জিযিয়া আদায়ের কারণে এদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। হিশাম বলেন, আমি শপথ করে বলছি, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেই লোকদের শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়ায় লোকদের শাস্তি দেয়। এরপর তিনি সেখানকার শাসকের কাছে গেলেন এবং তাকে হাদীছটি শোনালেন। তখন তিনি আলোচ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুসারে আটক ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দেয়া হ'ল'।[৬১]

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'আবু আমির হিমসী বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, যখন দুই ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জন সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয় এবং যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে, তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, যার ফলে সে ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়'।[৬২]

প্রতিবেশীদের সাথে কেমন আচার-ব্যবহার করা দরকার তা বর্ণিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা যে শ্রেণীভুক্ত হোক না কেন কারও সাথে অসদ্ব্যবহার, অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'জনৈক ছাহাবী কোন কিছু প্রদান করতে গেলে প্রথমে এক ইহুদী প্রতিবেশী পেয়ে তাকেই উক্ত হাদিয়া দান করেছিলেন'।[৬৩]

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৫নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ কাউকে নির্যাতন করবে না, অমানবিক যন্ত্রণা বা শাস্তি দিবে না অথবা মানবেতর অবস্থা চাপিয়ে দিবে না। এখানে ন্যায় বা অন্যায় যে কোন ক্ষেত্রে হৌক না কেন কাউকে কোন প্রকার নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তি বা অনুরূপ আচরণ করা যাবে না।

কিন্তু বাস্তবে ঐ ধারার কোন প্রয়োগ কি বিশ্বের কোথাও হচ্ছে? সহজ ও সংক্ষেপ জবাব হ'ল, না। কারণ যারা এই মানবাধিকার সনদের রূপকার বলে খ্যাত, তাদের মধ্যেই এর বাস্তব প্রতিফলন নেই। তারা নিজ দল বা দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে মানবাধিকারের কথা ভুলে যান। এদের মধ্যে যেমন নৈতিক চরিত্রের অভাব বিদ্যমান, তেমনি জবাবদিহিতার সামান্যতম কোন অনুভূতি নেই। যেমনটি আছে ইসলামে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে রূপায়িত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি এখন পৃথিবীতে নেই। তবে কোটি কোটি তাওহীদপন্থী মানুষের মধ্যে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বেঁচে আছে।

উল্লেখ্য, সঊদী আরবের কোন আদালতে যখন অপরাধীকে শরী'আত অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বা অন্য দণ্ড দেয়া হয় তখন সারা বিশ্বে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। পাশ্চাত্যপন্থীরা বলে, অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও মাঝে মধ্যে তাদের সাথে সূর মিলানোর চেষ্টা করে। এই তো কিছুদিন আগেও কয়েক জন বাংলাদেশীকে সঊদী শারঈ আদালত হত্যার বদলে হত্যার রায় প্রদান করলে দেশের বর্তমান আওয়ামী সরকার কতই না দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিল অপরাধীদেরকে বাঁচানোর জন্য। অবশেষে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং তাদের রায় তথা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কারণ শরী'আতে হত্যাকারীর শাস্তি মওকূফ করার অধিকার একমাত্র মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের। এক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারী (মিশরীয়) স্ত্রী অপরাধীদের ক্ষমা করেনি। ফলে রায় কার্যকর করা হয়। কি সুন্দর বিচার ব্যবস্থা! এদেশে অথবা বিশ্বের কোথাও এই আইন যদি চালু করা যায়, তাহ'লে পৃথিবী থেকে অপরাধ কর্মকাণ্ড বহুলাংশেই কমে যাবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৫নং ধারায় যা উল্লেখ রয়েছে তাতে আসলে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ইসলাম সকল বিষয়েই দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল । এক কথায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ কোন মানুষের উপর কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচার, জোর-যুলুম করবে না, কোন মানুষ কাউকে মানবেতর অবস্থায় ফেলে দিবে না। যেমনটি আমরা অন্যত্র দেখি। ভারতের তামিলনাড়ু সরকারী হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী সে দেশে জন্ম গ্রহণকারী প্রতি ১০টি কন্যা শিশুর মধ্যে ৪টি শিশুকে মরে যাওয়ার জন্য রেখে দেয়া হয়।[৬৪] আবার আমেরিকার 'ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস'-এর ন্যাশনাল আইন ভিকটিমাইজেশন সারভে ব্যুরো অব জাষ্টিস-এর প্রকাশিত রিপোর্টে ১৯৯৬ সালে ৩,০৭,০০০টি ধর্ষণের অভিযোগ রেকর্ডভুক্ত করা হয়। এতে প্রতিদিন ২,৭১৩ অর্থাৎ প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একজন নারী ধর্ষিতা হয়।[৬৫] ঐ জরিপ থেকে আরও জানা যায় যে, সেখানে ৮ শতাংশ

৬০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৯৯১, সনদ হাসান।
৬১. মুসলিম হা/২৬১৩; আবু দাঊদ হা/৩০৪৫; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৬১৪।
৬২. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭, সনদ ছহীহ।
৬৩. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮, সনদ ছহীহ।

৬৪. ডা. যাকির নায়েক, লেকচার সমগ্র (ঢাকা : ইসলামিক একাডেমিক, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃঃ ৪৬৯।
৬৫. তদেব, পৃঃ ১১১।

মানুষ অত্যাচার-অনাচারে যুক্ত। এখানে প্রতি ১২তম বা ১৩তম ব্যক্তি অনাচারে লিপ্ত।[৬৬] বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই হুঁশিয়ারী দিয়েছে যে, বিশ্বে ১০ কোটি মানুষ দ্রারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাবে। এর জন্য তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নানা কারণে দায়ী করছে।[৬৭]

আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, বার্মা, ভারত সহ বহু রাষ্ট্র মুসলিম দেশ ও মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করছে। বিশেষ করে গুয়ানতানামো-বে কারাগারে, ইরাকের আবুগারীব কারাগারে এবং বার্মার মুসলমানদের ওপর অমানষিক অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ফ্রান্সে মুসলমান নর-নারী ও তাদের পোষাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা; ভারতের আসাম ও কাশ্মীরসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মুসলমানদের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৫নং ধারার সুস্পষ্ট লংঘন। যারা এ সনদ তৈরী করেছেন, যারা এর প্রবক্তা তাদের দ্বারাই এ ধারার অপ্রয়োগ হচ্ছে।

পরিশেষে একথাই বলা চলে যে, জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের এ ধারাটিতে অস্পষ্টতা ও বাস্তবে ত্রুটিপূর্ণতা রয়েছে, যার কারণে এর অপব্যবহার চলছে। এজন্যই কার্যত তা অচল ও ব্যবহারের অনুপোযোগী। আর যে কারণে বাংলাদেশ সহ বিশ্ব সম্প্রদায় হৈ চৈ করেও মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন, নিষ্ঠুর শাস্তি ও মানবেতর অবস্থা থেকে নিজেদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। পারছে না নিজেদের পরিবার, দেশ ও জাতিকে শান্তির পথ দেখাতে। পক্ষান্তরে ইসলামই সকল শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে পেরেছে, যা বক্ষমাণ নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব হে মানব মণ্ডলী! আসুন চিরস্থায়ী ও নির্ভুল মহাগ্রন্থের দিকে ও বিশ্বশান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হই। ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে চেষ্টা করি। আল্লাহ সকলকে সে তাওফীক দান করুন- আমীন! *[চলবে]*

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর প্রণীত
আদর্শ সমাজ গঠনে
সূরা মাঊন-এর শিক্ষা
নির্ধারিত মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

হাফেয আব্দুল মতীন প্রণীত
কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে
আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা
নির্ধারিত মূল্য : ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

আব্দুর রশীদ সংকলিত
সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা
নির্ধারিত মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

যোগাযোগ : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১
০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯।

৬৬. *তদেব, পৃঃ ২২৯।*
৬৭. *দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট ২০১২ইং, পৃঃ ৬।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

* পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ভাবে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* হজ্জে গমনের পূর্বেই প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। * নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা রুচি সম্মত বাংলাদেশী খাবার পরিবেশন।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।

কম খরচে, ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদনই আমাদের লক্ষ্য

সার্বিক যোগাযোগ :

১। অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, পরিচালক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-১৬৭৭১৭।
২। মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহকারী পরিচালক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭; ০১৯৪৪-২১১২১৪।
৩। মোফাক্ষার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-৫৭৮০৫৭
৪। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সকল যেলা সভাপতি।
৫। অন্যান্য : (১) মাওলানা রবীউল ইসলাম, ঢাকা ০১৮১৮-৭৭৭৭৪১। (২) আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী ০১৯১৯-৭৭৭৭১৫।
(৩) মাওলানা শামছুর রহমান আযাদী, ঢাকা ০১৭১১-৪৩৬৪৫৩। (৪) মুহাম্মাদ মর্তুযা আলী, চট্টগ্রাম ০১৮১৬-১১৬৫৫৮।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় : ডি.বি.এইচ. ইন্টারন্যাশনাল (লাইসেন্স নং ২০৪), নয়াপল্টন, ঢাকা।

আত-তাহরীক মার্চ '১৩ বিশেষ সংখ্যার সংশোধনী

১. জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান লিখিত নিবন্ধে ১০ম পৃষ্ঠা ২য় কলামে নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত ও প্রকাশিত-এর পরে মাসিক সওগাত এবং মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী পড়তে হবে। অতঃপর মাননীয় লেখকের নামের পরিচয়ে টীকাতে 'বিসিএস (সমবায়)' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। -*সম্পাদক*।

২. জনাব শামসুল আলম লিখিত নিবন্ধে ১৭ পৃষ্ঠা ২য় কলামের ৪র্থ লাইনের পর-

১৪.৯.৯৭ইং সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এসে আমাদের জানালেন তোমরা দ্রুত প্রস্তুতি নাও। মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ৯-টার মধ্যেই এসে পড়বেন। উনি গত রাত ১১-টায় আমাকে ফোন করেছেন সকালে আসবেন বলে। এ খবর শুনে আমরা ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যথাসময়ে মাননীয় মন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম এলেন। সঙ্গে ডিসি সহ সরকারী কর্মকর্তা, দলীয় নেতৃবৃন্দ ও পুলিশের গাড়ী বহর। আমীরে জামা'আত তাঁকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ ঘুরলেন। অতঃপর পুরা মারকায ঘুরে দেখালেন। এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মন্ত্রীকে সাহায্য করতে গিয়ে বেখেয়ালীতে তিনি তাঁর ঘাড়ে হাত রাখেন। মন্ত্রী ছিলেন আলেম মানুষ ও স্যারের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। তিনি বিদায়ের সময় বললেন, একটা সরকার যা করতে পারে না, আপনি তাই করে ফেলেছেন। এটাকে ইউনিভার্সিটি করছেন না কেন? স্যার বললেন, চেষ্টায় আছি। এরি মধ্যে ডিসি ছাহেব আমাকে বললেন, আচ্ছা এখান থেকে একটা মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশনের আবেদন জমা আছে আমাদের অফিসে। পত্রিকার সম্পাদক ছাহেবকে আপনি চিনেন কি? বললাম, যিনি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মন্ত্রীর ঘাড়ে হাত দিলেন উনি। ডিসি থ হয়ে বললেন, কালকে আপনি অফিসে গিয়ে অর্ডারটা নিয়ে আসবেন। স্যারের অনুমতি নিয়ে পরদিন যথাসময়ে ডিসি অফিসে গেলাম।

ওটা আগষ্ট নয়, বরং ছিল সেপ্টেম্বর'৯৭। উল্লেখ্য যে, প্রথম দু'টি সংখ্যা রেজিষ্ট্রেশন নং ছাড়াই বের হয়। ৩য় সংখ্যা নভেম্বর'৯৭ থেকে রেজিঃ নং সহ প্রথম বের হয়। স্মর্তব্য যে, রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পুরা বিষয়টি আমরা সাধ্যমত গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করি। কেননা স্যার প্রায়ই বলতেন ১৯৮৫-এর ফেব্রুয়ারীতে মাসিক 'তাওহীদের ডাক' ১ম সংখ্যা প্রকাশের পর রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেও তা পাইনি ঘরের মুরব্বীর রুদ্ররোষের কারণে। ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল মোমেন (সিরাজগঞ্জ) ছিলেন আহলেহাদীছ। তিনি বাসায় ডেকে নিয়ে স্যারকে বলেছিলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম এজন্য যে, মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ বন্ধের পর আহলেহাদীছের আরেকটি মাসিক পত্রিকা বের হ'তে যাচ্ছে এবং তার তদন্তভার সৌভাগ্যক্রমে আমার উপরে পড়েছিল বলে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে জানার জন্য মুরব্বীকে ফোন করলে তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। ফলে আর পারলাম না। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।

অতঃপর ২য় কলামের ২য় ও ৩য় প্যারায় অনেকগুলি তথ্যগত ভুল হয়ে গেছে। সঠিক তথ্যসমূহ হবে নিম্নরূপ :

সেপ্টেম্বর '৯৭-য়ে পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকেই স্যার ছিলেন সম্পাদক এবং একক ব্যক্তি। মাঝে তিনি তৎকালীন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট) এবং পরবর্তীতে জনাব আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী (পাবনা)-কে কিছু কিছু দায়িত্ব দেন। কিন্তু পরে মার্চ '৯৮-তে তিনি মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা)-কে 'নির্বাহী সম্পাদক' পদে মনোনয়ন দেন। মার্চ'৯৮ থেকে ৭ মাস নির্বাহী সম্পাদক থাকার পর স্যার তাঁকে অক্টোবর '৯৮-তে 'ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক' মনোনীত করেন ও নিজে 'প্রধান সম্পাদক' থাকেন। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় আড়াই মাস ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে নানা অসুবিধায় সেপ্টেম্বর'৯৮ সংখ্যা বন্ধ রেখে অক্টোবর'৯৮ থেকে ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয়। অতঃপর ৯ মাস 'ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক' থাকার পর স্যার মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনকে জুলাই '৯৯ থেকে 'সম্পাদক' পদে মনোনয়ন দেন এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে 'সহকারী সম্পাদক' হিসাবে নিয়োগ দেন। এ সময় স্যার হ'লেন 'সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি' এবং সম্পাদকীয় শেষে ব্রাকেটে লেখেন (স.স.)। জুলাই '৯৯ থেকে ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ৬ মাস 'সহকারী সম্পাদক' থাকার পর জনাব আমীনুল ইসলাম কলেজে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় এবং আত-তাহরীক অফিসে যথাযথ সময় দিতে না পারায় উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ফলে আত-তাহরীক স্যার ও সম্পাদক ছাহেব দু'জনে চালাতে থাকেন। এই বছর প্রথম তাবলীগী ইজতেমা ২০০০ উপলক্ষে ১২০ পৃষ্ঠাব্যাপী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী যুগ্ম সংখ্যা বের হয়। জানু '২০০০ থেকে মে'২০০৪ পর্যন্ত ৪ বছর ৫ মাস দু'জনে পত্রিকা চালানোর পর জুন'২০০৪ থেকে মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ) 'সহকারী সম্পাদক' পদে নিয়োগ পান। বর্তমানে উক্ত তিনজনই মূল দায়িত্বশীল হিসাবে পত্রিকা চালাচ্ছেন। সেই সাথে আছেন দারুল ইফতা ও গবেষণা বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ। তাছাড়া প্রায় শুরু থেকেই আছেন নিবেদিতপ্রাণ কম্পিউটার অপারেটর ভাই মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। -*লেখক*।

নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবলে বাংলাদেশের যুবসমাজ

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী'১৩ রাজধানী ঢাকায় জনৈক নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নাস্তিকতার যে ভয়াল চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তা সমগ্র দেশবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। নাস্তিকতা যে কত নিকৃষ্ট হতে পারে, ধর্মহীনতা যে মানুষকে পশুত্বের ও নৈতিক অবক্ষয়ের কোন অতলে নিক্ষেপ করতে পারে, তথাকথিত 'মুক্তবুদ্ধি'র চর্চার আড়ালে ইসলাম-বিদ্বেষের যে কি জঘন্যতম কুৎসিত অবয়ব লুকিয়ে আছে, তার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এই চিত্রে। লক্ষ্যণীয় যে, ইন্টারনেটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসার বেশ জোরালোভাবে শুরু হলেও কোন এক অজানা কারণে গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নি। ফলে এ দেশে নাস্তিকতার এই ভয়ংকর রূপটি জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চক্রটি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য সুদূরপ্রসারী মিশন গ্রহণ করে। এ মিশন যে বেশ সাফল্যের সাথেই এগিয়ে চলেছে রাজীব হায়দার গংদের এই ঘৃণ্যতম দুঃসাহসিক অপতৎপরতা তারই প্রমাণ বহন করে। এদের মরণ ছোবলের শিকার হয়ে শহুরে শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিপজ্জনকভাবে বীতশ্রদ্ধভাব ও সংশয় পোষণ করা শুরু করেছে ।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের জীবনাচারকে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে কোনভাবেই সন্তোষজনক বলা না গেলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ধর্ম এখানকার জনজীবনে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ধর্মপালনে শিথিলতা থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মানুভূতি যথেষ্ট তীব্র। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুকৌশলে ধর্মহীনতা প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও প্রকাশ্যভাবে ধর্মদ্রোহিতা বা নাস্তিকতার কোন স্থান কখনই হয়নি। তাই যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, জনগণকে পক্ষে টানার জন্য অন্ততঃ ভোটের সময় হলেও ধর্মের গুণগান করতে দেখা যায়। যে কারণে দাউদ হায়দার, আহমাদ শরীফ, তাসলীমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদের মত গুটিকয় ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক যারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের হৃদয়ের গভীরে তাদের তো কোন আশ্রয় হয়ই নি; বরং তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত হয়েছে প্রবল ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ। এমনকি তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটায় জনসাধারণের নাগালের বাইরে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার জুড়ে যে এক শ্রেণীর নাস্তিক চক্র গড়ে উঠেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে যে উদ্বেগজনক ও কুৎসিত অপপ্রচার শুরু করেছে, তা পূর্ববর্তী নাস্তিকদের সকল অপতৎরতাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। এর কারণ হল এদের অবস্থান সমাজে নয় বরং ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতে। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশে এত বিরাট সংখ্যক নাস্তিক ঘাপটি মেরে আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি, ব্লগে না আসলে বাংলাদেশে যে এত নাস্তিক আছে, তা হয়ত জানতেই পারতাম না। অবশেষে ব্লগার রাজীব নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই নাস্তিক চক্রের ভয়াবহ অপতৎপরতা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ না পেলে, তারা হয়ত আরো অনেকদিন সাধারণ মানুষের অগোচরেই থেকে যেত।

পাঠকদের অনেকেরই প্রশ্ন, ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লগিং আসলে কী এবং ব্লগারদের মধ্যে নাস্তিকতার এত প্রসার কেন? মূলতঃ ইংরেজী শব্দ 'ব্লগ' হল ওয়েবলগ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এমন একটি ওয়েবসাইট যাকে তুলনা করা যায় ব্যক্তিগত ডায়েরীর সাথে। অন্যভাবে এগুলিকে উন্মুক্ত অনলাইন ম্যাগাজিনও বলা যায়। ইন্টারনেটে নিজস্ব ব্লগসাইট বানিয়ে দৈনন্দিন ডায়েরী লেখার মত অনেকেই লেখালেখি করে থাকেন। এরূপ ব্যক্তিগত লেখালেখিকে একক ওয়েবসাইটে সমন্বিত করে একটি ভার্চুয়াল কম্যুনিটি সৃষ্টি করা এবং সেখানে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় কম্যুনিটি ব্লগ। যিনি ব্লগে লেখালেখি করেন বা বিবিধ কন্টেন্ট পোস্ট করেন তাকে 'ব্লগার' বলে। এ সকল ব্লগে একাউন্ট খুলে লেখালেখির মাধ্যমে ব্লগের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতের আদান-প্রদান করা যায় খুব নির্বিঘ্নে। এ কারণে কম্যুনিটি ব্লগগুলো খুব দ্রুতই তরুণ সমাজের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এমনকি ২০১০ সালে দেশে ইন্টারনেটে সর্বাধিক ব্যবহৃত শীর্ষ ১০টি ওয়েবসাইটের তালিকায় ৭টিই ছিল এই সকল ব্লগসাইট।

বাংলাভাষায় সামাজিক ব্লগ হিসাবে ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম 'সামহয়্যার ইন ব্লগ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইন্টারনেটের প্রসার লাভ করার সাথে সাথে ব্লগিং-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে একে একে সৃষ্টি হয় নাগরিক ব্লগ, আমার ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, সোনারবাংলা ব্লগের মত জনপ্রিয় ব্লগগুলো। কখনো লেখালেখির অভ্যাস ছিল না, এমন বহু তরুণের লেখার হাতেখড়ি হয়েছে ব্লগের মাধ্যমে। যদিও ইদানিং ফেসবুক-টুইটারের দাপটে ব্লগসাইটের জনপ্রিয়তা বেশ কমে এসেছে। ব্লগগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, ব্লগ মডারেটরদের বেঁধে দেয়া সাধারণ কিছু নীতি মেনে স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করা এবং অন্যের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছে দেয়ার অনন্য সুযোগ পাওয়া। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্লগের এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার কোন জুড়ি নেই। ফলে সরকারী বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে অবাধ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের এই উন্মুক্ত অঙ্গনটি ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের জন্য মহা সুযোগ হয়ে উঠে। যেহেতু এ দেশে সামাজিকভাবে ধর্মবিরোধী নাস্তিকদের কোন ঠাঁই নেই, তাই এই নিরাপদ (!) স্থানে এসে তারা কখনও স্বনামে কিংবা বেশীরভাগই বেনামে মনের সুখে নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর মওকা পেয়ে যায়। অন্যদিকে 'উদারমনা' নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন ব্লগ মডারেটররাও 'মুক্তচিন্তা' প্রকাশের নামে এদেরকে সাদরে ঠাঁই দিতে থাকে। এভাবেই ব্লগ হয়ে উঠে নাস্তিকদের জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ অভয়ারণ্য। স্বঘোষিত নাস্তিক ব্লগ 'মুক্তমনা'র মডারেটর তা স্বীকার করে বলেছে, 'গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মুক্তমনা যুক্তিবাদীদের

বিশাল উত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ফোরামে এবং আলোচনাচক্রে, যা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না মোটেই'।

উল্লেখ্য যে, ব্লগিং মানেই কিন্তু নাস্তিকতা নয়। কেননা ব্লগীয় পরিমণ্ডলে স্বল্পসংখ্যক নাস্তিক গোষ্ঠীর বিপরীতে সুস্থ ও মননশীল চিন্তাধারার প্রচুর সংখ্যক ধর্মপ্রাণ লেখকও রয়েছেন। বরং তাদের বিপরীতে নাস্তিকদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বলা যায়। যারা নিজেদের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল লড়াইয়ে তথা তাদের যুক্তি-কুযুক্তির শিকড় উপড়ে ফেলার যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

ব্লগে বিচরণশীল নাস্তিকরা মূলতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। (১) যারা ঘটনাক্রমে কিংবা পরিবেশগত কারণে ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছে এবং ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ কিছুটা সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সুশীলতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ভদ্রবেশী নাস্তিকের সংখ্যা অবশ্য ব্লগে খুব নগণ্যই।

(২) যারা প্রবল ধর্মবিদ্বেষী। এরা এমনই উগ্র যে, যে কোন সুযোগে অত্যন্ত অশ্লীল ও ক্লেদাক্ত ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করে। কুরআনের আয়াতসমূহ, রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ অপবাদ আরোপ করা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করাই তাদের প্রধান কাজ। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল জঘন্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা। তাদের চিন্তাধারা ও গালাগালির রূপ-প্রকৃতি এতটাই নিম্নরুচির যে তাদেরকে সাধারণভাবে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত ভাবতেই কষ্ট হয়। ব্লগে এই প্রকার ইতর শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

(৩) যারা সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে না, নিজেদের নাস্তিকও বলে না। তবে ধর্মবিরোধী আলোচনায় নাস্তিকদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। তারা সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, সুশীল, উদারমনা ইত্যাদির ছদ্মাবরণে প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবাদের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করে। ব্লগে এই শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাও প্রচুর।

তবে মজার ব্যাপার এই যে, নীতিগতভাবে সর্বধর্মবিরোধী হলেও কার্যক্ষেত্রে এসব নাস্তিকদের একমাত্র টার্গেট হল ইসলাম। ইসলামই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। শোনা যায়, নাস্তিক ব্লগারদের অনেকেই না কি মূলতঃ হিন্দু। যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলিম নাম ব্যবহার করে এবং ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। মুক্ত সামাজিক ব্লগগুলিতে তাদের নীতি হল, প্রথমে রাজাকার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাইনবোর্ড নিয়ে সাধারণ ব্লগারদের সহানুভূতি আদায় করা। অতঃপর সুযোগ মত ধর্মবিদ্বেষের ছোবল মারা। এদের নিজস্ব কিছু ব্লগও রয়েছে। যেমন মুক্তমনা, আমার ব্লগ, ধর্মকারী, নবযুগ প্রভৃতি। যেখান থেকে তারা উগ্র ধর্মবিদ্বেষের এমনই বিষবাষ্প ছড়ায়, নোংরামী আর ঘৃণ্য মনোবৃত্তির এমন দুর্গন্ধময় প্রদর্শনী করে, যা কোন সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। বরং চাক্ষুষ না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না। অথচ 'সোনারবাংলা', 'সদালাপ', 'বিডিটুডে'র মত কতিপয় ইসলামপন্থী ব্লগ ছাড়া বাকি সমস্ত ব্লগই নীতিমালায় 'ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানো নিষিদ্ধ' লিখে রাখার পরও কম-বেশী এই শ্রেণীর নাস্তিকদের প্রোমোট করে আসছে। নিম্নে নাস্তিক চক্রের পরিচালিত প্রসিদ্ধ ব্লগ 'ধর্মকারী' থেকে তাদের উগ্র ইসলামবিদ্বেষের দু'একটি নমুনা দেয়া হল।

'ধর্মকারী'র হোম পেইজের চলমান স্লোগানে দেখা যায়, "আল্লাহ সর্বব্যাপী তিনি বরাহেও আছেন, বিষ্ঠাতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি বোরখাতেও আছেন, বিকিনিতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি জলাশয়েও আছেন, মলাশয়েও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি উটমূত্রেও আছেন, কামসূত্রেও আছেন"। হোম পেজের ডানদিকে ব্লগের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ধর্মকারী যুক্তিমনস্কদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। বিতর্ক বা বাকবিতন্ডার স্থান নেই এখানে। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে।" এই শ্লোগান ঝুলিয়ে রেখে ব্লগটির সর্বত্র অবর্ণনীয় নোংরামী সহকারে যাচ্ছেতাই ভাবে ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে। যেমন সম্প্রতি পোস্ট করা হয়েছে এমন কয়েকটি লেখার শিরোনাম ছিল এমন– 'ইসলামী ইতরামি', 'নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে', 'ধর্মাতুল কৌতুকিম', 'ইসলামে বর্বরতা'। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের ভাষা অবিকল নকল করে ব্যঙ্গ প্যারোডি রচনা করা, হাদীছকে 'হা-হা-হাদীছ' বলে টিটকারীর মাধ্যমে যে জঘন্যতম বমন উদ্রেককারী বিকৃতরুচির লেখা তারা সেখানে স্থান দিয়েছে, তা জনস্বার্থে প্রকাশ করতে চাইলেও কোন মতেই বিবেকে সায় দিচ্ছে না। সেখানে সাইডট্যাবে বিজ্ঞাপন আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে ৭টি সচিত্র কমিক ই-বুক। ব্যঙ্গ করে যেসব বইকে বলা হয়েছে 'ধর্মকারী কিতাব'। এর মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস কমিক বইটি রচিত হয়েছে 'হজরত মহাউন্মাদ ও কোরান-হাদিস রঙ্গ' শিরোনাম দিয়ে। জনৈক আব্দুল্লাহ আজীজ রচিত ২৬ পৃষ্ঠার বইটিতে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিত নিয়ে এত অশ্লীল কার্টুনচিত্র আর জঘন্য কোলাজ রচনা করা হয়েছে, যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। নরকের কীট, সাক্ষাৎ শয়তান এই কুলাংগার কিভাবে এ দেশের মাটিতে বসে এমন একটি বই রচনার দুঃসাহস পেল, তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।

এই ব্লগে নিহত ব্লগার রাজীবও 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে লিখত। 'নূরানী চাপা শরীফ' শিরোনামে সে এখানে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-সহ মুসলমানদের ঈদ উৎসব নিয়ে জঘন্যতম কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ লেখা লিখেছে। যা ইতিমধ্যে দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

ইন্টারনেটে তথাকথিত প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী নাস্তিকদের এই নোংরা ও কদর্য অপপ্রচার যে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তারা চায় এ দেশকে পুরোপুরি ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আর এই ধর্মহীনতার মধ্যেই তারা খুঁজতে চায় বাঙালীর নবজাগরণ (?)। বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির সুতিকাগার খ্যাত 'মুক্তমনা'র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে–"মুক্তমনা'র মাধ্যমে আমরা একদল উদ্যমী স্বাপ্নিক দীর্ঘদিনের একটি অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করছি, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠছে 'চেতনামুক্তির' লড়াই। যার মাধ্যমে জনচেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী (অর্থাৎ ধর্মহীন) করে তোলা সম্ভব....আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস (ধর্ম) এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে,

মুক্তমনারা মনে করে তা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেন বাঙালীর এক নবজাগরণ"। এই ব্লগের প্রধান কর্ণধার স্বঘোষিত নাস্তিক অভিজিৎ রায় হল আমেরিকা প্রবাসী পিএইচডি ডিগ্রিধারী বর্ণবাদী হিন্দু। এই উগ্র ইসলামবিদ্বেষী বর্তমানে বাংলাদেশের নাস্তিকদের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে তার রচনায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'অবিশ্বাসের দর্শন', 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান', 'ধর্ম ও নিধর্ম সংশয়', 'স্বতন্ত্র রচনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি', 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ইত্যাদি উগ্র নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বইসমূহ।

এতো গেল কেবল বাংলা ব্লগস্ফিয়ার। বর্তমানে ব্লগের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, অবাধ ও স্বাধীন মুক্তমঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠেছে ফেসবুক, টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ। যেখানে প্রতিদিন বহু ইসলামীবিদ্বেষী বাংলা পেজ খোলা হচ্ছে। সেসব পেজে সমানে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা ও ঘৃণার বিষাক্ত মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়াতের অনুকরণে ব্যাঙ্গাত্মক প্যারোডি রচনা, রাসূল (ছাঃ)-কে গালিগালাজের সে সব দৃশ্য যাদের মধ্যে সামান্যতম ঈমানও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ না ঘটিয়ে পারবে না।

শাহবাগ আন্দোলনে এই নাস্তিক ব্লগার গোষ্ঠীই প্রথম রাস্তায় নেমেছিল। 'যুদ্ধাপরাধের বিচার' ছিল তাদের সাইনবোর্ড। কিন্তু অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল ব্লগের ক্ষুদ্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরী করার চেষ্টা এবং পরম কাংখিত সেই নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ বপন করা। যার মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের মন ও মনন থেকে ধর্ম নামক অনুষঙ্গটির শেষ শিকড়টিও তারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। 'একাত্তরের চেতনা'র মুলো ঝুলিয়ে এবং ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তারা মীমাংসা করে ফেলতে চেয়েছিল এ দেশের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম নামক এই 'আরবীয় ধর্মে'র (?) আর কোন স্থান থাকবে কি না সেই প্রশ্নটিরও।

এ কথা সত্য যে, এতকিছুর পরও বাংলাদেশে উঠতি নাস্তিকদের এই সীমাহীন দৌরাত্ম মূলতঃ ইন্টারনেট অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সমাজে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার চর্চা করার মত মেরুদণ্ড যে এদের নেই, তা শাহবাগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় পরিষ্কার। কিন্তু তাতে কি? শিক্ষিত উঠতি তরুণ সমাজের হাতে ইন্টারনেট এখন অনেক সহজলভ্য। ফলে অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে তারাই সর্বপ্রথম এই নাস্তিকদের অপপ্রচার ও মগজধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে তরুণদের মস্তিষ্ক বিকৃত করার জন্য আরজ আলী মাতুব্বর, আহমাদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদদের অনুসারীদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্তই কম ছিল না। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবাদী কবি-সাহিত্যিকরা এবং সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এতদিন আড়ালে-আবডালে সংগোপনে সুকৌশলে নাস্তিকতা প্রচার করে আসছিল অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা ও মানবাধিকার প্রভৃতি সুরক্ষার জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু বর্তমানের এই জঙ্গী সাইবার নাস্তিকরা তাদের চেয়ে বহু গুণে ভয়ংকর। যে দেশে দাউদ হায়দার, তাসলীমা নাসরীনদের ঠাঁই হয় না, সেই দেশে তাদের চেয়ে হাজার গুণ বর্বর এই উগ্র নাস্তিক গোষ্ঠী কীভাবে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে কি এর পিছনে কোন মহলের বিশেষ মিশন কাজ করছে? ২০১১ সালে আমেরিকার 'সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস' আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া কিভাবে ছড়ানো হচ্ছে তার উপর ৬ মাস ব্যাপী তদন্ত চালায়। অতঃপর Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America শিরোনামে ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গবেষণা রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট মতে, আমেরিকার ৭টি সংস্থা গত ১০ বছরে ৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। যার একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয় ইন্টারনেটে ইসলামবিদ্বেষী ম্যাটেরিয়াল সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ফোরাম ও ব্লগের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর কাজে। সুতরাং এ দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এই নাস্তিক চক্রকে বিশেষ কোন মহল পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে কি না, তা অনতিবিলম্বে খতিয়ে দেখা যরূরী।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকার 'সাইবার ক্রাইম' বিষয়ক আইন করলেও সেখানে ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট আইন আছে কি না, বা থাকলেও তা কতটুকু কার্যকর, তা বোঝার উপায় নেই। গত বছরের ২৫শে জানুয়ারী সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে একটি বিশেষ টিম গঠন করে বিটিআরসি। একই বছরের ২২শে এপ্রিল থেকে contact@csirt.gov.bd ঠিকানায় সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে পরামর্শ ও অভিযোগ গ্রহণ করা শুরু হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারও কোন কার্যকারিতা নেই। বর্তমানে রাজীব হত্যার পর বিটিআরসির আবারও কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। দেশ ও জাতির সুরক্ষায় সরকার যদি এই চিহ্নিত নাস্তিক গোষ্ঠীর অপপ্রচার দমনে আন্তরিকভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে, তবে তা হবে খুবই আশাব্যঞ্জক। একই সাথে ইন্টারনেট থেকে যুবসমাজের চরিত্র বিধ্বংসী যাবতীয় কন্টেন্ট ব্লক করে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি।

পরিশেষে তরুণ সমাজকে বলব, ইসলামবিদ্বেষী মহল দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মহীন করার জন্য সুকৌশলে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমাদেরকে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। আজ তারা আর রাখ-ঢাক না করে সরাসরি মুসলিম জাতির মূল চেতনাকেন্দ্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষার সময় নেই। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ঠিক তেমনি এদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজেদের আমল-আক্বীদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। ব্লগ ও ফেসবুকে অপপ্রচারের খপ্পরে পড়ে অথবা কৌতুহলবশত আরজ আলী মাতুব্বর কিংবা হাল আমলের নাস্তিককুল শিরোমণি ক্রিস্টোফার হিচেন্স, রিচার্ড ডকিন্সদের বই-পত্র নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে শিক্ষার্থী তরুণরা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সাথে নাস্তিক্যবাদী ও মুখোশধারী কবি-সাহিত্যিকদের নষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে হবে। আর অভিভাবকদেরও দায়িত্ব হবে কোনরূপ শিথিলতা না দেখিয়ে তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই ইসলামী চেতনায় সমুন্নত করা। যেন জীবনের উষালগ্নে তারা কোনরূপ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই নাস্তিকদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এদের কুটচাল থেকে এ দেশের মুসলিম সমাজকে হেফাযত করুন। আমীন!

জান্নাতের নে'মত ও তা লাভের উপায়

*নাজমুস সা'আদত**

ভূমিকা : ইহকালীন জীবনের সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করা এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা হচ্ছে মুসলমানদের প্রধান লক্ষ্য। আর জান্নাত লাভ করতে হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল করা যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা জান্নাতের নে'মত সমূহ উল্লেখ পূর্বক তা লাভের উপায় আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

জান্নাতের নে'মতসমূহ : জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ অফুরন্ত নে'মত প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا 'আর যখন তুমি সেখানে দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগবিলাসের উপকরণ ও বিশাল রাজ্য' *(দাহর ২০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ، فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ– 'তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে তার অবস্থান হবে হাবিয়া (জাহান্নাম)' *(ক্বারি'আহ ৬-৯)*।

সৎ কর্মশীল বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ: فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ- 'আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কখনও কোন চুক্ষ দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং মানুষের অন্তঃকরণ যা কখনও কল্পনাও করেনি। তিনি বলেন, (এর সত্যতা প্রমাণে) তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার। অর্থাৎ কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ'।[৬৮]

জান্নাতের ফল-ফলাদির বিবরণ : জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফল-মূল তৈরী করে রেখেছেন জান্নাতবাসীদের জন্য। আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ، نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَحِيْمٍ– 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা চাইবে। এটা ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহ্র তরফ হ'তে মেহমানদারী' *(হা-মীম সাজদাহ ৩১-৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, فِيْ سِدْرٍ مَخْضُوْدٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ، وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ، وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ، لاَ مَقْطُوْعَةٍ وَلاَ مَمْنُوْعَةٍ، وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ– 'তাদের জন্য রয়েছে কাঁটাহীন কুলবৃক্ষ সমূহ, থরে থরে সাজানো কলা, সম্প্রসারিত ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল। যা কোন দিন শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ' *(ওয়াকি'আহ ২৮-৩৪)*।

জান্নাতের নারী সম্পর্কে বিবরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُتَّكِئِيْنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ 'তারা সামনাসামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে সুনয়না হূরদেরকে বিবাহ দিব' *(তূর ২০)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ 'সেই উদ্যান সমূহের মাঝে রয়েছে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনগণ' *(আর-রহমান ৭০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ، لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا– 'আল্লাহ্র পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হ'তে উত্তম। তোমাদের কারো ধনুক পরিমাণ বা পা রাখার জায়গা পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তার মাঝের সবকিছুর চেয়ে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হূর) পৃথিবীর পানে উঁকি দেয় তবে সমগ্র জগতটা (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান সমূহ সুগন্ধিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। তাদের মাথার উড়নাও গোটা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছু হ'তে উত্তম'।[৬৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَرَابٍ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে,

* *পাটকেল ঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।*

৬৮. *বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/১৮৯; মিশকাত হা/৫৬১২।*

৬৯. *বুখারী হা/৬৫৬৮।*

সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে। আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কাগণ' *(ছোয়াদ ৫০-৫২)*।

জান্নাতের নদ-নদীর বিবরণ : জান্নাতে বিভিন্ন জিনিসের নদ-নদী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ– 'যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ রয়েছে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। আর সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে তাদের জন্য আরও আছে সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি' *(আলে ইমরান ৩/১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ 'জান্নাতে বয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র। অতঃপর তা হ'তে আরও বহু নদী প্রবাহিত হবে'।[৭০]

জান্নাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত লাভ : জান্নাতবাসীরা তাদের চাহিদার অতিরিক্ত বস্তু আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ 'এখানে তারা যা আকাঙ্খা করবে তা পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক' *(ক্বাফ ৩৫)*।

জান্নাতের গৃহের বর্ণনা : আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্য উত্তম গৃহ রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ 'আর স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে' *(তওবা ৭২; ছফ্ফ ১২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ 'একটি ইট স্বর্ণের এবং একটি ইট রৌপ্যের এভাবে গাঁথুনি দেয়া হয়েছে। আর মিশক হচ্ছে তার সিমেন্ট এবং মণি-মুক্তা ও ইয়াকূত পাথর হচ্ছে তার সুরকি। মেঝে বানানো হয়েছে জাফরান দিয়ে'।[৭১]

জান্নাত লাভের উপায়

আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের মৌলিক ফরয সমূহ প্রতিপালনের পাশাপাশি আরো কতিপয় আমল রয়েছে, যা জান্নাত লাভের পথকে সুগম করে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ন্যায়বিচার, আল্লাহ্র ইবাদতে যৌবন কাটানো, মসজিদের সাথে অন্তর সম্পৃক্ত রাখা, আল্লাহ্র জন্য পারস্পরিক ভালবাসা, নির্জনে অশ্রুসিক্ত হয়ে ইবাদত করা, আল্লাহ্র ভয়ে যেনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা এবং গোপনে দান করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ–

'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) সেই যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে বড় হয়েছে (৩) সেই লোক যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়। (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে। (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) যে ব্যক্তি গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে'।[৭২]

২. তাহিয়্যাতুল ওযূ ছালাত আদায় করা : তাহিয়্যাতুল ওযূ ছালাত আদায় করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِّىَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূলাল্লাহ (ছাঃ) ফজরের সময় বেলালকে বললেন, বেলাল বলতো দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন কাজ করেছো যার ছওয়াবের আশা তুমি

৭০. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৫৬৫০, সনদ ছহীহ।*
৭১. *তিরমিযী হা/২৫২৬, সনদ ছহীহ।*
৭২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।*

অধিক করতে পার? কেননা আমি তোমার জুতার শব্দ জান্নাতে আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি। তখন বেলাল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি এছাড়া এমন কোন কাজ করিনি যা আমার নিকট অধিক ছওয়াবের কারণ হ'তে পারে যে, আমি রাতে বা দিনে যেকোন সময়ই ওযূ করেছি তখন সেই ওযূ দ্বারা ছালাত আদায় করেছি যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আমাকে তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে'।[৭৩]

৩. সময়মত ছালাত আদায় করা : ওয়াক্ত অনুযায়ী নিয়মিত ছালাত আদায় করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। যা আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় আমল। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا– 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম কোন কাজ আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা'।[৭৪]

৪. তাসবীহ পাঠ করা : জান্নাত পাওয়ার বড় মাধ্যম বেশী বেশী তাসবীহ পাঠ করা। তাসবীহ পাঠ করা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় ইবাদত। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ 'আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহাম দু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ও আল্লাহু আকবার বলা'।[৭৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী' (অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) তার গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র ফেনার ন্যায় অধিক হয়'।[৭৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ. لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী' ক্বিয়ামতের দিন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে ইহার অনুরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিকবার বলবে'।[৭৭]

৫. আল্লাহ্র নাম মুখস্থ করা : আল্লাহ্র অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। ঈমানের সাথে ঐ নামগুলি মুখস্থ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহ্র কতক উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক' *(আ'রাফ ১৮০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭৮]

৬. আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা : মানুষের জীবনের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাইতে হবে এবং তাঁর নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা করতে হবে, গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। এক কথায় সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(মুমিন ৬০)*।

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনয়ের সাথে ও গোপনে' *(আ'রাফ ৫৫)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তুমি বল আমি নিকটেই রয়েছি। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহ্র নিকট চায়'।[৭৯]

৭৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২।*
৭৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮।*
৭৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫।*
৭৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬।*
৭৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭।*
৭৮. *বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৩।*
৭৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১, সনদ হাসান।*

৭. ছিয়াম পালন করা : ছিয়াম পালন করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন'।[৮০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ– 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না'।[৮১]

৮. আল্লাহ্র পথে দান করা : দান-ছাদাক্বা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের মাধ্যম। এর দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে না। বরং বান্দাকে ক্ষমা করে এবং তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নত করেন'।[৮২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ–

'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[৮৩] তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ– 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[৮৪] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, গোপন দান এমন এক ইবাদত যা প্রতিপালকের রাগকে মুছে দেয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

৯. কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত করলে বহু নেকী রয়েছে। যা জান্নাত লাভের উপায় বটে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে'।[৮৮] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ– 'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন'।[৮৯]

শেষ কথা : উপরোক্ত আমল সমূহ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্দেশিত নেক আমল সমূহ একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারলে জান্নাত লাভ করা সহজ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৮০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫৩।*
৮১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭।*
৮২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯।*
৮৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*
৮৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।*

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২।*
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০১৩।*

হাদীছের গল্প

ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত ও ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা মনোনয়ন

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) চরমপন্থীদের হাতে ছালাতরত অবস্থায় ছুরিকাহত হন। অতঃপর তিনি পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের জন্য ৭ সদস্যের পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান। ঐ পরিষদ ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেন। এরপর ওছমান (রাঃ) খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ।-

আমর ইবনু মায়মূন (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে আহত হবার কিছু দিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে, তিনি হুযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান (রাঃ) ও ওছমান ইবনু হুনায়ফ (রহঃ)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূ-খণ্ড অক্ষম? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খণ্ড তা বহনে সক্ষম। এতে বাড়তি কোন বোঝা চাপানো হয়নি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আবার চিন্তা করে দেখ যে, তোমরা এ ভূ-খণ্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহনে সক্ষম নয়? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যাতে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর চতুর্থ দিন তিনি আহত হ'লেন। যেদিন ভোরে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ওমর (রাঃ) দু'কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের সূরা প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাক'আতে শরীক হ'তে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক 'ইলজ' দ্রুত পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে সে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হ'লেন। এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল।

ওমর (রাঃ) আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। ওমর (রাঃ)-এর নিকটে যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, ওমর (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে ছালাত আদায় করলেন। যখন মুছল্লীগণ চলে গেলেন, তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে ইবনু আব্বাস (রাঃ)! দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কারিগর গোলামটি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটাননি। হে ইবনু আব্বাস (রাঃ)! তুমি এবং তোমার পিতা মদীনার কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পসন্দ করতে। আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি ভুল বলছ। কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করে, তোমাদের মত হজ্জ করে।

অতঃপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হ'ল। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাদের উপর এত বড় মুছীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হ'ল, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তাঁর পেট হ'তে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হ'ল, তিনি তা পান করলেন; তাও তাঁর পেট হ'তে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার জন্য আল্লাহ্‌র সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন। অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায়বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদত লাভ করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি পসন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হ'ল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পসন্দনীয়।

হে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর! তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত? তারা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাযার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি ওমরের পরিবার-পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথা আদি ইবনু কা'ব-এর বংশধরদের নিকট হ'তে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবীলা হ'তে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাইরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হ'তে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে তুমি যাও এবং বল, ওমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীন শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মুমিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর। তিনি

দেখলেন আয়েশা (রাঃ) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রগণ্য করছি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হ'ল, এই যে আব্দুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফছাহ (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন। ঘরের ভিতর হ'তেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওছিয়ত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। ওমর (রাঃ) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, ওছমান, যুবায়ের, ত্বালহা, সা'দ ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)। অতঃপর বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা মাত্র। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন, তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। আমার পরের খলীফাকে আমি ওছিয়ত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। আমি তাঁকে আনছার ছাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওছিয়ত করছি যে, তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর-আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুল-ত্রুটি হ'লে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওছিয়তও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হিফাযতকারী এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হ'তে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করারও ওছিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যিম্মীদের বিষয়ে ওছিয়ত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়।

(রাবী বলেন) ওমর (রাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাঁকে প্রবেশ করাও। অতঃপর তাঁকে প্রবেশ করান হ'ল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হ'ল। যখন তাঁর দাফন কাজ শেষ হ'ল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হ'লেন। এ সময় আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য হ'তে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি আমার বিষয়টি আলী (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করলাম। ত্বালহা (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি ওছমান (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর আব্দুর রহমান (রাঃ) ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য হ'তে কে এই দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? এ দায়িত্ব অপর জনের উপর অর্পণ করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিত। ব্যক্তিদ্বয় চুপ থাকলেন। তখন আব্দুর রহমান (রাঃ) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা আছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য যরূরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহ'লে আপনি ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি ওছমান (রাঃ)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। অতঃপর তিনি অপর জনের সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তিনি বললেন, হে ওছমান (রাঃ)! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি (আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর) তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) তাঁর (ওছমান (রাঃ)-এর নিকট) বায়'আত করলেন। অতঃপর মদীনাবাসীগণ এগিয়ে এসে সকলেই বায়'আত করলেন *(বুখারী হা/৩৭০০)*।

আলোচ্য হাদীছে ওমর (রাঃ)-এর বদান্যতার প্রমাণ রয়েছে। এতে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি ওমর (রাঃ)-এর সম্মান করার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে নেতা মনোনয়নের ব্যাপারেও রয়েছে দিক নির্দেশনা। এ হাদীছটিতে মুমিনদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। এ হাদীছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের পার্থিব জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়

এক দেশে ছিল এক গরীব কৃষক। তার অল্প কিছু জমি ছিল। সে জমিতে কিছু পেয়ারা গাছ লাগাল। তার নিবিড় পরিচর্যায় গাছগুলি অনেক বড় ও সুন্দর হয়ে ওটলো। গাছের পাতার ফাঁকে ফাকে ধরল প্রচুর পেয়ারা। সে নিজে খাওয়ার পরেও একদিন কিছু পেয়ারা গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ির কাছে ছোট্ট বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেল। পেয়ারা কেনার জন্য অনেক ক্রেতা আসল। ক্রেতাদের মধ্যে একজনের পেয়ারা কেনার টাকা ছিল না। কিন্তু তরতাজা পেয়ারা খাওয়ার জন্য খুব লোভ হ'ল। কি করে পেয়ারা খাওয়া যায়, সেজন্য সে ঐ কৃষকের সাথে আলাপ শুরু করল। সে বলল, বাহ! বেশ সুন্দর তরতাজা পেয়ারা যে! এর পিছনে আপনার অনেক শ্রম আছে নিশ্চয়ই। অন্যথা এত সুন্দর ফল হ'তে পারে না। এতে কোন দাগও নেই। দেখতে যত সুন্দর খেতে তদ্রূপ মিষ্টি ও সুস্বাদু কি? এসব শুনে কৃষক লোকটিকে পেয়ারা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু ক্রেতা পেয়ারা খেল না। অবশেষে কৃষক ঐ ব্যক্তিকে এক কেজি পেয়ারা বাকিতে দিতে চাইল। ক্রেতা প্রথমে নিতে রাযী না হ'লেও কৃষকের কথায় পরে রাযী হ'ল। ক্রেতা পুনরায় বলল, পেয়ারা খেতে ভাল হবে তো? কৃষক তখন ঝুড়ি থেকে আরো একটা পেয়ারা ক্রেতার হাতে দিয়ে বলল, খেয়ে দেখুন, এটার পয়সা লাগবে না। ভাল হ'লে নিবেন, আর ভাল না হ'লে নিতে হবে না। তখন ক্রেতা বলল, এখন খাওয়া যাবে না, আমি ছিয়াম আছি। কৃষক বলল, রামাযানের তো মাত্র দু'দিন বাকী, এই অসময় কিসের ছিয়াম? ক্রেতা বলল, গত রামাযান মাসের কাযা ছিয়াম আদায় করছি। কৃষক রেগে পেয়ারার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে বলল, যে আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ করতে এত দেরী করে, সে মানুষের ঋণ সময় মত পরিশোধ করবে কি করে?

শিক্ষা : সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়, না হ'লে ঠকতে হয়।

-মুহাম্মাদ খাদিমুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

কুরআন-হাদীছের বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয়

জনৈক ব্যক্তির চোখের সমস্যা ছিল। সে একদিন ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার একটা টেষ্ট করার জন্য লিখে দিয়ে বললেন, টেস্টটি করে রিপোর্ট নিয়ে আগামীকাল দেখা করবেন। পরের দিন রিপোর্ট দেখে ডাক্তার একটা চশমা ও কিছু ঔষধ লিখে দিলেন। লোকটি চশমার দোকানে গিয়ে চশমার দাম ঠিক করল। দোকানদার বলল, চশমার ফ্রেমের দাম ২৫০ টাকা ও পাওয়ার গ্লাসের দাম ২৫০ টাকা মোট ৫০০ টাকা লাগবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ৫০০ পাওয়ারের গ্লাসের দাম কত? দোকানদার বলল, ২৫০ টাকা। লোকটি বলল, ২৫০ পাওয়ার ও ৫০০ পাওয়ারের কাঁচের একই দাম? দোকানদার বলল, হ্যাঁ। তখন লোকটি ৫০০ পাওয়ারের চশমাটি নিলো। পরের দিন বাজারে গিয়ে সে বড় বড় কৈ মাছ দেখে তা কিনে নিয়ে বাড়ি আসল। স্ত্রীকে বলল, কৈ মাছ সুন্দর করে রান্না করবে। কৈ মাছ রান্না করে স্ত্রী তার প্লেটে দিল। লোকটি বলল, কৈ মাছের মাথা কোথায় গেল? স্ত্রী বলল, মাছতো খুব ছোট ছোট, তার মাথা রাখা গেল না। তখন লোকটি স্ত্রীকে মারধর করল।

এরপর সে মাছওয়ালার কাছে এসে বলল, আপনার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে মেরেছি। মাছওয়ালা বলল, কেন? লোকটি বলল, আমি বড় বড় দেখে কৈ মাছ কিনে নিয়ে গেলাম, বাড়ি গিয়ে দেখি, তা খুবই ছোট। মাছওয়ালা বলল, তোমার চোখে সমস্যা আছে। আমি তো ছোট কৈ মাছই বিক্রি করছি। লোকটি বলল, চোখে সমস্যার কারণেই তো চশমা নিয়েছি। তখন মাছওয়ালা বলল, তাহ'লে তোমার চশমায় সমস্যা। লোকটি বলল, চশমায় সমস্যা নেই, কারণ আমি ৫০০ পাওয়ারের চশমা নিয়েছি। তুমিই আমাকে ঠকিয়েছ।

এরপর সে বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলল, তোমার বাপের বাড়ীতে যাবে? স্ত্রী বলল, চল যাই। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। স্ত্রীকে বলল, তুমি হাঁটতে থাক, আমি আসছি। কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। স্ত্রী হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পৌঁছে গেল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পথে ছিল একটা খাল। চশমাতে দেখা যাচ্ছে খুব ছোট। সে লাফ দিয়ে পার হ'তে গিয়ে খালের মধ্যে পড়ে গেল। খরস্রোতা খালে পড়ে তার অবস্থা কাহিল। কারণ সে সাঁতার জানে না। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে গেছে। কোন মতে ভেসে ভেসে কুলে আসল। বাড়ীতে পৌঁছলে স্ত্রী বলল, তোমার এমন হল কেন? তোমার শরীর ভিজা কেন? লোকটি বলল, খালে পড়ে গিয়েছিলাম। স্ত্রী বলল, তুমি কি চোখে দেখতে পাওনি? লোকটি বলল, চশমাতে দেখলাম, ছোট খাল। তাই লাফিয়ে পার হ'তে গিয়ে খালেই পড়ে গেলাম। স্ত্রী বলল, ডাক্তারের কাছে গিয়ে চশমার পাওয়ার ঠিক করে আন। লোকটি পরের দিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে দু'টি ঘটনাই বলল। ডাক্তার চশমা পরীক্ষা করে পাওয়ার দেখে বললেন, আমিতো আপনাকে ২৫০ পাওয়ারের চশমা দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ৫০০ পাওয়ারের চশমা কেন নিয়েছেন? ডাক্তারের পরামর্শ মত চশমা না নেওয়ায় এই পরিণতি। যান চশমার পাওয়ার ঠিক করে নিন।

মুমিনকেও কেবল কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। কুরআন ও হাদীছের বিধান কশ্চিনকালেও পরিবর্তন যোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে দেখিয়ে গেছেন ঠিক সেভাবে আমল করতে হবে। ইচ্ছামত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নাই। অন্যথা পরকালে অবস্থা হবে বেগতিক। দুগর্তির অন্ত থাকবে না। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

-মৌসুমী
ইত্যা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
চারঘাট, রাজশাহী।

কবিতা

ভাবাবেগ

আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আবেগ ভরা অশ্ববেগে
চলবে যে জন এই ধরায়,
তড়িৎ সম চমকে উঠে
সম্মুখে যে চলতে চায়।
ভুল কি সঠিক একটু খানি
রয় না যাহার ভাবনাতে
ছুটলে বাঁচে চায় না পিছে
চলতে সে চায় দিন রাতে।
হয় কি তাহার ইচ্ছা পুরা
আছড়ে পড়ে যমীন পর
আল্লাহকে যে বাদ দিয়ে চলে
ধরলো না যে 'অহি'র ধার।
রাসূল (ছাঃ)-এর অমর বাণী
সে আদেশ যে মানলো না,
হক-বাতিলের ডিঙায় বেড়া
একটু বাধা মানলো না।
বিদা'আতীদের পাতা ফাঁদে
যে জন নিজে দেয় চরণ,
হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব হ'লে
বাতিল পথে চালায় রণ।
নিজের হাতেই পরকালের
পরলো ফাঁসি তার গলায়,
আযাব-গযব ধরবে ঘিরে
আসবে নেমে পরাজয়।

এসো আলোর পথে

মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
রিয়াদ, সঊদী আরব।

তাওহীদের আলো জ্বালাবো বিশ্বে এইতো মোদের পণ,
কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান দিয়ে গড়বো মোদের জীবন।
আবাল-বৃদ্ধ, আয়রে তরুণ তাওহীদের ঝাণ্ডা তলে,
গোমরাহী পথ ছেড়ে দিয়ে আয় রাসূলের দলে।
ঈমানহারা গোমরাহরা ত্বাগূতের দলে চলে,
সত্যের সন্ধান পেয়েছি মোরা আহলেহাদীছের দলে।
কাফের-মুশরিক, ত্বাগূতের দল চির জাহান্নামী,
আহলেহাদীছের তাওহীদের দল হবে জান্নাতগামী।
আয়রে সবাই আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলি,
সারা জীবন মোরা যেন তাওহীদের পথে চলি।
ছেড়ে দিয়ে শিরক-বিদ'আত যত গোমরাহী,
হব মোরা এই দুনিয়ায় বিরামহীন সংগ্রামী।
ঈমান-আক্বীদার শিক্ষা নিব আলেমগণের কাছে,
সঠিক শিক্ষা পাব মোরা কুরআন-হাদীছের মাঝে।
দ্বীন ইসলামে জীবন গড়ে হব পরশমনি,
মোদের ছোয়ায় উঠবে গড়ে মণি-মুক্তার খনি।
আল্লাহ্র রাহে সংগ্রাম করব মোরা নওজোয়ান,
ঘরে ঘরে পৌঁছে দিব ইসলামের বিধান।
সমাজ থেকে দূর করিব যত নাফরমানী,
দ্বীনের দাওয়াতে করব মোরা জীবন কুরবানী।
ভয় করি না শত্রু-সেনা শয়তান ত্বাগূতের দল,
সঙ্গে মোদের আছেন আল্লাহ, ঈমান মোদের বল।
সংগ্রাম করে অহি-র বিধান কায়েম করে যমীনে,
তাওহীদের ঝাণ্ডা মোরা উড়াব গগনে।

পৃথিবীর নিয়ম

এম.এম যিয়াউর রহমান
কেশবপুর, যশোর।

যে আসে ভাই সেই চলে যায় ফিরে আসে না আর
এই হ'লো ভাই পৃথিবীর নিয়ম রুখবে কে তাঁর?
পথিকের মত পাড়ি দিয়ে যায় থেকে ক্ষণকাল
সত্যই এ যে জগতের নিয়ম দিন-দুনিয়ার হাল।
সারাটি জীবন হিংসা-বিদ্বেষ অসীম বাহাদুরী
জীবনের হিসাব মিলাইনি কভু কত কি-না করি!
আশার সমুদ্রে খেয়েছে জীবন গড়িছে সোনার সংসার
ভুলেও কভু করিনি ফিকির আমার ঠিকানা কোন পার?
শৈশব-কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে উপস্থিত বৃদ্ধকাল
চিন্তা-চেতনা জাগেনি মনে কেমন মৃত্যু হল?
স্বপ্নের নদী দূরে চলে গেছে বিদায় কল্পনার জাল
সবই কিছু ছাড়ি দিতে হবে পাড়ি একি নিষ্ঠুর হাল?
জীবনের যত ছুটাছুটি ভাই আমার আমার বলি
জীবনের যত অর্জিত ফসল রেখে যাচ্ছি চলি।
ধোঁকার এ পৃথিবী মিথ্যা সবই নয় এ আসল বাড়ী
ভাবিনি কখনো ধূসর দিগন্ত যেতে হবে ভাই ছাড়ি।
যে আসে ভাই সেই চলে যায় ফিরে আসে না আর
এই হ'ল ভাই জগতের নিয়ম রুখবে কে তার?
পথিকের মত পাড়ি দিয়ে যায় থেকে ক্ষণকাল
সত্যই এসে জগতের নিয়ম দিন-দুনিয়ার হাল।

ছালাত

আব্দুর রাযযাক
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

ছালাত পড়ে মুসলিম মোরা
কুসুম হয়ে ফুটবো গো,
ক্বিয়ামতে কাওছারের পানি
দু'হস্তে পান করবো গো।
এই জগতে কাঞ্চন মানিক
সব কিছুই নকল,
নির্মল ঈমানে ছালাত পড়ে
জান্নাত করবো দখল।
ছালাত পড়ে জীবন সব
তুলবো মোরা গড়ে।
জীবন শেষে ছালাত সাথী
সবি থাকবে পড়ে।
ছালাত হবে অন্ধ গোরের
নিত্য প্রদীপ সাথী,
ছালাত পড়ে মুমিন হয়ে
কাটাবো দিবা-রাতি।
এমন কিছু নাই দুনিয়ায়
ছালাত সমতুল,
ছালাত চালায় স্রষ্টার পথে
নাইকো তাতে ভুল।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত।
২. সূরা ফাতিহা।
৩. কিছু সময় পর্যন্ত অহি-র অবতরণ বন্ধ হওয়াকে 'ফিতরাতুল অহী' বলে। এর সময়কাল তিন বছর *(ফাতহুল বারী ১/২৭)*।
৪. সূরা মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত *(বুখারী ১/৩)*।
৫. সূরা নাছর ও সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. উন্নত ইলেকট্রনিক যোগাযোগাগ ব্যবস্থা।
২. ইন্টারনেট। ৩. ১৯৬৯ সালে।
৪. মডেম। ৫. টেলিমেডিসিন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. অহী অবতীর্ণের পর রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম কার নিকটে আশ্রয় নিয়েছিলেন?
২. বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন?
৩. মহান আল্লাহ কোন কোন মহিলার নিকট সালাম প্রেরণ করেন?
৪. 'আমুল হুযন' কার সাথে সম্পর্কিত?
৫. অহী নাযিলের পর খাদীজাতুল কুবরা রাসূল (ছাঃ)-কে কি বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধরণ জ্ঞান (ইতিহাস ও ঐতিহ্য)

১. বাংলাদেশে কতটি উপজাতি রয়েছে?
২. বাংলাদেশে কোন উপজাতির সংখ্যা অধিক?
৩. চাকমাদের বসবাস বাংলাদেশের কোন যেলায়?
৪. চাকমাদের প্রধান ধর্ম কি?
৫. চাকমাদের মৃতদেহ কি করা হয়?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার : অদ্য বা'দ আছর দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক 'সোনামণি তা'লীমী বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মারকায) এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, নওশাদ ও মারকায শাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ মার্চ, শুক্রবার : অদ্য বা'দ আছর উত্তর নওদাপাড়া (তালপুকুর পাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আতাউল্লাহ, সহ-পরিচালক যাকারিয়া ও নাজমুস সা'আদত।

আমরা শিরক বিরোধী

ওবায়দুল্লাহ বিন সাইফুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী নই
আমরা শিরক বিরোধী
একথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই।
আমরা দুর্নীতিবাজ নই
আমরা হত্যাকারী নই
নই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী।
আমরা নিরাপত্তা চাই
জান-মালের দেশের সবারই।
আমরা আহ্বানকারী
সকল কল্যাণ কাজে।
ঐ পথে মোরা অর্থ শ্রম
কখনো করবো না ব্যয়,
যে পথ মিথ্যা-বাজে।
আমরা ঐ পথে হব না আগুয়ান
যে পথে আছে শিরক।
তাওহীদের পথে জীবন বিলাতে
আমরা সদা নির্ভীক।

ভোরের ছালাত

কামারুযযামান
তানোর, রাজশাহী।

প্রভুর স্মরণে যেতে মসজিদ পানে সবাই খোল আঁখি
আঁধার গিয়েছে ভোর হয়েছে উঠছে পাখি ডাকি।
মসজিদ মিনারে মধুর সুরে আযান দিয়েছে মুয়াযযিন
ঘুম ছেড়ে ওঠ জলদি ছালাত আদায় কর হে মুমিন!
ওরে গাফেল! তন্দ্রায় বিভোর তুমি এখনও অচেতন?
ভরেছে বিশ্ব যুলমাতে এখনি তুমি হও সচেতন।
আধাঁর রাত শেষ হয়েছে জাগো হে মুসলমান!
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল হাদীছের ফরমান।
দিবা-রাত্রি ছালাত কায়েম কর নাজাত পাবে হাশরে
আল্লাহ পাক খুশী হবেন সুখে থাকবে পরপারে।
ছালাত হ'ল জান্নাতের চাবি আদায় কর জামা'আতে
আল্লাহ পাকের দীদার তবে লাভ করবে জান্নাতে।

***

সালাম

মুহাম্মাদ হাবীবুর
বখশিগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

মুসলিম ভাইয়ের দেখা হ'লে
সালাম দিব আগে
তার পরে বলব কথা
মনে যাহা জাগে।
সালাম অর্থ শান্তি
মনকে করে নরম
সালাম দিতে কোন সময়
করব না ভাই শরম।
ছোট-বড় সবাইকে
দিব মোরা সালাম
সালাম হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র
অমূল্য এক কালাম।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কয়েকটি ব্লগে জঘন্য লেখা প্রকাশ ও দেশব্যাপী নিন্দার ঝড়

সম্প্রতি ঢাকার মীরপুরে রাজীব হায়দার শোভন নামক জনৈক ব্লগারের নিহত হবার পর তার বিরুদ্ধে ব্লগে রাসূল (ছাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অতি জঘন্য লেখা প্রকাশের অভিযোগ উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় এ সকল কুরুচিপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হওয়ায় দেশব্যাপী এই নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবী এবং ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় অব্যাহত রয়েছে। ঐ ব্যক্তি তার ব্লগে গত বছরের জুন মাস থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'মোহাম্মক' (মহা-আহাম্মক), উম্মতে মুহাম্মাদীকে 'উম্মক' (উম্মত+আহাম্মক), মোহরে নবুঅতকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাঁধে খাদীজার পেন্সিল হিল জুতার আঘাতের চিহ্ন ইত্যাদি বলে নিকৃষ্ট প্রচারণা চালাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম, ঈদ মুবারক সহ ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে নোংরা মন্তব্যসমূহ প্রচার করছে।

উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেটে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম ব্লগিং-এর চর্চা শুরু হয় ২০০৬ সালে 'সামহোয়্যার ইন ব্লগ'-এর মাধ্যমে। মুক্ত লেখালেখি ও মতপ্রকাশের জায়গা হিসাবে এই ব্লগগুলি তরুণসমাজে দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু মুক্ত মতপ্রকাশের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর ব্লগার দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র হনন এবং ইসলামী আইন ও বিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাতে থাকে। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ব্লগ এসব অশ্লীলভাষী নাস্তিক ব্লগারদের কেবল সুযোগই দেয়নি; বরং সহযোগিতা করেছে। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদ প্রচারে শীর্ষস্থানীয় সামহোয়্যার ইন ব্লগ, আমার ব্লগ, মুক্তমনা ব্লগ, নাগরিক ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, ধর্মকারী ব্লগ, নবযুগ ব্লগ, সচলায়তন ব্লগ, অগ্নিসেতু ব্লগ ইত্যাদি নামের ব্লগগুলো অনবরত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর মদদে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের পাঁয়তারায় লিপ্ত রয়েছে। এদের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে কোন রহস্যময় কারণে এ পর্যন্ত মিডিয়ায় কিছুই প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে যখন দেশব্যাপী এই নাস্তিক ব্লগারদের অপকীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এবং দেশের সরকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে বরং প্রকারান্তরে তাদের প্রতি নগ্ন পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। ইসলামপন্থী ব্লগ বলে পরিচিত 'সোনার বাংলা' ব্লগকে সরকার তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দিলেও এসকল নাস্তিক্যবাদী ব্লগ ও ওয়েব সাইট এখনও বন্ধ করেনি। এদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পর হ'লেও যে আওয়াজ উঠেছে তা অত্যন্ত যরূরী ছিল। এ আন্দোলনের ফলে সরকার ইতিমধ্যে একটি ইন্টারনেট মনিটরিং সেল গঠন করেছে।

[এসব ব্লগাররা তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে নাস্তিক ও মুরতাদ হয়ে গেছে। ইসলামের বিধান মতে রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দেওয়ার একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। যা সরকার বাস্তবায়ন করবে। অথচ প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশের জন্য রাজীবের বাড়ীতে গেছেন এবং সংসদে তাকে 'শহীদ' হিসাবে ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব তোলা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্লগ বন্ধের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমরা অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ কামনা করছি (স.স.)]

ধর্মহীনতার প্রসারে নব্য ষড়যন্ত্র

মাধ্যমিক ক্লাসের সরকারীভাবে প্রণীত একাধিক বইয়ে অশ্লীল ও ধর্মবিরোধী আলোচনার ছড়াছড়ি

সরকারীভাবে সদ্য প্রণীত মাধ্যমিক শ্রেণীর বইগুলির মধ্যে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির অনুকরণে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যৌন সুড়সুড়িমূলক আলোচনা। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে শিশুদের দেয়া হয়েছে যৌনতার ধারণা। শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয় বইটিতে ছেলে-মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকি শিরোনামের সাথে ছেলেমেয়েরা যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা উল্লেখ করে ২ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, কৌতূহলের বশে বা খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি, অবৈধ ও অনিরাপদ যৌন-আচরণসহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়া বইটির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে কেবল ঋতুস্রাব কথাটিই ১৭ বার এসেছে এবং বীর্যপাত কথাটি ৮ বার। ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যবইতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে ব্লুফিল্ম, পর্ণোগ্রাফি, কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র এবং অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হবে। 'ব্লুফিল্ম', 'পর্ণোগ্রাফি' এবং 'অশ্লীল প্রকাশনা'র মতো নিষিদ্ধ, স্পর্শকাতর বিষয়ের কারণে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকেরা এ বিষয়ে পাঠদান করার সময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।

অন্যদিকে ৯ম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' নামক বইতে লেখা হয়েছে 'দেবদেবী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম'। আল্লাহ্র সাথে দেবদেবীর তুলনা করা কেবল জঘন্য শিরকই নয় বরং এটা স্পষ্টতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম আঘাত। *[১৭ বছর পরে ৫২৫ জন সমমনা লেখকদের দিয়ে লেখানো এবং ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ছাপিয়ে আনা বইসমূহে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষকরা এসব বই বয়কট করুন এবং সরকারকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী দিন (স.স.)]*।

মহানবী (ছাঃ) ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন!

জাতীয় সংসদে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়েছে এবং মদীনার উম্মতের সাথে বাঙ্গালী উম্মতের তুলনা করা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মদীনা রাষ্ট্রের বিরোধিতাকারী বনু কুরায়যার ছয়'শ লোকের কল্লা কেটে দেয়া হয়েছে। এখন আমরা কেন বাঙ্গালী উম্মতের বিরোধিতাকারীদের বিচার করতে পারবো না। পাশাপাশি জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে হাদীছের অপব্যাখ্যাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গত ৪ঠা মার্চ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বামপন্থী নেতা জাসদের কার্যকরী সভাপতি মঈন উদ্দিন খান বাদল ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য নাসিম ওসমান এ কথা বলেন। বাদল বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ধর্মপ্রচারক। তিনি মদীনায় গিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যারা মদীনা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে মদীনা থেকে চলে যেতে বলেছেন। রাসূল যদি ৬০০ বিদ্রোহীর বিচার করতে পারেন, তবে আমি কেন আমার পিতা-মাতা, বোন-ভাই হত্যার বিচার করতে পারবো না। তাহ'লে আমরা কেন বাঙ্গালী উম্মতের বিরোধীতাকারীদের বিচার করতে পারবো না। নাসিম ওসমান বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হ'তে পারে। তবে স্বয়ং ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণ করে। আমরা নাস্তিকদের সমর্থক নই। রাজীব নাস্তিক ছিলেন না। এজন্য আমরা রাজীবের সমর্থক।

[তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রীসভায় দেশের চিহ্নিত নাস্তিকদের স্থান দিয়েছেন। ১৯৯৮-২০০১-এর সময় একজন আলেমকে অন্ততঃ তিনি ধর্মমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। এবারের সরকারে তিনি কাউকে খুঁজে পাননি। এসব বামদের স্পর্ধা এত বেড়ে গিয়েছে যে, তারা এখন রাসূল (ছাঃ) ও দেশের খ্যাতনামা আলেমদের নিয়ে বাজে কথা বলছে। আমরা ঐসব লোকদের ইসলাম সম্পর্কে জেনে কথা বলার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের জানা উচিত, বনু কুরায়যা ইহুদী গোত্র সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। ফলে তাদের অবরোধ করা হয়। অতঃপর তাদের প্রস্তাবমতে তাদেরই সাবেক মিত্র আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ঐ শাস্তি দিয়েছিলেন, রাসূল (ছাঃ) নন। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরী মতবাদ। এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়' (ব্রিটানিকা)। অথচ ইসলামী জীবনব্যবস্থা তাওহীদ,

রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ সরকারকে হেদায়াত দান করুন! (স.স)]।

হরতালে দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ দেড় হাযার কোটি টাকা

হরতালে প্রতিদিন দেশের অর্থনীতিতে দেড় হাযার কোটি টাকারও বেশী ক্ষতি হচ্ছে বলে ধারণা করছেন অর্থনীতিবিদরা। সম্প্রতি ডিসিসিআই থেকে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হরতালে একদিনে ক্ষতি ১৬০০ কোটি টাকা। গবেষণার তথ্য তুলে ধরে ডিসিসিআই সভাপতি আব্দুছ ছবূর খান বলেন, ১৫ দিনের হরতালে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, তা দিয়ে অনায়াসে একটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত বলেন, একদিনের হরতালে সরাসরি আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা। বিজিএমইএ-এর তথ্য মতে, একদিনের হরতালে পোশাকখাতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০ কোটি টাকা। পরিবহন মালিকদের মতে, গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় হরতালের দিন কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়।

প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমানের মৃত্যু

বাংলাদেশের ১৯তম প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান গত ২০শে মার্চ শ্বাসকষ্টজনিত কারণে সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি দায়িত্বরত অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে সজ্জন, মিতবাক ও বিবেকবান ব্যক্তি হিসেবে এবং সর্বজনমান্য রাজনীতিক হিসাবে তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ জিল্লুর রহমান ১৯২৯ সালের ৯ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আইনে স্নাতক ও ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৫৪ সালে আইন পেশায় যোগ দেন।

ঢাকা কলেজে ছাত্র থাকাকালে ১৯৪৬ সালে 'পাকিস্তান' আন্দোলনের পক্ষে গণভোটের প্রচারকালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকা রোজ গার্ডেনে 'আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠাকালে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই থেকে তিনি আমৃত্যু আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৩, '৮৬, '৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৬ আসন থেকে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। '৯৬-এর আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে তিনি এলজিআরডি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। ২০০৮ সালে তিনি সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দিলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে কিছু কিছু বিষয়ের দিকে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন (১) ইসলামী বিধান মতে দ্রুত জানাযা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সেটা হ'ল ৪৮ ঘন্টা পরে (২) জানাযা ব্যতীত মাইয়েতের জন্য অন্য কিছুই করার নেই। অথচ দেখা গেল শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে তাঁর লাশের উপর ফুলের ছড়াছড়ি (৩) মাইয়েতের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মানের নামে গার্ড অব অনার, গান স্যালুট, বিউগলে করুণ সুর বাজানো (৪) অতঃপর দু'মিনিটি নীরবতা পালন করা। (৫) দাফনের সময় ২১ বার তোপধ্বনি (৬) দাফন শেষে দু'বার 'হলি ফায়ার' (৭) জানাযা শেষে পূনরায় দলবদ্ধ মুনাজাত (৮) অতঃপর কবরে বিভিন্ন সংগঠনের পুষ্পস্তবক অর্পণ। (৯) একদিন পরেই আবার দো'আ ও কুলখানির অনুষ্ঠান। ইসলামে এগুলির কোনই অনুমোদন নেই। (১০) আশ্চর্যের বিষয় হ'ল স্বীয় স্ত্রী আইভি রহমানের কবরেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে, যিনি ৯ বছর পূর্বে গ্রেনেড হামলায় মারা গেছেন। যুদ্ধাবস্থায় বা বিশেষ কোন কারণে এক কবরে একাধিক লাশ দাফনের অনুমতি থাকলেও স্বাভাবিক অবস্থায় একাধিক লাশ বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর লাশ এক কবরে দাফন করার কোন বিধান ইসলামে নেই। (১১) এরপর তিনদিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালন ও জাতীয় পতাকা অবনমিত রাখা স্রেফ বিজাতীয়দের অনুকরণ মাত্র। মনে রাখা আবশ্যক যে, মাইয়েত বেঁচে থাকেন তাঁর আদর্শে ও মহান স্মৃতিতে, ছবি-মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে নয়। তাঁর জন্য করণীয় হ'ল স্রেফ দো'আ ও ছাদাক্বা। বাকী সবই বাড়াবাড়ি ও লোক দেখানো কর্ম মাত্র।

তাছাড়া কিছু কিছু মিডিয়া জানাযার এই ইসলামী অনুষ্ঠানকে 'ধর্মনেরপেক্ষ' বানানোর অপচেষ্টা করেছে। যেমন '৭১ টিভি মাননীয় প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে 'ইন্নালিল্লাহ' বলেনি। জানাযার পুরা সময়টা তারা 'প্রয়াত প্রেসিডেন্টের শবযাত্রা' বলেছে। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় 'মরহূম' বলেনি। 'ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট' ও 'সময়' টিভিও এক্ষেত্রে প্রচুর অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া সেক্যুলার মিডিয়াগুলি জানাযার বদলে 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', 'শেষকৃত্য' এবং দো'আ ও মুনাজাতের বদলে 'প্রার্থনা' বলে থাকেন। আমরা এ সবের জোর প্রতিবাদ করছি (স.স.)]

বিদেশ

পোপের নযীরবিহীন পদত্যাগ : নতুন পোপ ফ্রান্সিস

প্রকৃত কারণ ভ্যাটিক্যানের লাম্পট্য ও দুর্নীতি

১২০ কোটি ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের শীর্ষ ধর্মগুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট গত ২৮ ফেব্রুয়ারী পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলা হ'লেও প্রকৃত কারণ নিয়ে নানা গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ভ্যাটিকানে ধারাবাহিক ব্ল্যাক মেইল, ঘুষ-দুর্নীতি এবং গোপন সমকামী যৌন কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর পোপ এ সিদ্ধান্ত নেন। তার পদত্যাগের পর নতুন পোপ নির্বাচনের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাটিক্যানের ১১৫ জন কার্ডিনাল সিস্টিন চ্যাপেলের গোপন সভাকক্ষে ঢুকে বৈঠক শুরু করেন। চারদফা ভোটাভুটির পর ১৩ মার্চ আর্জেন্টিনার হোর্হে মারিও বেরগোগলিও (৭৬) রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৬তম পোপ নির্বাচিত হন। গত ১৩শ' বছরের মধ্যে প্রথম অইউরোপীয় এবং প্রথমবারের মতো লাতিন আমেরিকার কোন ব্যক্তি ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের পোপ নির্বাচিত হ'লেন। সাদাসিধে জীবন যাপনের অধিকারী এই ধর্মীয় নেতা তার প্রথম বক্তব্যে বলেন, 'চার্চ হবে অনাড়ম্বর এবং এর প্রধান লক্ষ্য থাকবে দরিদ্রদের সাহায্য করা।' এখন থেকে তিনি 'ফ্রান্সিস' নামে পরিচিত হবেন।

চীনে ৪০ বছরে ৩৩ কোটি গর্ভপাত

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি গ্রহণের পর গত ৪০ বছরে চীনে প্রায় ৩৩ কোটি গর্ভপাত হয়েছে। চীনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সরকার ১৯৮০ সালে গৃহীত এক সন্তান নীতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নীতি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো এগিয়ে নেবে বলে মনে করছে তারা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৩২ কোটি ৮৯ লাখ গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। এর কিছু দিন আগেই সরকার সন্তান কম নিতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। এসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৮০ সালে কার্যকরী হয় এক সন্তান নীতি। ২০১০ সালের সর্বশেষ আদমশুমারীতে বলা হয়, এক সন্তান নীতি না থাকলে দেশের বর্তমান জনসংখ্যা আরো ৪০ কোটি বেশী থাকত। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৩৫ কোটিরও বেশী।

[কোটি কোটি আদম সন্তানের হত্যাকাণ্ডের জন্য চীনের সরকারকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। আর অদূর ভবিষ্যতে চীন বৃদ্ধদের ভারে অচল রাষ্ট্রে পরিণত হবে (স.স)]

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হুগো শ্যাভেজের মৃত্যু

প্রায় দু'বছর ধরে ক্যানসারে ভোগার পর অবশেষে ভেনিজুয়েলার বিপ্লবী নেতা ও প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ (৫৮) গত ৫ মার্চ মারা গেছেন। ২০১১ সালের মধ্যভাগে শ্যাভেজের দেহে ক্যানসার ধরা পড়ে। চতুর্থবারের মতো অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি কিছুদিন পূর্বে কিউবার হাভানায় যান। কিউবায় ক্যানসারের চিকিৎসা শেষে গত মাসে দেশে ফেরেন শ্যাভেজ এবং রাজধানী কারাকাসের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৪ বছর যাবৎ ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। ২০১২ সালের অক্টোবরে তিনি আরও ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এখন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো। যিনি ছিলেন একসময় বাসচালক। দেশটির সংবিধান অনুযায়ী আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'তে হবে। সদ্য পরলোকগত এই বিপ্লবী নেতা সাধারণ স্কুলশিক্ষকের ঘরে জন্ম নিয়ে অভাবের তাড়নায় শৈশবে চকোলেটও বিক্রি করেছেন। অতঃপর স্বীয় কর্মগুণে দেশকালের ঊর্ধ্বে উঠে পৌঁছে গিয়েছিলেন সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অন্তরে। সিক্ত হয়েছিলেন তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসায়। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো, বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস, ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেযাদ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র। নানা হুঁশিয়ারী ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি আমৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শাসকদের কড়া সমালোচক ছিলেন। অবিরত লড়েছেন তাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে। যা তাকে শোষিত মানুষের অঘোষিত নেতায় পরিণত করেছিল।

মুসলিম জাহান

ইরাকে মার্কিন অভিযানের ১০ বছর পূর্তি

বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের এক ভীতিকর দেশ

ইরাক যুদ্ধের ১০ বছর অতিক্রান্ত হ'ল গত ২০ মার্চ। পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগ এনে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন। অতঃপর ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাঁকে ফাঁসির দড়ি পরানোর সময় যখন ইরাকী মীরজাফররা টিটকারি করে বলেছিল 'জাহান্নামে যাও', অন্তিম মুহূর্তেও অবিচল সাদ্দাম পাল্টা পরিহাস করেন 'কোন জাহান্নাম, যার নাম ইরাক?' মার্কিন আগ্রাসনের ১০ বছর পর ইরাক এখন সত্যিই এক নরকের নাম। যেখানে প্রতি মাসে গড়ে নিহত হচ্ছে তিন শতাধিক বনু আদম। যুদ্ধের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ যুক্তি দিয়েছিলেন, ইরাকে বিপুল পরিমাণ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্র আছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা যায়, সেখানে কোন ধরনের গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্র নেই। বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে কেবল ইরাকের বিশাল তেল সম্পদ দখল করতেই যুক্তরাষ্ট্র এ আক্রমণ করে। দেশটিতে এখনো ৫০ হাযার সেনা মোতায়েন রাখা তারই প্রমাণ।

এই যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ১০ লাখের বেশী। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছে ৮৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও অধিক। যুক্তরাজ্যের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ইউরো। ইরাকের সরকারী সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন আগ্রাসনের পর থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৫ লাখ ইরাকী হতাহত হয়েছেন। ১৪ লাখ নারী হয়েছেন বিধবা। ইয়াতীম হয়েছে ৬০ লাখ শিশু। ২০০৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৮ লাখ ইরাকী নিখোঁজ হয়েছে। ইতিমধ্যে এ সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে সাড়ে চার হাযার সেনা নিহত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন হামলায় ধ্বংস হয়েছে হাযার বছরের মুসলিম ঐতিহ্য। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের থাবায় দেশটি হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। সে ক্ষত সারিয়ে উঠতে চেষ্টা চলছে দেশটিতে। তবে সাদ্দাম হোসেনের সমৃদ্ধ ইরাক আজকের ইরাকবাসীকে হয়তো কল্পনার চোখেই দেখতে হবে বৈকি!

[২০০৩ সালে বাগদাদে নিযুক্ত জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক সংস্থার প্রধান হ্যান্স ব্লিক্স সম্প্রতি স্বীকার করেছেন- ইরাক যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের এক ভয়ংকর ভুল। একইভাবে স্বীকার করেছেন আরও অনেকে। যে ভুলে প্রাণ গিয়েছে ১০ লক্ষাধিক মানুষের। আজও রক্ত ঝরেই চলেছে। অথচ সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, কলিন পাওয়েল, টনি ব্লেয়াররা যুদ্ধাপরাধী নন! কি চমৎকার ন্যায়বিচার! কি চমৎকার গণতন্ত্র! (স.স)]

ধ্বংসের পথে সিরিয়া

বাশার আল-আসাদ আর কত দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন, তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, গৃহযুদ্ধ যে ধীরে ধীরে সিরিয়াকে শেষ করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাশার সরকারের পতন হ'লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। তখন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীপ্রধান, ইসলামপন্থী ও দুর্বৃত্ত চক্র। সিরিয়া হয়তো পরিণত হ'তে পারে এক নতুন সোমালিয়ায়। গোষ্ঠীগুলো সরকারের সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে যে লড়াই চালাচ্ছে, সেটাই বাশার পরবর্তী সিরিয়ার দুরবস্থার জানান দিচ্ছে। পাশাপাশি শিয়া-সুন্নী বিষময় বিরোধ তো ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে মোটামুটি একটি নিরিবিলি জনপদ হিসাবেই পরিচিত ছিল সিরিয়া। একটানা জনবসতি থাকার বিচারে বিশ্বের প্রাচীনতম রাজধানী শহর সে দেশের দামেস্ক নগর। নগরবাসী গর্ব করে বলত, মুসলমান, খ্রীষ্টানসহ অনেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে দামেস্কে। রাজধানীর বিপণি বিতানগুলো গমগম করত ক্রেতার ভিড়ে। মধ্যরাতের পরও রাজপথে চলতে ভয় পেত না একাকী কোন নারী। দেশটি জুড়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনা। তার মধ্যে আছে স্থাপত্যশিল্পের বিচারে অনন্য নিদর্শন বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদ, যাও আজ বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত অন্তত ৭০ হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। হাযার হাযার লোক নিখোঁজ। সরকারের কারাগারে বন্দী দেড় থেকে দুই লাখ। দেশের ভেতরে গৃহহীন হয়ে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে দিন গুজরান করছে ২০ লক্ষাধিক মানুষ। আর সীমান্ত পেরিয়ে বিভিন্ন দেশের মাটিতে চরম দুর্গতির মধ্যে বাস করছে আরও লাখ দশেক সিরীয়।

[ইহুদী-খ্রীষ্টান বিশ্ব এভাবেই একে একে শেষ করে দিচ্ছে মুসলিম বিশ্বকে। অথচ মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা পাশ্চাত্য তোষণে ব্যস্ত। তাদের কি কখনো হুঁশ ফিরবেনা? আল্লাহ তুমি মুসলমানদের রক্ষা কর! (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভাঙা হাড় জোড়া দেবে প্লাস্টিক!

ভাঙা হাড় জোড়া দিতে পারছে নতুন ধরনের এক প্লাস্টিক। ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব সাউদাম্পটনের বিজ্ঞানীরা বানিয়েছেন তিন ধরনের প্লাস্টিকের এক মিশ্রণ, যা নিজে থেকে সেরে উঠতে অক্ষম ভাঙা হাড় জোড়া দিতে পারে। হাড়ের ভাঙা অংশের ওপর আবরণের মতো করে ব্যবহার করা হয় প্লাস্টিকের মিশ্রণটি। এর মধ্যেই গবেষণাগারে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নিজেই সেরে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না, হাড়ের এমন ভাঙা অংশে প্লাস্টিকের আবরণটি ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। এরপর চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠে ভাঙা হাড়গুলো। মানুষের ক্ষেত্রেও একই রকম কাজ করতে পারবে প্লাস্টিকের মিশ্রণটি। সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত ব্যক্তিদের ভাঙা হাড় জোড়া দিতে এই প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা।

পৃথিবীকে বদলে দেবে ন্যানো বাতি

টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গ্রাজুয়েট উদ্ভাবন করেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ন্যানো বাতি। এটি মাত্র ১২ ওয়াট ক্ষমতা ব্যবহার করে ১০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বাতির সমান ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে পারবে। আগামী জুলাই নাগাদ এই বাতি বাজারজাত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে তারা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩

রাজশাহী ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৩তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় হরতাল সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হন।

এবারের তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন আকস্মিক হরতাল এবং দেশের বিরাজমান সংকটময় পরিস্থিতির কারণে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল বিগত বছরগুলির তুলনায় কম। বাইরের যেলাগুলোর মধ্যে কেবল কুমিল্লা, পঞ্চগড় ও ফরিদপুর থেকে রিজার্ভ বাসগুলো সময় মত উপস্থিত হ'তে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি যেলা থেকে অল্প কিছু গাড়ী আসলেও সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নরসিংদী, পাবনা, দিনাজপুর সহ অধিকাংশ যেলা থেকে কোন গাড়ীই আসতে পারেনি। তারপরও ট্রেনে ও বিভিন্ন যানবাহনে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক মানুষ ইজতেমায় শরীক হন।

১ম দিন বাদ আছর (৪-১৫ মিঃ) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণ :

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত জনগণকে তাক্বওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন, তাক্বওয়াই হ'ল জান্নাতে প্রবেশের প্রধানতম শর্ত। মানুষের আমল যত সুন্দরই হোক না কেন, যদি তাতে আল্লাহভীতি না থাকে, তবে তার জন্য জান্নাত নেই। সুতরাং নিজের আমল নিয়ে কখনও কেউ যেন অহংকারী হয়ে না উঠে, বরং যতটুকু আমলই আমরা করি তা যেন সর্বদা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য হয়। এটাই হ'তে হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর যদি ভিতরে হিংসা, অহংকার, রিয়া ঢুকে পড়ে, তবে সে আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কখনই লাভ করা যাবে না। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেশ পরিচালনা করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধান মোতাবেক, সেটাই সত্য, সেটাই সুন্দর। এর বাইরে আর যা কিছু আছে সবই মিথ্যা, সবই অসুন্দর। সাথে সাথে আলেম-ওলামার উপর যুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি ইজতেমা ময়দানে প্রতি মুহূর্তে নেকী অর্জনের নিয়ত রাখা ও ইজতেমার পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর আল্লাহর নামে দু'দিনব্যাপী ২৩তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা-র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), তাবলীগ সম্পাদক হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (সাতক্ষীরা), সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী (নাটোর), পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা), যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন (যশোর), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম মাদানী (রাজশাহী), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী) ও মাকবুল হুসাইন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) প্রমুখ।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আবদুল আলীম, আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

১ম দিনের ভাষণ :

উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রথম দিন বাদ এশা রাত ৯-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাওহীদে ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, তাওহীদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটি হ'ল বিপ্লবের এক মহামন্ত্র। আবু জাহলদের মধ্যেও তাওহীদ ছিল। কিন্তু তারা মুসলমান ছিল না। কেননা তাদের তাওহীদে আল্লাহর স্বীকৃতি ছিল বটে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ছিল না। আর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তাওহীদের মধ্যে আল্লাহর স্বীকৃতিও ছিল, আনুগত্যও ছিল। অথচ আজ মুসলিম জাতির অবস্থা হ'ল, আমরা আল্লাহর প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছি বটে কিন্তু তাঁর আনুগত্য করি না। এটা ইসলাম নয়। কেবল 'নারায়ে তাকবীর'

বললেই মুসলমান হওয়া যায় না। তিনি বলেন, ১৯৯৪ সালের ২৯শে জুলাইতে কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আয়োজিত মহাসমাবেশে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'যুবসংঘ' ২৬টি বাস নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। সেদিন ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে মাত্র ২ মিনিট ১০ সেকেণ্ডের ভাষণে আমাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ বের করে নিয়েছিলেন, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এই ধ্বনি যেদিন বাংলার ঘরে ঘরে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র ধ্বনিত হবে, সেদিন বাংলার শাসন-সংবিধানে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা চাই আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সর্বক্ষেত্রেই আমাদের দাসত্ব এবং আনুগত্য হবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য, কোন মানুষের জন্য নয়। যারা আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানে কিন্তু আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে দাসত্ব করে শয়তানের, তাদের তাওহীদ হ'ল আবু জাহলদের তাওহীদের ন্যায়। অতএব প্রকৃত মুসলিম হ'তে হ'লে চাই তাওহীদে ইবাদত, চাই সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র প্রতি নিরংকুশ আত্মসমর্পণ। তিনি বর্তমানে ইসলামী নেতাদের উপর সরকারী যুলুম-নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, ইসলাম আমাদের সকলের হৃদয়ের ধন। ইসলামের একজন খাদেমের উপর কেউ হামলা করলে প্রত্যেক খাদেমের অন্তরে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। আমরা অবিলম্বে সরকারকে এই যুলুম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

জুম'আর খুৎবা :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমা প্যাণ্ডেলে জুম'আর খুৎবা দেন ও ইমামতি করেন। খুৎবায় তিনি আখেরাতের সফলতা লাভের জন্য করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই সময় পূরা প্যাণ্ডেল ভরে যায়।

২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন রাত ১০-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রিসালাতের মর্যাদা ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মহব্বত পোষণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাওহীদ ও রিসালাতের চূড়ান্ত বার্তা নিয়ে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ আমরা পেয়েছি তাঁর মাধ্যমেই। সুতরাং সেই রাসূলকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তাঁর প্রতিই যদি অশ্রদ্ধা পোষণ করা হয়, তবে তাওহীদ ও সুন্নাতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই সবকিছুর মূল হ'ল রিসালত। আর সে কারণেই রাসূল (ছাঃ)-কে দুনিয়ার সকল ব্যক্তি ও বস্তুর উপর স্থান দেয়া এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। একজন মুসলমান কখনই প্রিয় নবীর অপমান সহ্য করতে পারে না। যুগে যুগে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত মুসলিম উম্মাহ প্রদর্শন করেছে, পৃথিবীর বুকে তার দ্বিতীয় কোন তুলনা নেই। তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণকারী কাফির, মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা সেদিন ইসলামকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করত এবং তাঁর রিসালাতের প্রতি বিদ্রূপ করে বলত 'মুযাম্মাম', আর আজ নাস্তিক-মুরতাদরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'মুহাম্মাক' (মহা+আহম্মক) বলে বিদ্রূপ করছে। ইসলামী শরী'আতের বিধানমতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতাদের একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। অথচ আজ ৯০% মুসলিমের বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে এই নাস্তিকদেরকে 'শহীদ' হিসাবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে, এটা কখনই মেনে নেয়া যায় না। আমাদের পরিস্কার বক্তব্য, রাসূল (ছাঃ)-কে কটুক্তিকারীদের সাথে কোন আপোষ নেই। তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে আয়োজিত তথাকথিত 'শাহবাগ আন্দোলন'কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আন্দোলনের নামে এই বেলেল্লাপনা, এই রাজনৈতিক নাটক অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে যে নির্যাতন বর্তমানে চালানো হচ্ছে, রাজনৈতিক বিরোধকে পুঁজি করে তাঁদেরকে যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর পায়তারা চলছে তার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, একজন আলেমকে ফাঁসি দেয়া মানে একটি জাতিকে ফাঁসি দেয়া। তাই কোন আলেমের অপমান সহ্য করা হবে না। তিনি বলেন, তিনদিকে 'কুফরিস্তান' পরিবেষ্টিত এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হ'লেন এদেশের আলেম সমাজ। তিনি দেশের এই ক্রান্তিকালে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি এদেশের বুকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় কামনা করে সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন এবং নাস্তিক ও মুরতাদ অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রস্তাবনা সমূহ :

আমীরে জামা'আতের ভাষণের পরেই সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করেন-

১। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন, শাসন ও অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

২। শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারী ও অমর্যাদাকারী নাস্তিক ব্লগার ও তাদের দোসরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত মর্মে জাতীয় সংসদে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৪। আলেম-ওলামার উপর যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করে দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রাণীর ছবি টাঙ্গানো এবং শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

৬। সর্বস্তরে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৭। দেশের শান্তিপ্রিয় মুসলিম জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী শাহবাগের কথিত 'প্রজন্ম চত্বর' অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

ওলামা ও যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বেলা সাড়ে ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যুবসমাজকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হ'তে হবে। ইসলাম ও কুফর উভয়ের মিশ্রণে যে জীবনব্যবস্থা আজ সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আজ মানুষ বেতনবৃদ্ধির জন্য মিছিল করে, কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে অনশন করে, অথচ কখনও সূদ নিষিদ্ধ করার জন্য রাস্তায় নামে না, মিছিল হয় না, হরতাল হয় না। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে কোথায় চলেছ তোমরা? মুক্তিযুদ্ধ কর জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য, জান্নাত হারানোর জন্য যুদ্ধ করো না। এটাই হ'ল আসল মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের জন্যই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সৃষ্টি। তিনি মুসলিম জাতির স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আজও সেই মদীনা আছে, ফিলিস্তীন আছে, মাদায়েন আছে, কিন্তু সেই আমানতদার, নিখাদ জান্নাতপিয়াসী খাঁটি মানুষগুলো আর নেই। খেজুর পাতার চাল আর খেজুর গাছেরগুড়ি দিয়ে তৈরী যে মসজিদে নববী থেকে একদিন বিপ্লবের বাণী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই মসজিদে নববী আজ মর্মর পাথর আর এসি দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বটে। কিন্তু সেখানে আর আবুবকর, ওমর তৈরী হয় না। তাই আমরা বিশাল বিশাল বিল্ডিং তৈরী করতে চাই না, কেবল একজন মানুষের মত মানুষ তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব যুবকদের কাছে আমাদের দাবী রইল, তোমরা যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, সব জায়গায় তোমরা হবে সংস্কারক। তবেই তোমাদের জন্য জান্নাত অপেক্ষা করবে। আলেম সমাজকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আলেম সমাজ আজ ইলমের অহংকার করতে গিয়ে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছেন। নিজের যিদকে বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা সমাজকে বিভক্ত করে ফেলেছেন। এটা কখনই কাম্য নয়। দ্বীনকে বিজয়ী করতে হ'লে তাদেরকে অবশ্যই এই হঠকারী নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কেবল বক্তা হ'লেই চলবে না, সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনে একজন যোগ্য মুজাহিদ হিসাবে আলেমদেরকে ময়দানে নামতে হবে। এককভাবে ফেরেশতা হয়ে জান্নাতের পথ খুঁজলে হবে না, জামা'আতবদ্ধ হয়ে সকলকে নিয়েই জান্নাতে প্রবেশের সংকল্প করতে হবে। বাতিলপন্থীরা বাতিল প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হবে, আর হকপন্থীরা বিভক্ত হবে? এটা কখনই হ'তে পারে না। তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্য আলেম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিপুল সংখ্যক যুবক ও সুধীমণ্ডলী এই প্রাণবন্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে অতিথিমণ্ডলী এবং সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদেরকে সদ্য প্রকাশিত 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১ স্মারকগ্রন্থ ও সিডি উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বেলা ১০-টায় মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে মহিলাদের জন্য নির্মিত পৃথক প্যাণ্ডেলে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন্নেছার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

এবারই প্রথম মত ইজতেমায় উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ৮-টা থেকে বেলা সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত ২ ঘণ্টাব্যাপী এই আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও মুযাফফর বিন মুহসিন।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ : গতবারের মত এবারও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থের উপর সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী পাঁচজন হ'ল যথাক্রমে হায়দার আলী (মেহেরপুর), শাহীন রেযা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), হারূণুর রশীদ (ঝিনাইদহ), মুছ'আব ভুঁইয়া (কুমিল্লা) ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (গাইবান্ধা)। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে আবু সাঈদ (রাজশাহী), সাখাওয়াত হোসাইন (রাজশাহী), আসাদুয্যামান (গাইবান্ধা), আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও নাজমুল আহসান (সাতক্ষীরা)। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সেক্রেটারী জেনারেল।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

৩য় দিন শনিবার ফজরের জামা'আতে ইমামতি শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন এবং তিনি সবাইকে ছহী-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার প্রার্থনা করে মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিদায়কালে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আবেগভরা মনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে বিদায়ী দো'আ নিয়ে যান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : মানত করার হুকুম কি? জনৈকা মহিলা সন্তান সুস্থ হলে জানের ছাদাক্বা দিবেন বলে মানত করেছিলেন। তার সন্তান সুস্থ হয়েছে। এক্ষণে তিনি কিভাবে উক্ত মানত পূরণ করবেন?

-মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : মানত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানত করো না। মানত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারেনা। এটি কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু অংশ বের করে আনে মাত্র' *(বুখারী হা/৬৬০৮, মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৪২৬)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোন মানত নেই। যদি কেউ কোন অন্যায় কাজের মানত করে, তবে তা পূরণ করতে হবে না এবং যদি কেউ এমন মানত করে যা তার সাধ্যের অতীত, তাহ'লে তা পূরণ করা আবশ্যক নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ মানত করে যে, আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, বসবো না, ছায়ায় যাবো না ও ছিয়াম রাখবো। সে যেন বসে ও ছায়ায় যায় এবং ছিয়াম পূর্ণ করে' *(বুখারী, মুসলিম হা/৩৪৩০)*। আর মানত ভঙ্গের কাফফারা হ'ল শপথভঙ্গের কাফফারার ন্যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৩৪২৯)*। আর তা হ'ল- দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একজন (মুমিন) ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা তিনদিন (একটানা) ছিয়াম রাখা *(মায়েদাহ ৮৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজের মানত করে, তবে সে যেন তা পূর্ণ করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। অনুরূপ মানত পূর্ণ করার আগেই মৃত্যু হয়ে গেলে তার ওয়ারিছগণ তা পূরণ করবে (যদি তিনি সম্পদ রেখে যান)' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৪৩৩-৩৪)*।

আলোচ্য প্রশ্নে মনে রাখতে হবে যে, সন্তান আল্লাহ্র রহমতে সুস্থ হয়েছে, মানতের কারণে নয়। কিন্তু তিনি নেকীর কাজে মানত করছেন, তাই তাকে অবশ্যই তা পূর্ণ করতে হবে। তিনি তার নিয়ত অনুযায়ী ছাদাক্বা দিবেন। যেটা তার সাধ্যে কুলায়। তিনি কোন অভাবগ্রস্ত ঈমানদার নারী বা পুরুষকে অন্ন, বস্ত্র বা অর্থ দান করতে পারেন। কোন হালাল পশু যবহ করে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন। তবে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র নিয়ত করলে অবশ্যই এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিবেন, যারা স্রেফ আল্লাহ্র ওয়াস্তে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নইলে ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দান করলে স্থায়ী পাপের কাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে এবং পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : চাচা ও ভাতিজীর মাঝে বিবাহ জায়েয কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : আপন ভাতিজীকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আপন ভাইয়ের মেয়ে (আপন ভাতিজী)-কে বিবাহ করা হারাম করেছেন *(নিসা ২৩)*। তবে চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : মাগরিবের ছালাতের ন্যায় তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাতের ৩য় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-জালাল, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর আদায় করো না' *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫, সনদ ছহীহ)*। চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন *(মির'আত ৪/২৫৯)*। তিন রাক'আত বিতর একটানা এক সালামে পড়াই উত্তম *(হাকেম ১/৩০৪)*। সেখানে যেহেতু মাঝখানে কোন বৈঠক নেই, সেহেতু তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে না *(বিঃদ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : স্ত্রীকে চাকুরী করার অনুমতি দেওয়া যাবে কি? তার অর্জিত অর্থ স্বামী গ্রহণ করতে পারবে কি?

-নাঈম হোসাইন
ফকিরপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীদেরকে চাকুরীর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) জীবিকার জন্য কাজ করতে বাধ্য হলে (২) কাজটি পুরুষদের সাথে মিলিতভাবে না হলে (৩) বাড়ির মধ্যেই করা যায় এরূপ কোন কাজ না পাওয়া গেলে (৪) সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা সম্ভব হলে (৫) কাজটা ইসলাম বিরোধী না হলে (৬) কাজটি মহিলাদের কাজের উপযোগী হলে (৭) স্বামী, সন্তান এবং গৃহের ব্যাপারে অবহেলা সৃষ্টি না হলে (৮) কর্মক্ষেত্র যদি সফরের পর্যায়ে পড়ে, তাহলে মাহরাম সাথে থাকলে। উপরোক্ত শর্তাবলী পুরণ করা সাপেক্ষে মহিলাদেরকে চাকুরীর অনুমতি দেওয়া যাবে এবং প্রয়োজনে তার অর্জিত অর্থ গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : আমি একজন সরকারী কর্মচারী। প্রতিমাসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে অর্থ আমার বেতন থেকে কর্তন করা হয় তার বিপরীতে প্রদত্ত সূদ গ্রহণ না করে মূল টাকা নিলে কোন পাপ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মিরপুর-১০, ঢাকা।

উত্তর : সূদ গ্রহণ না করে মূল টাকা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। বরং সমুদয় অর্থ উত্তোলন করে সূদের অংশটুকু নেকীর আশা ব্যতীত দান করে দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : সূরাতুল মুল্‌ক পাঠের কোন বিশেষ ফযীলত আছে কি?

মীযান, সঊদী আরব।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা মুল্‌ককে কবরের আযাব প্রতিরোধকারী বলে অভিহিত করেছেন *(হাকেম হা/৩৮৩৯, ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৩; ছহীহাহ হা/১১৪০)*। তিনি বলেন, উক্ত সূরা তার তেলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে এবং তাকে ক্ষমা করা হবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৬; মিশকাত হা/২১৫৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি সূরা সাজদাহ ও মুল্‌ক না পড়ে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/২৮৯২, মিশকাত হা/২১৫৫)*। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কারু আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না বা জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না, এমনকি আমাকেও না, আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত। অতএব তোমরা (আমলে) মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭২)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : সূরা বাক্বারাহর শেষ আয়াত পাঠের পর জোরে আমীন বলার কোন দলীল আছে কি? ছালাতের মধ্যে ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই কি আয়াতের জবাব দিতে হবে?

-জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এ ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা যঈফ *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৮০৬২, ইবনু জারীর হা/৬৫৪১, ইবনু কাছীর ১/৭৩৮)*। যে সকল আয়াতের জবাব দানের বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, সেসব আয়াতের জবাব ইমাম-মুক্তাদী উভয়েরই দেওয়া উচিত। মিশকাত-এর ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ছালাতের মধ্যে হৌক বা বাইরে হৌক, পাঠকারীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। যা বর্ণিত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সেকারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় *(মির'আত ৩/১৭৫; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫০-১৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : রুকূর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ 'সাকতা' করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে কি? যদি না যায় তবে তা কখন পড়তে হবে?

যাকারিয়া, মেহেরপুর।

উত্তর : এ স্থানে সাকতা করার বিধান সম্বলিত হাদীছটি যঈফ *(দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫ যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৭৭-৭৮০)*। সুতরাং তা আমলযোগ্য নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ المامو- 'জমহূর বিদ্বানগণ এটা মুস্তাহাব মনে করেন না যে, ইমাম চুপ থাকুন, যাতে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়তে পারে' *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমু'আ ফাতাওয়া ২২/৩৩৯)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, 'উপরোক্ত কথার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমামের চুপ থাকার এবং সেই সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের কোন দলীল নেই। যেমন পরবর্তীকালে কেউ কেউ বলে থাকেন' *(আলবানী, মিশকাত হা/৮১৮-এর টীকা-৪)*।

এক্ষণে সূরা ফাতিহা কখন পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِهَا 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*। রাবী ও ছাহাবীর এধরনের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পরে অন্য কারু বক্তব্য তালাশ করা মুমিনের কর্তব্য নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ জুলাই ২০০৪, প্রশ্ন নং ৪০/৪০০)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : দাঁড়িয়ে পেশাব করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আযীযুল ইসলাম
মালে, মালদ্বীপ।

উত্তর : বসে পেশাব করাই শরী'আতের বিধান। একান্ত অসুবিধায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। তবে যেন পেশাবের ছিটা দেহে না লাগে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)* এবং নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি গোত্রের ডাষ্টবিনে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল ওযর বশতঃ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ছালাতরত অবস্থায় ইমামের ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে ইমামসহ মুক্তাদীদের করণীয় কি? বিশেষতঃ শেষ তাশাহহুদে হলে করণীয় কি?

-রকীবুল ইসলাম
ওয়ার্টসিলা বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ইমাম ছালাত ছেড়ে দিবেন এবং মুছল্লীদের মধ্যে কাউকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিবেন। অতঃপর তার নেতৃত্বে বাকী মুছল্লীরা ছালাত শেষ করবে। ওমর (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে এমনটিই করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৭০০)*। আর শেষ তাশাহহুদে এরূপ ঘটলে নিকটস্থ একজন মুক্তাদীকে সালাম ফিরানোর জন্য বলে দিয়ে তিনি বের হয়ে যাবেন *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৪/৩৫)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : সন্তান মাতার কবরের পাশে গিয়ে ৪১ দিন সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে কবরের আযাব মাফ করে দেওয়া হয়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-সিরাজুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এছাড়া মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীছটিও 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২২)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : ছূফীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। এদের আক্বীদা পোষণকারী ইমামদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সায়ফুদ্দীন খালেদ, পটুয়াখালী।

উত্তর : হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে মা'রেফাতের নামে ছূফীবাদের সূচনা হয়। ছূফী আরবী 'ছুফ' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ পশম। ছূফীরা তাদের বৈরাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ পশমের কাপড় পরতো বলেই সম্ভবতঃ এই নামে পরিচিত হয়েছেন। সর্বপ্রথম ইরাকের বছরা নগরীতে যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা শুরু হয়। প্রবল আল্লাহভীতি ও দুনিয়াত্যাগের বাড়াবাড়ি, সার্বক্ষণিক যিকর, আযাবের আয়াত পাঠে বা শুনে অজ্ঞান হওয়া বা মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ছূফীবাদের যাত্রা শুরু হয়। ছূফীবাদের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'হাল' বলে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছূফী শব্দের সাথে কেউ পরিচিত ছিলেন না। বরং রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের তিনটি স্বর্ণযুগের পরে (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) এই প্রথা চালু হয়। যখন অতি পরহেযগারীর নামে এগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে , তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণ এসবের তীব্র প্রতিবাদ করেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৬)*। পরবর্তীতে এই ছূফীবাদী ধ্যান-ধারণা বিজাতীয় নানা মরমীবাদী দর্শনের সংস্পর্শে এসে বিবিধ শিরকী আক্বীদা ও বিদআতী রীতি-নীতির নোংরা গরলে নিমজ্জিত হয় এবং ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-আমল থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তাদের আক্বীদাকে তিনটি মাযহাবে ভাগ করা যায়।

১- প্রাচ্য দর্শনভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট থেকে এসেছে। এই মাযহাবের অনুসারী ছূফীরা মা'রেফাত হাছিল করার জন্য দেহকে চরমভাবে কষ্ট দিয়ে স্বীয় ক্বলবকে তাদের ধারণা মতে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টা করে থাকে। প্রায় সকল ছূফীই এরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

২- খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে 'নররূপী নারায়ণ'। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী *(মৃঃ ২৬১ হিঃ)* ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা। এই মাযহাবের অন্যতম নেতা হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ *(মৃঃ ৩০৯ হিঃ)* নিজেকে সরাসরি আল্লাহ (আনাল হক্ব) বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

৩- ইত্তেহাদ বা ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা 'হুলূল'-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অস্তিত্ব জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবকিছু একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (আঃ) -এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব, মানষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে মুমিন আল্লাহর নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভূ বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে চালু এই সব কুফরী আক্বীদার ছূফী সম্রাট হ'লেন সিরিয়ার মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ)। বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যপকভাবে প্রচলিত। এদের দর্শন হ'ল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে'। বলা বাহুল্য 'ফানাফিল্লাহ'-র উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্বীদাই বর্তমানে চালু আছে।

সর্বোপরি ইসলামী আক্বীদার সাথে মা'রেফাতের নামে প্রচলিত ছূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও ছূফীদর্শন সরাসরি সংঘর্ষশীল। ছূফীবাদের ভিত্তি হ'ল আউলিয়াদের কাশ্ফ, স্বপ্ন, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েয ইত্যাদির উপরে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ'ল আল্লাহর প্রেরিত 'অহি' পবিত্র

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। ছূফীদের আবিস্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কপোলকল্পিত। এর সাথে কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা, ক্বিয়াসে ছহীহ কোন কিছুরই দূরতম সম্পর্ক নেই। ছূফীদের ইমারত খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ-এর উপরে দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে *(হাদীদ ২৭)*। *(দ্রঃ দরসে কুরআন, মা'রেফতে দ্বীন, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯)*।

ছূফীদের মধ্যে যারা হুলূল ও ইত্তেহাদ তথা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা পোষণ করে এবং সেমতে আমল করে, যা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত সেসব ইমামের পিছনে জেনেশুনে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : আমি ওয়ারিছ সূত্রে কোন সম্পদ পাইনি। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ১টি বাড়ী ও সামান্য জমি ক্রয় করেছি। আমার তিনটি মেয়ে রয়েছে। কোন পুত্র সন্তান নেই। এক্ষণে আমার মৃত্যুর পর আমার ভাই বা তার ছেলেরা এতে কোন অংশ পাবে কি?

-আব্দুল হাকীম
গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মৃতব্যক্তির সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার স্ত্রী পাবে আটভাগের একভাগ এবং একাধিক মেয়ে থাকলে তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর এক মেয়ে থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ ভাইয়েরা পাবে এবং ভাইয়েরা মারা গেলে তাদের ছেলেরা পাবে *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : যৌতুক না দেওয়ায় মেয়ের বিবাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এক্ষণে নিরুপায় অবস্থায় যৌতুক প্রদান জায়েয হবে কি?

-ইসমাঈল হোসেন
ধুকুরিয়া সদর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশীমনে (অফেরতযোগ্য) মোহরানা প্রদান কর' *(নিসা ৪)*। এটি ফরয *(নিসা ২৪-২৫)*। এর সরাসরি বিপরীত হ'ল স্ত্রীর নিকট হ'তে যৌতুক নেওয়া। যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। প্রকৃত মুসলমান ছেলেদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এ ধরনের পাপের সাথে কোন অবস্থায় জড়িত হওয়া যাবে না। বরং এর গণ্ডী থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল, আল্লাহকে ভয় করা। তিনি অবশ্যই একটি পথ বের করে দিবেন *(তালাক ১)*। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদেরকে একটি পথ বের করে দেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ২-৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : পিতা-মাতার কথা মনে আসলে তাদের জন্য আমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি। এরূপ আমল শরী'আতসম্মত কি?

-আনছার আলী
মঙ্গলপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এটি শরী'আতসম্মত নয়। বরং তাদের জন্য দো'আ ও ছাদাক্বা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : কোন্ স্থানে (যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, সংগঠন) দান করলে সর্বাধিক নেকী অর্জিত হয়? অন্যদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে দান করলে গোপন দানের নেকী অর্জিত হবে কি? মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের নামে দান করলে মৃতব্যক্তিসহ দানকারীর কোন নেকী হবে কি?

-অধ্যাপক মহসিন আলী
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণ ছাদাক্বার চেয়ে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ অধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা মৃতব্যক্তি যে তিনটি মাধ্যমে নেকী পেতে থাকে, তার মধ্যে ছাদাক্বায়ে জারিয়া অন্যতম। প্রশ্নে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিই ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত *(মুসলিম; মিশকাত হা/২০৩)*। অতএব যখন যে ক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে ক্ষেত্রে দান করাটাই বেশী নেকীর কাজ। গোপনে দান করা বেশী উত্তম *(বাক্বারাহ ২/২৭১; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*। তবে অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য এখলাছের সাথে প্রকাশ্যে দান করলে এবং এ কারণে উৎসাহিত হয়ে অন্যরা দান করলে উৎসাহদানকারী ব্যক্তি অন্যদের দানের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ *(আবুদাঊদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬৭১; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯-১০)*। মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য দান করা যায়। এতে মৃত ব্যক্তি এবং দাতা উভয়েই নেকী পাবেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : কুরবানীর উদ্দেশ্যে ছাগল ক্রয়ের পর কারণবশতঃ তা বিক্রয় করে উক্ত অর্থ অন্য কাজে লাগানো যাবে কি?

-আবুল কালাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কুরবানীর নিয়তে ক্রয়কৃত পশুর চেয়ে আরো ভালো পশু কুরবানী করার উদ্দেশ্যে অথবা দারিদ্র্যের কারণে পরিবারের খাবার জুটছে না কিংবা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে বিক্রি করা যাবে। তবে পরবর্তীতে সামর্থ্যবান হলে কুরবানী করবে *(উছায়মীন, আহকামুল উযহিয়া ওয়ায যাকাত)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : সমাজের দু'টি গোত্র অহংকারবশতঃ সমাজ ত্যাগ করে আমার গৃহের সম্মুখেই একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছে। এমতাবস্থায় আমি সেখানে ছালাত আদায় না করে সামান্য দূরে অন্য একটি মসজিদে ছালাত আদায় করি। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-রফীকুল ইসলাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : অহংকারবশত মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকলে সে মসজিদ তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারণে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না এবং ঐ মসজিদ যিরার মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে *(তওবা ১০৭-১০৮)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : নাভির নীচের লোম না কাটলে ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না মর্মে প্রচলিত কথাটি কি সঠিক?

-মঈনুদ্দীন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইবাদত কবুল হয় না মর্মে কথাটি ভিত্তিহীন। তবে চল্লিশ দিনের মধ্যে ছাফ করা রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হ/৪৪২২)*। নির্ধারিত সময়সীমা হওয়ায় এটা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা জায়েয নয় *(নায়লুল আওত্বার ১/১৪৩)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : জনৈক ব্যক্তি সমাজে অনেক শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ঘটিয়েছে এবং মানুষ তা আমল করে চলেছে। পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি কি সমাজের লোকদের পাপের অংশ পেতে থাকবে? এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় কি?

-আব্দুল্লাহ, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : শিরক ও বিদ'আত আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ। শর্তানুযায়ী তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন *(যুমার ৫৩)*। তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে *(মুহাম্মাদ ৩২)*। তার তওবা স্পষ্ট করে দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রচার করতে হবে। এভাবে তওবা করার করলে সে আর অন্যের পাপের অংশীদার হবে না।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : কোন কোন সাবান কোম্পানী শূকরের চর্বিকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে। জেনেশুনে উক্ত সাবান ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-আল-মামূন ছানী
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : শূকরের চর্বি হারাম। তাই তা সাবানে ব্যবহার করা হারাম। ছাহাবীগণ শূকরের চর্বি দুনিয়াবী প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) তা ব্যবহার করা হারাম ঘোষণা করে বলেন, قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَـــهُ 'আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন! যখন আল্লাহ তাদের উপর শূকরের চর্বি খাওয়া হারাম করলেন, তখন তারা তা আগুনে জ্বালিয়ে তরল করল। অতঃপর তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করতে থাকল' *(বুখারী হা/২২৩৬, মুসলিম হা/১৫৮১, মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : ফজরের সামান্য পূর্বে স্বপ্নদোষ হওয়ার পর কোন কারণে গোসল করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না গোসলের পর ক্বাযা হিসাবে ছালাত আদায় করবে? গোসলের ফলে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা থাকলে সে অবস্থায় করণীয় কি?

-শফিউল্লাহ, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে *(মায়েদাহ ৬)*। স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হ'তে হবে *(আবূদাঊদ হা/৩৩৪ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : কোন ব্যক্তি কিছু দান করতে চেয়ে দান না করেই মারা গেলে তা পূরণ করা ওয়ারিছদের উপর আবশ্যক কি?

-মা'ছূম, রাজশাহী।

উত্তর : ওয়ারিছদের উক্ত ইচ্ছা পূরণ করা উচিৎ, তবে আবশ্যক নয় *(নাসাঈ হা/৩৬৪৯)*। কেননা তা অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার ছেড়ে যাওয়া সম্পদ থেকে তা দান করে বাকী সম্পদ বন্টন করতে পারে অথবা ওয়ারিছগণ নিজেদের পক্ষ থেকেও উক্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী না হ'লে সে কি স্থায়ী না অস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-ফারূকুদ্দীন, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানকে অগ্রাহ্য করলে অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে। অনেক বিদ'আতী আমল ও আক্বীদা আছে যেগুলো বড় শিরক এবং বড় কুফরীর পর্যায়ে পড়ে, ফলে কারো নিকট হক পৌঁছার পরেও সে ধরনের আক্বীদায় বিশ্বাসী হলে তার আমল বরবাদ হবে *(মুহাম্মাদ ৩২)*। এই ধরনের লোকেরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে *(বাক্বারাহ ১৫৯-৬৩)*। যেমন আল্লাহ্ নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান, রাসূল (ছাঃ) নূরের নবী, মাটি থেকে সৃষ্টি নন, সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ, অলীরা গায়েব জানেন এরূপ বিশ্বাস রাখা ইত্যাদি। তবে আক্বীদা বিশুদ্ধ থাকলে কবীরা গোনাহগার মুমিন অস্থায়ী জাহান্নামী হবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত ক্রমে একসময় আল্লাহ্র রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৫৯৮; বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৪)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : যেহেতু জিন ও ইনসান উভয়কেই সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য। এক্ষণে উভয় জাতিই কি শয়তানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়?

-দিদার বখ্শ, রাজশাহী।

উত্তর : জিনরাও শয়তান দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। কারণ তাদের মধ্যেও মুমিন ও ফাসেক রয়েছে *(জিন ১৪-১৫)*। আর ইবলীস আল্লাহর সব বান্দাকেই পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে *(নিসা ১১৮)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি পালন সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি পালন করা নিষিদ্ধ। কারণ প্রথমতঃ সব ধরনের দিবস পালন

বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। যা নিষিদ্ধ *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১, তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। দ্বিতীয়তঃ এসব কিছুর আয়োজনের দ্বারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। আল্লাহ বলেন, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই *(বনী ইসরাঈল ২৭)*। তৃতীয়তঃ এসব অনুষ্ঠান সমাজে অশ্লীলতা ও বেলাল্লাপনা প্রসারের অন্যতম মাধ্যম। আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫১)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : সপ্তাহে দু'দিন হাটে বেচাকেনার ব্যস্ততার কারণে পার্শ্ববর্তী মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এক্ষণে ব্যস্ততার কারণে একাকী ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শরী'আতের বিধান হ'ল, সব কিছু ত্যাগ করে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরেও যারা জামা'আতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৩)*। তবে গ্রহণযোগ্য শারঈ কারণে জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে না পরলে দোকানেই একাকী বা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : নাপাক অবস্থায় কম্পিউটারের পর্দায় কুরআন দেখে পাঠ করা যাবে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : নাপাক অবস্থায় মূল আরবী কুরআন স্পর্শ ব্যতীত পাঠ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির-আযকার করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। অতএব কম্পিউটার বা মোবাইলের পর্দায় কুরআন দেখে পাঠ করতে বাধা নেই। তবে নাপাকী থেকে গোসল সেরে কুরআন পাঠ করাই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : ইসলামিক টিভিতে শরী'আত পরিপন্থী বহু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এগুলির জন্য কর্তৃপক্ষ কিরূপ শাস্তির সম্মুখীন হবে? তারা যেসব উপকারী ও মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয়াদী প্রচার করছে এগুলি কি উক্ত শাস্তির জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে?

-অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদ, নরসিংদী।

উত্তর : টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত পরিচালনা করা দাওয়াতের বহু মাধ্যমের অন্যতম মাধ্যম মাত্র। কিন্তু তা যদি হারাম পন্থায় উপার্জিত পয়সা দ্বারা হয়, তাহ'লে আল্লাহ তা কবূল করবেন না। অনৈসলামিক ও অশালীন বিজ্ঞাপন হতে উপার্জিত পয়সা দিয়ে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। কারণ আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবূল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। টিভি কর্তৃপক্ষ এজন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। সৎপন্থায় দ্বীন প্রচার সম্ভব না হ'লে, সে পথ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। অব্যাহতভাবে ছোট গোনাহ করলে তা বড় গোনাহে পরিণত হয় এবং তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় *(আহমাদ হা/৩৮১৮; ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৭)*। আর যেখানে বড় গুনাহ্ অব্যাহত ভাবে চলছে সেখানে কাফফারা হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : হস্তমৈথুন করা কিরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত। জনৈক আলেম বলেন, ইমাম ইবনু হাযম সহ অনেক ওলামা একে মুবাহ বলেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুয যামান
রাণীনগর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা যেকোন উপায়ে বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। এটি হারাম এবং আত্মঘাতী পাপ। যা মানুষের জীবন-যৌবন ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যের ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মুখ বন্ধ হবে এবং হাত-পা, চোখ-কান ও দেহচর্ম সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫, হা-মীম সাজদাহ্ ২০)*। অতএব এই পাপীদের এখুনি তওবা করতে হবে। এদের বাঁচার পথ হ'ল বিয়ে করা অথবা নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০)*। সেই সাথে সর্বদা সৎ চিন্তা করা ও সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা। ইবনু হযম (রহঃ) একে শর্তসাপেক্ষে মুবাহ বললেও তিনি একে 'মকরূহ এবং উন্নত চরিত্রের বিরোধী' বলেছেন। মুবাহ বললেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কুরআনে এদের 'সীমালংঘনকারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে *(মুমিনূন ৭)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননাকারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?

-সাজেদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : সে ধর্মত্যাগী কাফের হিসাবে গণ্য হবে *(তাওবাহ ৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে ঐ ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬)*। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের *(কুরতুবী)*। এ দায়িত্ব পালন না করলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ঐব্যক্তি তওবা করলে তার তওবা কবুল হবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। এটাই হ'ল বিদ্বানগণের সর্বাগ্রগণ্য মত *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৬/৫৩)*। রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা জনৈক ইহুদীকে জনৈক মুসলিম শ্বাসরোধ

করে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য বাতিল করে দেন *(আবূদাঊদ হা/৪৩৬১, ৪৩৬৩, নাসাঈ হা/৪০৭৬)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : সন্তান কতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খেতে পারে? সন্তানকে দুধ না খাওয়ালে পাপী হতে হবে কি? মি'রাজের রাত্রে রাসূল মহিলাদের বুকে সাপ কামড়াতে দেখলেন পরে জানলেন তারা দুনিয়াতে সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতো না। এর সত্যতা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সন্তানকে দুধ পান করানোর সময়কাল হ'ল দু'বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মায়েরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩, লোকমান ১৪ ও আহক্বাফ ১৫)*। তবে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুধ পান করালে কোন দোষ নেই। মূলতঃ আয়াত সমূহে দু'বছর দুধ পান করানোর সময়সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে, তাহ'লে ঐ বাচ্চা তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা সাধারণ খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে' *(তাফসীর ইবনে কাছীর; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/৬৩)*।

দুধ পান সহ সন্তানের সার্বিক প্রতিপালন পিতা-মাতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহিলা ও তার স্বামী তার সন্তানের দায়িত্বশীল। অতএব তাদেরকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে *(বুখারী হা/২৪০৯, মুসলিম হা/৪৮২৮)*। তবে মি'রাজের রাত্রে রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের বুকে সাপে কামড়াতে দেখলেন এবং পরে জানলেন যে, তারা দুনিয়াতে সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতো না' এ কথা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : সফর অবস্থায় তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
বড়বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮)*। অবশ্য বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৪৫৭ পৃঃ)*। তবে ঘুম না ভাঙ্গার আশংকা থাকলে আগ রাতে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে সেটাই তাহাজ্জুদ হিসাবে গণ্য হবে *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬, ইবনে খুযায়মা হা/১১০৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। ছয়ভাবে তাহাজ্জুদ পড়ার পদ্ধতি দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : মুছাফাহা কিভাবে করতে হয়? এর কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুল মজীদ শেখ
কুকুরিয়া, টাঙ্গাইল।

উত্তর : মুছাফাহা অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো (إلصاق صفح الكف بالكف)। মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে করমর্দন করতে হয়। এটা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যুগ হ'তে চলে আসা একটি সামাজিক আদর্শগত সুন্নাত *(বুখারী হা/৬২৬৩, মিশকাত হা/৪৬৭৭)*। মুছাফাহা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুমিন অপর মুমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে ও তার একহাত ধরে মুছাফাহা করে, তখন উভয়ের গোনাহ ঝরে পড়ে, যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৫২৬)*। তিনি বলেন, যখন দু'জন মুসলিম পরস্পরে মিলিত হয়ে মুছাফাহা করে তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় *(আবুদাঊদ হা/৫২১৪, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল। সাক্ষাতকালে মাথা ঝুঁকানো, বুকে জড়িয়ে ধরা, কোলাকুলি করা, হাতে বা কপালে চুমু খাওয়া নয়, কেবল সালাম ও মুছাফাহা করবে। মুছাফাহার জন্য পৃথক কোন দো'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : ছালাত আদায়কালে মহিলাদের চুল বেঁধে খোপা করে রাখা যাবে, না ছেড়ে দিতে হবে? কেউ কেউ বলেন ছেড়ে রাখা আবশ্যক। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেরিনা, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : অন্য সময়ের ন্যায় ছালাত আদায়কালেও মেয়েরা পর্দা রক্ষার সুবিধার্থে তাদের চুল পিছনে বেণী বা খোঁপাবদ্ধ রাখতে পারে। এটা মেয়েদের পর্দা রক্ষা এবং ছালাতে খুশূ-খুযূ বজায় রাখার সহায়ক। তবে তাদের খোঁপা উটের কুঁজোর মত (كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ) করে মাথার উপরে বাঁধা যাবে না। যেমনভাবে প্রাচীন যুগে মিসরীয় নারীরা বাঁধত। পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী এইসব মহিলারা জাহান্নামী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়; মিরক্বাত ৭/৯৬)*।

এক্ষণে ছালাতের সময় মুছল্লী তার ৭টি অঙ্গের (কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুলের মাথা) উপরে সিজদা করবে মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে যে বলা হয়েছে وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ 'এবং আমরা যেন সিজদাকালে আমাদের কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা৮৮৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৮২৭ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ৩/২২ পৃঃ)*, উক্ত বিষয়টি পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই নিষেধাজ্ঞা না জানার কারণে অনেক পুরুষ মুছল্লী ছালাতের সময়ে তাদের মাথার চুল বেঁধে নিতেন। একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) জনৈক বদরী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ) এর চুল খুলে দেন *(ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৫; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৬১ ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৪৬)*। ইমাম শাওকানী উপরোক্ত হাদীছ দু'টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, والحديثان يدلان على كراهية صلاة الرجل وهو معقوص الشعر 'হাদীছ দু'টি পুরুষের জন্য চুল

বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায় করা মাকরূহ সাব্যস্ত করে। হাফেয ইরাকী বলেন, এটি পুরুষের জন্য খাছ, মেয়েদের জন্য নয়। কেননা তাদের চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ছালাত অবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এছাড়াও খোঁপা বা বেণী খোলার মধ্যে তার জন্য বাড়তি কষ্ট ও ঝামেলা রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদেরকে ফরয গোসলের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়েও খোঁপা বা বেণী না খোলার অনুমতি দিয়েছেন *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬-২৩৭ 'পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ আলবানী বলেন, ويبدو أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء 'এটা স্পষ্ট যে, সিজদাকালে চুল খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়' *(ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১২৫)*।

জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, 'পুরুষের জন্য মাথার চুল বাঁধা কেবল ছালাতের সময় নয় বরং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী বলেন, এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সঠিক' *(মির'আত ৩/২০৭ হা/৮৯৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : সূরা বনী ইস্রাঈলের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমরাই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ' *(ইসরা ৩১)*। জাহেলী যুগে কিছু লোক সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে জীবন্ত পুঁতে ফেলে হত্যা করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ নিকৃষ্টতম কাজ থেকে সতর্ক করে উক্ত আয়াত নাযিল করেন *(ইবনু কাছীর)*। বর্তমান যুগে যারা সংসারকে সচ্ছল করার ধারণায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছে, তারা মূলতঃ সেযুগের সন্তান হত্যাকারীর ন্যায় মহাপাপী হবে। রূযীর মালিক আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কারণ কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল বা সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : ক্বায়েদা বা কুরআন মাজীদ মাটিতে রেখে পড়া যাবে কি?

-কবীর,
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী। একে সম্মান করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। মাটিতে রাখলে কুরআনকে অসম্মান করা হয়। তাকে অবশ্যই কোন উঁচু স্থানে রাখবে। এক দল ইয়াহুদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে একজন ব্যভিচারীনী মহিলার শাস্তির দাবী করল। তখন তিনি তাওরাত নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং সেটি নিচে না রেখে একটি বালিশের উপর রাখলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯)*। আবরী ক্বায়েদাসহ যে সব বইয়ে কুরআনের কিছু আয়াত থাকে, সেগুলিকেও সম্মান করা উচিৎ।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : যাকাত-ওশর না দেওয়ার পরিণাম কি?

-মুশফিকা নাজনীন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, (হে নবী) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর *(তওবা ৩৪, ৪০)*। উল্লেখিত আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের কথা বলা হ'লেও উদ্দেশ্য সকল জমাকৃত অপবিত্র সম্পদ, যাকে যাকাত দিয়ে পবিত্র করা হয়নি। কেননা কান্য বলা হয় প্রত্যেক সঞ্চিত সম্পদকে *(কুরতুবী)*

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে টেকো মাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার দু'চোখে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে এবং দু'চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। আমি তোমার সঞ্চিত ধন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : দাড়ি না রেখে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত কবুল হবে কি? এতে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে কি?

-আহমাদ সাব্বির
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : দাড়ি কাটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গোঁফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। তবে 'মুখে দাড়ি না রেখে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত কবুল হবেনা' অথবা 'মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হবে' মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায়না। যদিও কাজটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা কি?

-সাইফুল ইসলাম
বসন্তপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা হ'ল (দুষ্ট) নারী *(বুখারী হা/৫০৯৬, মুসলিম হা/২৭৪১; মিশকাত হা/৩০৮৫)*।